চর্যাগীতি পদাবলী

সুকুমার সেন

চর্যাগীতি পদাবলী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত "বৌদ্ধগান"-গুলি, তাঁহার সংগৃহীত আর একটী চর্যাগীতি এবং চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চিয়ে ও সেকোদ্দেশটীকায় লব্ধ চর্যাপদগুলি একত্র সংকলন করিয়া চর্যাগীতি-পদাবলী নামে প্রকাশ করিলাম। এই চর্যাগীতি ও পদগুলি কয়েক বছর আগে 'চর্যাগীতিকোষ' নামে ইংরেজি অনুবাদ ও পাঠনির্দেশ-টীকা সহ প্রকাশ করিয়াছিলাম Indian Linguistics পত্রিকার একটি খণ্ডরূপে। তাহাতে সেকোদ্দেশটীকা হইতে আরও কয়েকটি পদ তুলিয়া দিয়াছিলাম। এই বইয়ে সেগুলি বাদ দিয়াছি যেহেতু এ পদগুলির ভাষা প্রায় পুরা-পূরি অবহট্ঠ। এই কারণে বজ্রগীতিও সংকলন করি নাই।

চর্যাগীতির আলোচনায় দুইজনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। প্রথম চর্যাগীতির আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিতীয় চর্যাগীতির বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাগীতিগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (১৯১৬)। সে অনুমান অভ্রান্ত, কিন্তু সে অনুমানের মধ্যে কিছু ফাঁক ছিল। তিমি চর্যাগীতিগুলির সঙ্গে দোহাকোষ দুইটিকে এবং ডাকার্ণবকেও পুরাপুরি বাঙ্গালা রচনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। যে পুরানো বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে আমরা তখন পর্য্যন্ত পরিচিত ছিলাম তাহার রূপ বৌদ্ধ গানগুলিতে চেনা গেল না। অনেকে আবার এগুলির প্রাচীনত্ব স্বীকারেও কুণ্ঠিত হইলেন। এমন অবস্থায় সুনীতিবাবু চর্যাগানগুলির ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন (১৯২৬) যে উহা বাঙ্গালা নিশ্চয়ই, বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ—অব-হট্ঠের সদ্যোনির্মোকমুক্ত রূপ—উহাতে লভ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সুনীতিবাবু যুক্তি ও সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। বাধ্য হইয়া প্রাচ্য পণ্ডিতেরা তখন চুপ করিয়া গেলেন। (এদেশের পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও মন বোধ করি এখনো পুরাপুরি সায় দেয় নাই।) সুনীতিবাবু শুধু চর্যাপদগুলির ভাষা বাঙ্গালা প্রতিপন্ন করিয়াই চুকাইয়া দেন নাই। তিনি বহুস্থানে খাঁটি পাঠ নির্ণয় করিয়া চর্যাগীতির শাদা মানে আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তবুও অনেক জট রহিয়া গেল। তাহার উন্মোচনে দুইজনের প্রচেষ্টা স্মরণীয়। প্রথম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ইনি চর্যাগীতিগুলির সম্পূর্ণ তিব্বতী অনুবাদ প্রকাশ করিলেন (১৯৩৮)। দ্বিতীয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ.। ইনি চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের

যে নকল শাস্ত্রী মহাশয় করাইয়াছিলেন তাহার সহিত ছাপা পাঠ মিলাইয়া এবং অন্য উপায়ে কয়েক স্থানের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিলেন (১৯৪২)। তবুও সব গ্রন্থিমোচন হইল না।

বাকি জট ছাড়াইবার চেষ্টার পরিচয় আছে আমার চর্যাগীতিকোষে (১৯৪৮)। কিন্তু সে চেষ্টা সর্বত্র সফল হয় নাই। তখন, আমার পূর্বগামীদের মতই যেখানে থই পাই নাই সেখানে পাঠ ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া শোধরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পরে অনেক স্থানেই পাঠ বদলাইবার চেষ্টার অনাবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই কারণে এই চর্যাগীতি-পদাবলীর প্রকাশ। যাঁহারা ধৈর্য সহকারে এই বইয়ের পাঠ অনুধাবন করিবেন তাঁহারা বুঝিবেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মুদ্রিত পাঠ যতটা মনে করা হয় ততটা ভ্রান্ত নয়। একটা প্রমাণ দিই। পঞ্চাশের চর্যায় সাতের ছত্রে "তাএলা" শব্দটি এতদিন আমরা ভুল মনে করিয়া এটির শুদ্ধ পাঠ কল্পনা করিতেছিলাম "উএলা" কিংবা "ভাএলা"। যদিও এই পাঠকল্পনায় ব্যাকরণ মিলে কিন্তু অর্থসঙ্গতি হয় না। বইটি যখন ছাপিতে দিয়াছি তখনও "তাএলা" অশুদ্ধ ভাবিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন অবহট্‌ঠে পাইলাম "তাবেলা" শব্দটী, অর্থ "তদ্‌বেলা"। তখন মুনিদত্তের ব্যাখ্যা দেখিলাম। সেখানে পাইলাম "তস্মিন্ সময়ে"। সন্দেহ মিটিয়া গেল। "তাএলা" পাঠ ঠিকই।

আমি যে সব জটই ছাড়াইতে পারিয়াছি সে দাবি করি না। তবে অনেক সন্দিগ্ধ স্থানেরই যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছি সে সম্বন্ধে আমার সংশয় নাই। আর যেখানে কিছু করিতে পারি নাই সেখানে মূলে হস্তক্ষেপ করি নাই। অনুমানের আশ্রয় লইয়াছি টিপ্‌পনী-পাঠান্তরের আড়ালে। এই তো গেল মূলের কথা।

অনুবাদে বাহ্য এবং সন্ধা দুই অর্থই দিয়াছি। পাঠান্তর থাকিলে অথবা অনুমিত হইলে বৈকল্পিক অর্থও গ্রহণ করিয়াছি। মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি থাকায় বুঝিবার সুবিধা হইবে আশা করি। লুপ্ত চর্যা ও চর্যাংশগুলির পুনর্গঠিত রূপ দিয়াছি কৌতূহলী পাঠকের জন্য। চর্যাকারদের সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য তাঁহাদের কথায়ই বিশদ করিতে প্রযত্ন করিয়াছি। অনুবাদের শীর্ষে চর্যার মূল সন্ধাসঙ্কেত দিয়াছি, টিপ্পনীতে তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শব্দকোষে প্রত্যেক পদের অর্থ ও যথাসম্ভব বুৎপত্তি দিয়াছি। টিপ্‌পনীতে ব্যাখ্যাত হয় নাই এমন পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়াছি। কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের বুৎপত্তি সুগম হইয়াছে জিপ্‌সী ভাষায় সাহায্যে। ডোম জাতি জিপ্‌সী-ভাষীদের ভারতীয় পূর্বপুরুষ। প্রাচীন ভারতীয় ডোম্ব শব্দই জিপসী ভাষায় "রোম" হইয়াছে এবং ডোম্বদের ভাষা *ডোম্বিনী হইয়াছে "রোম্‌নী"।

ভূমিকায় চর্যাগীতি-পদাবলীর বিষয়, ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। চর্যাকর্তাদের সময় নিরূপণে অপরীক্ষিত "তথ্য" ও অনুমিত আপ্তবাক্য দুইই অগ্রাহ্য করিয়াছি। আনুমানিক অধস্তম ও উর্ধ্বতম কাল নির্দেশ ছাড়া এখানে আপাতত কিছু করিবার আছে বলিয়া মনে করি না। সুতরাং "জেতই বোলী তেতবি টাল"। চর্যাকর্তাদের ধর্মমতের আলোচনায় তাঁহাদের উক্তির উপরেই নির্ভর করিয়াছি। তীল, সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষ হইতে চর্যাগীতির অনেক স্থানের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। যাঁহারা বারবার বলিয়াছেন—গুরু সে বোবা শিষ্য কালা, তাঁহাদের গোপন কথার নিগূঢ় ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিবার মত অধ্যাত্মবোধ অথবা দিব্যদৃষ্টি আমার নাই। সুতরাং মনের কুয়াসা ও দৃষ্টির আবিলতা দিয়া ভিজা কম্বল আরো ভারী করিয়া তুলিতে যাই নাই। এ বিষয়ে অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি।

যাঁহারা চর্যাগীতির যথাসম্ভব প্রকৃত পাঠ ও বাহ্য অর্থ জানিতে কৌতূহলী, যাঁহারা বাঙ্গালা তথা আধুনিক ভারতীয় আর্য সাহিত্যের নবজাত রূপ দেখিতে উৎসুক, যাঁহারা আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী তাঁহাদের জন্যই আমার এই বই। এই কথাটি মনে রাখিতে বলি ॥

দ্রষ্টব্য গ্রন্থাবলী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৮)।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Origin and Development of the Bengali Language, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯২৬।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, Dohakosa, (Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII), Calcutta Univerity, 1935.

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, Materials for a critical Edition of the Old Bengaii Caryapadas (A comparative study of the text and the Tibetan translation) Part I, (Journal of the Department of Letters, Vol. XXX), Calcutta University, Calcutta, 1938.

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, Buddhist Mystic Songs, (Dacca Univerity Studies), Dacca.

মণীন্দ্রমোহন বসু, চর্য্যাপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩।

শ্রীসুকুমার সেন, Index Verborum of the Old Bengali Carya Songs and Fragments, (Indian Linguistics, Vol. IX), Calcutta, 1947.

শ্রীসুকুমার সেন, Old Bengali Texts or Caryagitikosa, (Indian Linguistics, Vol. X), Calcutta, 1948.

ভূমিকা

১. মূলের সন্ধান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে একখানি বই বাহির করিয়াছিলেন 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নাম দিয়া। বইটিতে নেপাল-দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত চারিখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিলঃ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', 'সরোজবজ্রের দোহাকোষ', 'কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ' ও 'ডাকার্ণব'। প্রথম গ্রন্থখানিই সবৃত্তিক চর্যাগীতি-সংগ্রহ। মূল চর্যাগীতিসংগ্রহ গ্রন্থখানির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। বৃত্তি লেখা হইয়াছিল মূলের বেশ কিছুকাল পরে। প্রাপ্ত পুথিখানি আসলে বৃত্তির। তবে লিপিকর অন্য পুথি হইতে মূল চর্যাগুলিও ঢুকিয়া দিয়াছিলেন এবং বৃত্তির নামেই পুথির নাম করিয়াছিলেন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। নামটি লিপিকর ভুল করিয়া লিখিয়াছেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। বৃত্তিকারের নাম যে মুনিদত্ত তাহা তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা গেল। নেপাল-দরবারের পুথিতে শেষ কয় পাতা নাই, সুতরাং মুনিদত্তের নাম শেষে থাকিলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মাঝেরও কয়েকখানি পাতা নাই। তাহাতে সাড়ে তিনটি পদের মূল ও তদনুযায়ী বৃত্তি অংশ বিলুপ্ত। প্রস্তুত গ্রন্থে তিব্বতী অনুবাদ হইতে লুপ্ত অংশের ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপে এবং মূলের রূপ আবছায়া রকমে পুনর্গঠিত হইয়াছে। চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী সমগ্র অনুবাদ বাহির করেন।

নেপাল-দরবারের পুথির লিপিকর মূল ও বৃত্তি দুই পৃথক পুথি হইতে নকল করিয়াছিলেন। ইহার অজস্র প্রমাণ আছে। পুথির শেষ অংশ খণ্ডিত হইলেও মনে হয় এই সংগ্রহে আর কোন চর্যাগীতি ছিল না। থাকিলে তিব্বতী অনুবাদে মিলিত। মুনিদত্ত অন্তত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলের পুথিতে আরো একটি চর্যা ছিল। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকর উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন এগারোর চর্যার বৃত্তির শেষে

লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সূনেত্যাদি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।

চর্যাগীতিকোষ রচিত হইবার অনেক কাল পরে মুনিদত্ত বৃত্তি লিখিয়াছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার সময়ে চর্যাগীতির কিছু কিছু পাঠান্তর দাঁড়াইয়াছিল। অনেক সময় দেখিতেছি মুনিদত্ত চর্যার যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সে পাঠ পুথিতে প্রদত্ত মূল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন

চর্যা-সংখ্যা	লিপিকরের মূল	বৃত্তিতে উদ্ধৃত মূল
২.৯	অইসন	অইসনি
৬.৫	চ্ছুপই	খণ্ডই
৮.১	ভরিতী	ভরিলী
১২.১	পিহাড়ি	পিড়ি
১২.৯	দাহ	দায়
১৬.৯	গঅণাঙ্গন	গগনগঙ্গা
২০.৩	ফেটলিউ	ফিটলেস্থু
২০.৫	পহিল	পহিলে
২০.৭	জাণ জোবণ	নব যৌবন
৩০.৩	উইত্তা	উইএ
৩০.৬	নিহুরে	নিহএ
৩১.৫	চান্দরে	চান্দেরি
৩১.৭	ছাড়িঅ	ছাড়িল
৩২.৭	পার উআরেঁ	পারোআরে
৩৩.২	হাড়ীত	হণ্ডী[ত]
৩৩.৩	বেগ	বেঙ্গ
৩৩.৫	বলদ	বলদা
	গবিআ	গাবী
৩৬.৮	ঘোরিঅ	ঘানিক
৩৮.৫	নৌবাহী	নোবাঅ
৩৮.৭	বাট অভয়	বাটত [ভয়]
৩৮.৯	খরে সোন্তে	খর-সোন্তেঁ
৩৯.১	সুইণা	সুইণেঁ
৩৯.৯	ভণন্তি	ভণ[ই]
৪০.৫	আলে	অলেঁ

চর্যা-সংখ্যা	লিপিকরের মূল	বৃত্তিতে উদ্ধৃত মূল
৪০·৭	জে তই	তেজই
৪০·৮	বোধ	বোব
৪৫·৯	সু তরু	সুন তরুবর
৪৬·১	পেখু	পেখই
৪৭·৩	ডাহ	দাহ
৪৯·২	অদঅবঙ্গালে	অদ্বয়বঙ্গালে
৪৯·৪	চণ্ডালী	চণ্ডালেँ
৪৯·৫	ডহি জো	দহিঅ
৪৯·৭	সোণ তরুঅ	সোন রুঅ
৫০·৩	ছাড়ু	ছাড়
৫০·১১	ভাইলা	গড়িল

তিব্বতী অনুবাদক প্রায় সর্বদা মুনিদত্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবুও মনে হয় তাঁহারও কিছু কিছু পাঠান্তর জানা ছিল। কিন্তু সে পাঠান্তর মূলের না অর্থভ্রান্তির তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত উপাদান হাতে নাই। মুনিদত্তের পাঠ কোন কোন স্থানে উন্নততর। যেমন, 'অইসনি' (২·৯), 'ভরিলী' (৮·১), 'দায়' (১২·৯), 'ফিটলেসু' (২০·৩), 'চান্দেরি' (৩১·৫), 'ঘানিক' (৩৬·৮), 'সুইণেँ' (৩৯·১), 'ভণই' (৩৯·৯), 'বোব' (৪০·৮), 'পেখই' (৪৬·১), 'গড়িল' (৫০·১১)। কোন কোন স্থানে দুই পাঠই তুল্যমূল্য। যেমন, 'চ্ছুপই ঃ খণ্ডই' (৬·৫), 'উইত্তা ঃ উইএ' (৩০·৩), 'ছাড়িঅ ঃ ছাড়িল' (৩২·৭), 'বলদ ঃ বলদা' (৩৩·৫), 'জে তই ঃ তেজই' (৪০·৭), 'ডাহ ঃ দাহ' (৪৭·৩) ইত্যাদি। কদাচিৎ মূলের পাঠ উন্নততর। যেমন, 'হাড়ীত' (৩৩·২), 'নৌবাহী' (৩৮·৪), 'আলে' (৪০·৫) ইত্যাদি।

আর একটি বিষয়ে লিপিকরের মূলের সঙ্গে মুনিদত্তের মূলের গুরুতর পার্থক্য আছে। লিপিকরের মূলে চর্যার সব পদই ধ্রুবপদ। অর্থাৎ পূর্বপদ ধুয়ার মত পুনরাবৃত্ত হইত পরবর্তী পদ গাহিবার পর। মুনিদত্ত এই বিশেষত্ব শুধু দুইটি চর্যাতেই নির্দেশ করিয়াছেন

পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যম্।

দুইটি চর্যায়ই ছত্রসংখ্যা চর্যার সাধারণ ছত্রসংখ্যার সমান নয়। একটিতে (২৮) চৌদ্দ ছত্র, অপরটিতে (৪৩) আট ছত্র। বাকি সব চর্যাতেই তিনি দ্বিতীয় পদকে ধ্রুবপদ বলিয়াছেন এবং/অথবা দ্বিতীয় পদকে ধ্রুবপদ গণ্য করিয়া চর্যার পদসংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়টি ধরিলে মুনিদত্তের মূলকে বেশি খাঁটি বলিতে হয়।

চর্যাগীতিকোষে সঙ্কলিত হয় নাই এমন একটিমাত্র চর্যা পুরাপুরি এবং কয়েকটি চর্যার কিছু কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। মুনিদত্ত তাঁহার বৃত্তিতেও কয়েকটি চর্যাপদ ও পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ চর্যাটি প্রস্তুত চর্যাগীতিকোষের অন্তর্ভুক্ত করিলাম (৫১)। চর্যাপদ ও পদাংশগুলি পরিশিষ্ট রূপে সঙ্কলিত হইল।

২. রচয়িতা ও রচনাকাল

মুনিদত্ত তাঁহার বৃত্তিতে প্রত্যেক চর্যার রচয়িতার নাম করিয়াছেন। চর্যার মধ্যেও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। দুই একটি চর্যায় যাহা চর্যাকর্তার নাম বলিয়া মুনিদত্ত অনুমান করিয়াছেন তাহা ভনিতা নয়। কয়েকটি নাম মূলে একরকম বৃত্তিতে অন্যরকম। কয়েকটি চর্যায় গুরুর নাম ভনিতারূপে গৃহীত।

চর্যাকর্তাদের এই নামগুলি মূলে ও বৃত্তিতে[১] পাই

লুই (লুইপাদ, লূয়ীপাদ, লূয়ীচরণ)
কুক্কুরীপা (কুক্কুরীপাদ, কুক্কুরিপাদ)
বিরুআ (বিরুআপাদ)
গুডরী (গুণ্ডরীপাদ, গুড্‌ডরী)
চাটিল (চাটিল্লপাদ, চাটিল)
ভুসুকু (ভুসুকুপাদ, ভুসুকু)
কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল (কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ, কৃষ্ণাচার্য, কৃষ্ণাচার্যচরণ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণাচার্যসুন্দর)
কামলি (কম্বলাম্বরপাদ)
ডোম্বী (ডোম্বী)
শান্তি (শান্তি)
মহিত্তা, মহিণ্ডা (মহীধর)

১. বন্ধনীমধ্যে বৃত্তিতে উল্লিখিত নাম ও নামরূপ।

বীণা (বীণাপাদ)

সরহ (সরহপাদ)

সবর (শবরপাদ)

আজদেব (আর্যদেবপাদ)

ঢেণ্ঢণপা (ঢেণ্ঢণ, ঢেণ্ঢণপাদ)

দারিক, দারক (দারিক)

ভাদে (ভদ্রপাদ)

তাড়ক (তাড়ক)

কঙ্কণ (কঙ্কণ, কঙ্কণপাদ)

জঅনন্দি (জয়নন্দিপাদ)

ধাম (ধামপাদ)

(তন্ত্রী—তিব্বতী অনুবাদে প্রাপ্ত)

(লাড়ীডোম্বী)

এই চব্বিশটি নামের মধ্যে দুইটি নাম বাদ দিতে হয়। বীণা ও শবর শব্দ দুইটি যেভাবে আছে তাহাতে ভনিতা বলিয়া মনে হয় না। শবরীপাদ বলিয়া এক বা একাধিক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। শবরপাদের লেখা বলিয়া উল্লিখিত চর্যা দুইটিতে (২৮,৫০) শবরীরও উল্লেখ আছে। চর্যা দুইটি কোন এক শবরী-পাদের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু চর্যার মধ্যেকার "শবর" ভনিতা নয়।

কুক্কুরীপা ও ঢেণ্ঢণপা নাম দুইটিতে গুরুগৌরবসূচক "পা" থাকায় এই নামাঙ্কিত চর্যাগুলিকে সিদ্ধাচার্যদ্বয়ের অজ্ঞাতনামা ভক্তের রচনা বলিতে হয়। চাটিল ভনিতার চর্যাটিও তাঁহার কোন শিষ্যের—সম্ভবত ধামের—রচনা।

তাড়ক ও কঙ্কণ এ দুইটি চর্যাকর্তার নাম নয়, ছদ্মনাম অথবা উপাধি। তাড়, কাঁকণ, হার, মুকুট প্রভৃতি ভূষণ-উপহারযোগে সেকালে কবি-গুণীকে পুরস্কৃত করার রীতি ছিল। উপহার-লব্ধ ভূষণ অনুসারে কবিরাও উপাধি বা নামান্তর ব্যবহার করিতেন।

ডোম্বী ও তন্ত্রী জাতিবাচক নাম হইতে পারে। যেমন সম্ভবত দোহা-রচয়িতা তীল বা তিল্লো।

নেপাল-দরবারের পুথি খুব পুরানো নয়। তিব্বতী-অনুবাদের রচনাকাল জানা নাই। মুনিদত্তের চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়-রচনার কাল আনুমানিক চতুর্দশ

শতাব্দী ধরিলে বেশি ভুল হইবে না। চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর আগে। কিন্তু কত আগে? ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে মোটামুটি বলা যায় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী। চর্যাকর্তাদের মধ্যে দুই চারি জনের জীবৎকালের যে আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে এই অনুমানই সমর্থিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথের কল্পনা-নির্ভর ঐতিহাসিকতা-সূত্রে অনেকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী অবধি পৌঁছিয়াছেন। এমন অনুমানের পক্ষে ছিটা-ফোঁটা তথ্যও নাই।

চর্যাগীতিগুলি সবই যে এক সময়ের লেখা তাহা বলিবার উপায় নাই। গুরু-শিষ্য দুই পুরুষের রচনা তো আছেই। তিন-চারি পুরুষের রচনা থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু চর্যাগীতিগুলির ভাষায় ও রচনারীতিতে কালগত বৈষম্য অলক্ষ্য। সুতরাং প্রথম ও শেষ চর্যাকর্তার মধ্যে দুইশত বৎসরের বেশি ব্যবধান অনুমান করা চলে না। এবং এই ব্যবধানও দরাজ কল্পনায়। তখন বাঙ্গালা ভাষার শৈশব অবস্থা, ভাষার পরিবর্তন তখন স্বভাবতই দ্রুতগামী। কিন্তু সেরকম পরিবর্তনের সাক্ষ্য চর্যাগুলিতে নাই। তবে অবহট্‌ঠের জাগ্রত প্রভাব ছিল। তাহা কতক পরিমাণে ভাষা-পরিবর্তনের বেগ মন্দীভূত করিয়া থাকিবে।

লুইকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আদি সিদ্ধাচার্য বলিয়াছেন। লুইয়ের একটি চর্যা লইয়া চর্যাগীতিকোষের আরম্ভ। সুতরাং এ অনুমানের সমর্থন আছে। লুই অভিসময়ের বই লিখিয়াছিলেন। আর কোন চর্যাকর্তা বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-দর্শনের বই লিখেন নাই। এখানেও লুইয়ের প্রাচীনত্বের প্রমাণ। লুইয়ের চর্যা দুইটিতে যোগসাধনার কথা আছে কিন্তু তান্ত্রিকতার কোনরকম ইঙ্গিত নাই। তাঁহার গানে লুই বলিয়াছেন যে যোগধ্যানের দ্বারাই অধ্যাত্মদৃষ্টি লভ্য, তপজপের দ্বারা তাহা অলভ্য, শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারাও পথ-নির্দেশ হয় না। লুইয়ের চর্যায় সন্ধা-ভাষার আভাষ নাই। রূপক তিনি সর্বদা ভাঙ্গিয়াই দিয়াছেন। যেমন, কায়া তরুবর। কোন পারিভাষিক শব্দও লুই ব্যবহার করেন নাই। অপর চর্যাকর্তা যেখানে পারিভাষিক "আলি কালি" প্রয়োগ করিয়াছেন সেখানে লুই লিখিয়াছেন অপারিভাষিক "ধমণ চমণ"। লুইয়ের চর্যায় ভনিতার ব্যবহারেও বিশেষত্ব। ভনিতা পাই দুইবার করিয়া—ধ্রুবপদে আর শেষ পদে। এই বিশেষত্ব লুইয়ের শিষ্য দারিকের এবং আরও দুই-একজনের চর্যায় দেখা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "লুইয়ের সময় ঠিক করিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, তাঁহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছেন। সে গ্রন্থখানির নাম অভিসময়বিভঙ্গ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।" তাহা হইলে লুই দীপঙ্করশ্রী জ্ঞানের বর্ষীয়ান্ সমসাময়িক হন। অতএব লুইয়ের জীবৎকাল একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ধরিতে পারি। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা আছে। সরহের আলোচনায় দেখা যাইবে যে সরহকেও একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এদিকে আনা যায় না, ওদিকে লইয়া যাওয়াই উচিত। অথচ আভ্যন্তরীণ বিচারে লুইকে সরহের চেয়ে প্রাচীনতর বলিতে বাধ্য। বোধ করি তিব্বতী ঐতিহ্যে যাহা লুই ও দীপঙ্করশ্রীর সাক্ষাৎ সহযোগিতা বলা হইয়াছে আসলে তাহা তেমন ছিল না। হয় দীপঙ্করশ্রী পরবর্তীকালে লুইয়ের অসমাপ্ত অভিসময়বিভঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, নয় লুই লিখিয়াছিলেন 'অভিসময়' আর এই অভিসময়ের পরিশিষ্ট ("বিভঙ্গ") রচনা করিয়াছিলেন দীপঙ্করশ্রী। এমন অনুমান করিলে লুইকে দীপঙ্করশ্রীর সমসাময়িক হইতে হয় না। অতএব লুইয়ের জীবৎকাল দশম শতাব্দী বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম।

তিব্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়া লুইয়ের তিনখানি গ্রন্থের নাম পাইতেছি,—'শ্রীভগবদভিসময়,' 'অভিসময়বিভঙ্গ' এবং 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি নাম'। মনে হয় শেষ রচনাটি লুইয়ের দোহা ও চর্যাগীতির সংগ্রহ এবং এটির আসলে নাম ছিল 'তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টি নাম দোহাকোষগীতিকা'। লুইয়ের যে চর্যা দুইটি পাওয়া যাইতেছে তাহা ভাবের দিক দিয়া 'তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টি'-র মধ্যে স্বচ্ছন্দে ধরা যায়। তারানাথের মতে লুই ছিলেন শবরীপা-এর শিষ্য।[১]

কুক্কুরীপা-এর চর্যা তিনটি যে তাঁহার কোন ভক্তের বা শিষ্যের রচনা তাহা বোঝা যায় সম্ভ্রমসূচক "পা" (পাদ) হইতে। এই গ্রন্থকর্তৃনামে সংস্কৃত রচনা 'মহামায়াসাধন' পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহার মধ্যে একটি বজ্রগীতি আছে।[৩]

১. গ্র্যুনবেডেলের *Edelsteinmine*-এর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ, *Mystic Tales of Tārānātha* পৃ ১১।

২. সাধনমালা (শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) ২৪০।

৩. বজ্রগীতিটি এই

হলে সহি বিকসিঅ কমলু প্রবোহিউ বজ্জে
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চে।

বজ্রগীতিটির সঙ্গে দুইটি চর্যার (২, ২০) এই মিলটুকু পাই যে তিনটিই নারী-ভাষিত এবং তিনটিতেই মেয়েলি সঙ্কোচহীনতা প্রকটিত। চর্যা দুইটি সন্ধা-ভাষায় এবং লোক-গীতি পদ্ধতিতে লেখা। তারানাথের মতে কুক্কুরীপা-এর সঙ্গে সর্বদা একটি কুক্কুরী থাকিত, তাই এই নাম।[১]

বিরুআ ভনিতায় একটিমাত্র চর্যা মিলিয়াছে। ভনিতার ক্রিয়াপদটি ("ভণন্তি") গৌরবসূচক, সুতরাং রচনা যে বিরুআর নয় তাঁহার কোন ভক্তের বা শিষ্যের এমন অনুমান অপরিহার্য। তিব্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়া আমরা "মহাযোগী" "যোগীশ্বর" "আচার্য" বিরূপের এই রচনাগুলি পাই,—'কর্মচণ্ডালিকা নাম গীতি' (তিব্বতীতে 'কর্মচণ্ডালিকা দোহাকোষ গীতি নাম'), 'দোহাকোষ' এবং 'বিরূপ-পদচতুরশীতি'। তারানাথ বলিয়াছেন বিরুআ ছিল মহাযোগী আচার্য কাহ্নের অর্থাৎ কৃষ্ণপাদের নামান্তর। একথা যে সত্য, অর্থাৎ কাহ্ন নামধারী এক সিদ্ধাচার্যের নামান্তর যে বিরূপ ছিল, তাহার প্রমাণ কাহ্ন ভনিতার একটি চর্যাতেই (১৮) রহিয়াছে

কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
বিদুজন-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ।

একথা যে কাহ্ন নিজের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন তাহা বুঝি চর্যান্তরের (৩৬) ভনিতা হইতে

শাখি করিব জালন্ধরি-পাএ
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ॥

তিব্বতী অনুবাদে যে কর্মচণ্ডালিকাগীতির উল্লেখ আছে তাহা কাহ্নের রচনা অনুমান করিতে বাধা নাই। যে চর্যায় কাহ্ন নিজেকে বিরুআ বলিয়াছেন তাহাও একটি কর্মচণ্ডালিকাগীতি। ভনিতায় পাই

কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী
ডোম্বিত আগলি ণাহি চ্ছিণালী॥

রবিকিরণে পফুল্লিঅ কমলু মহাসুহেণ
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চেঁ॥

১. কুক্কুরীপা নামের প্রসঙ্গে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের "কুক্কুট পাদমিশ্রঃ" স্মরণে আসে। এটির সঙ্গে যদি সত্যই কোন মৌলিক যোগ থাকে তবে বলিব কুক্কুরীপা আসিয়াছে "কুক্কুটীপাদ" হইতে।

কাহ্নের দোহাকোষ আছে বিরূপের নাই। ইহাও কাহ্ন-বিরুআর অভিন্নত্বের পরিচায়ক। প্রাপ্ত চর্যাগীতিটি যাঁহার রচনা 'বিরূপপদচতুরশীতি'ও বিরূআর সেই শিষ্যের বা ভক্তের রচনা হওয়া সম্ভব। বিরূআ ভনিতায় কাহ্ন কিছু লিখিয়াছিলেন এমন অনুমানের সমর্থনে কিছু নাই। বিরূপের নামে সংস্কৃতে লেখা তান্ত্রিক সাধনার দুই একটি নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।[১]

এক কাহ্নের নাম যে বিরূপ (বিরুআ) ছিল তাহা তিব্বতী ঐতিহ্যেও স্বীকৃত। কাহ্ন ও বিরূআ নাম দুইটি মিলাইতে গিয়া তারানাথ গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন গুরু-শিষ্য দুই বিরুআ, গুরু বিরুআর শিষ্য কালো (অর্থাৎ কৃষ্ণ) বিরুআ।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন ছোট বা কালো বিরুআর গুরু জালন্ধরি-পা। এইখানে চর্যাগীতির সঙ্গে মিল পাইতেছি। গুরু বিরুআর যে বর্ণনা তারানাথ দিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই বিরুআর চর্যা-গীতিটির ও কাহ্নের একটি চর্যাগীতির (১০) আধারে গড়া। তারানাথ বলিয়াছেন জালন্ধরি-পা হাড়ের ভূষণ পরিতেন ও ডমরু ধরিতেন।[৩] কালো বিরুআ ছিলেন ব্রাহ্মণ, রামপালের সমসাময়িক এবং তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ্যপন্থী তান্ত্রিক ছিলেন – এই ইঙ্গিত পাই তারানাথের বর্ণনায়। ইহাতে খানিকটা সত্য থাকা সম্ভব।

গুণ্ডরীর নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে নাই। এই ভনিতায় একটিমাত্র চর্যা মিলিয়াছে (৪)। ধাম ভনিতার একটি চর্যায় (৪৭) রাগনির্দেশের ভুল পাঠ গ্রহণ করিয়া[৪] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ।" এ অনুমান পরিত্যাজ্য। চর্যাটিতে সন্ধাসঙ্কেতে "দ্বীন্দ্রিয়-সমাপত্তি" যোগসাধনার বর্ণনা। পারিভাষিক শব্দও অনেক আছে--কমল-কুলিশ, মণিমূল, ওড়িআণ, চান্দসুজ, কুন্দুর। মনে হয় চর্যাকর্তা প্রাচীনদের মধ্যে পড়েন না। নামটি ছদ্ম বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবত "গুণ্ডকরিক" (মশলা ইত্যাদি গুঁড়া করা যাহার পেশা) হইতে উদ্ভূত। তাহা হইলে "অম্হে কুন্দুরে বীরা" এই উক্তির সঙ্গেও সামঞ্জস্য থাকে।

১. 'ছিন্নমস্তাসাধন' (সাধনমালা), 'রক্তযমারিসাধন' (ঐ)।
২. তারানাথ পৃ ১৪-১৬।
৩. ঐ পৃ ৩১।
৪. "গুঞ্জরীপাদানাং"। আসলে হইবে "রাগ গুঞ্জরী ধামপাদানাং।"

চাটিল নামও তিব্বতী ঐতিহ্যে একেবারে অজ্ঞাত। এই নামে যে চর্যাটি পাইয়াছি তাহা চাটিলের রচনা হওয়া সম্ভব নয়, কেন না যত উচ্চস্তরের হোন না কেন কোন চর্যাকর্তাই নিজেকে অনুত্তরস্বামী গুরু বলিয়া জাহির করিবেন না। সুতরাং গানটি চাটিলের কোন ভক্ত-শিষ্যের রচনা, যিনি পারগামী লোককে চাটিলের উপদেশ লইতে আহ্বান করিয়াছেন। ধ্রুবপদে আছে

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।

"ধামার্থে" কথাটির ব্যাখ্যা মুনিদত্ত করিয়াছেন

ধর্মার্থং স্বলক্ষণ-ধারণাৎ ধর্মঃ ঘটপটস্তম্ভকুম্ভাদিভূতবিকারঃ।

এ অর্থের কোন সঙ্গতি নাই। মনে হয় এখানে 'ধাম' ব্যক্তিবিশেষের নাম, চাটিলের শিষ্য, মুখ্যত যাঁহার উত্তরণের জন্য চাটিল সাঁকো গড়িয়াছেন, সে সাঁকোয় আরও অনেকে স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে চর্যাটি ধর্মপাদের রচনা হয়। ('চাটিল' নামটি কি চাটিগাঁয়ের লোক এই অর্থে ব্যবহৃত?)

স্পষ্ট ধাম ভনিতা পাই একটি চর্যায় (৪৭)। চাটিল-নামাঙ্কিত চর্যায় পারিভাষিক শব্দ দুইটি মাত্র—নিবাণ ও বোহি। ধাম ভনিতার চর্যায় পারিভাষিক শব্দ অনেকগুলি—কমল-কুলিশ, সমতাযোগ, চণ্ডালী, ডোম্বী, সসহর, মেরুশিখর, গঅণ। দ্বিতীয় চর্যায় সন্ধাসঙ্কেত গাঢ়তর।

তিব্বতী ঐতিহ্যে "আচার্য" ধর্মপাদকে কৃষ্ণপাদের বংশধর বলা হইয়াছে। ইঁহার দুইটি রচনার তিব্বতী অনুবাদ আছে,—'সুগতদৃষ্টিগীতিকা' এবং 'হুঙ্কার-চিত্তবিন্দুভাবনাক্রম'। প্রথমটি চর্যাগীতি হইতে পারে।

ভুসুকুর আটটি চর্যা পাইতেছি। দুইটিতে ভুসুকুর সঙ্গে 'রাউতু' পদবী বা নামান্তর পাই (৪১, ৪৩)। তিব্বতী ঐতিহ্যে এবং অন্যত্র[১] "ভুসুকু" 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষাসমুচ্চয়' রচয়িতা শান্তিদেবের নামান্তর। কিন্তু শান্তিদেব অনেক আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মঞ্জুশ্রীর উপাসক। আর ভুসুকু ছিলেন সহজানন্দের সাধক। সংসারাশ্রমে ভুসুকু বোধ করি রাজপুত্র বা রাজসেবী অশ্বারোহী ছিলেন, তাই তাঁহার নামান্তর রাউত। দুইটি চর্যায় (৬, ২৩) হরিণ শিকারের এবং একটি চর্যায় (৪৯) জলদস্যু কর্তৃক দেশলুণ্ঠনের

১. বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সন্ধাসঙ্কেত আছে। ইহা তাঁহার রাউত-বৃত্তির সমর্থক। ভুসুকু নিজেকে ও শিষ্যদের "যোগী" বলিয়াছেন (২১, ৩০, ৪১)।

ভুসুকুর চর্যাগুলি সন্ধাসঙ্কেতময় এবং পারিভাষিক-শব্দকণ্টকিত,—সসহর, অবধূই, সহজ, কমল, বিরমানন্দ, সহজানন্দ, মহাসুখ, করুণা, গঅণ, বিসঅ-বিশুদ্ধি, খসম-সহাব, মণ-রঅণা, সমরস। ইহা হইতে মনে হয় ভুসুকু চর্যাকর্তাদের মধ্যে অর্বাচীনতম, কেননা পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য এবং সন্ধাসঙ্কেতের আড়ম্বর চর্যাগীতির অনুশীলনে দীর্ঘ গতানুগতির দ্যোতক।

ভুসুকুর জীবৎকালের নিম্নতম সম্ভাব্য সীমা ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরে (নেপাল সংবৎ ৪১৫) নকল করা ভুসুকুর 'চতুরাভরণ' গ্রন্থের পুথি বর্তমান।[১] এট বৌদ্ধ সহজ-সাধকদের সাধনা ও দিনচর্যাবিষয়ক নিবন্ধ। ইহাতে বাঙ্গালা-অবহট্ঠ মিশাল ভাষায় কিছু দোহা আছে। পাঠ অত্যন্ত বিকৃত। রাউতু ভনিতা একবার মিলিয়াছে। যেমন

অম্বু পসরভু চন্দন বারহ অক্ক
হেট্ঠ কমল করি শয়ন থক্ক।
সূজ চাপ্পি শশি সমরস জাই
রাউভু বোলে জর-মরণ নাই॥

শান্তিদেবের সঙ্গে ভুসুকুর যোগ টানা চলে না, তবে চর্যাকর্তা শান্তির সঙ্গে বোধ করি চলে। শান্তির চর্যা দুইটিতে (১৫, ২৬) সহজসাধনার উল্লেখ নাই এবং পারিভাষিক শব্দও খুব কম—সঅ-সম্বেঅন, সূন, হেরুঅ। এদিক হইতে শান্তিকে প্রাচীনতর পদকর্তা বলিতে হয়। নাড়পাদের উদ্ধৃত একটি চর্যাপদে শান্তির ভনিতা ও ভুসুকুর উল্লেখ রহিয়াছে (৫৫)। এ শান্তি নিশ্চয়ই ভুসুকুর শিষ্য বা ভক্ত। নাড়পাদের গ্রন্থের লিপিকাল ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাই শান্তির জীবৎকালের নিম্নতম সীমা। তবে চর্যাগীতি দুইটির শান্তি আর চর্যাপদটির শান্তি যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। চর্যা দুইটির ক্রিয়াপদে ভনিতায় যে '-থেউ', '-থি' বিভক্তি পাই তাহা বহুবচনের '-অন্তি' হইতে উৎপন্ন হইলে গৌরবসূচক বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে চর্যা দুইটি শান্তির কোন ভক্ত-শিষ্যের রচনা বলিতে হয়।

১. এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি জি ৪৮০১।

তিব্বতী অনুবাদে শান্তিদেবের 'সহজগীতি' ও শান্তির 'সুখদুখপরিত্যাগ-অদ্বয়দৃষ্টি' পাওয়া গিয়াছে।

কাহ্ন ভনিতায় সব চেয়ে বেশি চর্যাগীতি পাওয়া গিয়াছে—তেরোটি। ভনিতায় নাম পাওয়া যায় কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্ণ; কাহ্নি, কাহ্নিল, কাহ্নিলা। একটিতে নামান্তর পাই বিরূআ।[১] কয়েকটি চর্যায় কাহ্ন নিজেকে কাপালিক যোগী (১০, ১১, ১৮), শুধু যোগী (৪২) অথবা "লাঙ্গা" (৩৬) বলিয়াছেন। যে পদটিতে "কাহ্নিলা লাঙ্গা" আছে তাহাতে চর্যাকর্তার গুরু বা ইষ্ট জালন্ধরিপা-এর নাম আছে। নাথ-সাধনার ঐতিহ্যে কানুপা (বা কানফা) জালন্ধরির (অর্থাৎ হাড়িপার) শিষ্য।

তিব্বতী ঐতিহ্যে কৃষ্ণপাদ "যোগীশ্বর", "আচার্য" ও "মণ্ডলাচার্য।" তবে কৃষ্ণপাদের নামে যেসব রচনা আছে তাহা যে একজনের রচনা নয় তাহারও ইঙ্গিত আছে। চর্যাগীতিকোষে যে গানগুলি আছে তাহা হইতে অন্তত দুইজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। একজন জালন্ধরি-পাদের শিষ্য যাঁহার নামান্তর বিরুআ যিনি নিজেকে কাপালিক, নাগা, যোগী বলিয়াছেন এবং যিনি গানে ডোমনীর সহিত প্রেম সম্পর্কের পুনঃপুনঃ সন্ধা সঙ্কেত করিয়াছেন। ছয়টি চর্যা (১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪২) ইঁহার রচনা বলিয়া ধরিতে পারি। বাকি সাতটি চর্যা (৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০, ৪৫) অপর একজনের রচনা যিনি ডোম্বী-বিবাহের বদলে মহাসুখ-সাঙ্গা করিতে চাহেন এবং যাঁহার রচনায় তান্ত্রিক-সাধনার ইঙ্গিত ছাপাইয়া জ্ঞান-উপদেশেরই প্রবলতা। ভনিতার দিক দিয়া কিন্তু কোন পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। কাহ্ন ও কাহ্নিল নাম দুই দফার চর্যাতেই আছে। দোহাকোষে পাই 'কাহ্নু'।

পারিভাষিক শব্দ দুই দফাতে সব এক রকম নয়। প্রথম কাহ্নের রচনা বলিয়া যেগুলি অনুমান করি তাহাতে পাই—ডোম্বী, পদ্ম, খাট, আলি-কালি, রবি-শশী, সসহর, নির্বাণ, সহজ, শূন, তথতা, কান্ধ। দ্বিতীয় কাহ্নের রচনা বলিয়া যাহা মনে করি তাহাতে পাই—আলি-কালি, জিনউর, এবংকার, সহজ, তথতা, দশবলরঅণ, তিশরণ, করুণা, শূন, তথাগত, মহাসুহ, জিন-রঅণ, গগন।

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

কাহ্নের দোহাকোষের একটি পদ ও পদার্থের সঙ্গে দ্বিতীয় কাহ্নের একটি চর্যাগীতির (৪০) ভাবের মিল আছে।

আগম-বেঅ-পুরাণেঁ পণ্ডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলেঁ অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি॥

'আগম বেদ পুরাণ লইয়া পণ্ডিতেরা অহঙ্কার করে, যেমন ভ্রমর পাকা শ্রীফলের বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়।'

সত্থাগম বহু পঢ়ই সুণই বড় কিম্পি ণ জাণই॥

'বহু শাস্ত্র আগম পড়িয়া শুনিয়া মূর্খ কিছুই জানে না।'

এবংকার, দশবলরত্ন, ত্রিশরণ, তথাগত এবং জিনরত্ন এই পাঁচটি পারিভাষিক শব্দ দ্বিতীয় কাহ্নের চর্যা ছাড়া আর কোন চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় নাই। কাহ্নের দোহাকোষে এবংকার, তথাগত ও জিনরত্ন আছে।

এক কাহ্ন (কৃষ্ণাচার্য) হেবজ্রতন্ত্রের টীকা লিখিয়াছিলেন 'যোগরত্নমালা' নামে। গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে নকল করা ইহার একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। টীকা নিশ্চয়ই ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হইয়াছিল। এই কৃষ্ণাচার্য যদি চর্যাকর্তা হন তবে তাঁহার জীবৎকালের নিম্নতম সীমা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

দ্বিতীয় (?) কাহ্নের একটি পদে দ্বিতীয়ায় '-ক' বিভক্তি আছে ঠাকুরক (১২)। এ বিভক্তি আর কোন চর্যার পদে পাওয়া যায় নাই।

তারানাথ এক কৃষ্ণাচার্যকে ডোম্বী হেরুকের,[১] আর এক কৃষ্ণাচার্যকে অর্বাচীন ইন্দ্রভূতির[২] শিষ্য বলিয়াছেন। জালন্ধরির শিষ্য ছিলেন বিরূপ কৃষ্ণাচার্য।[৩]

কামলির একটিমাত্র চর্যাগীতি পাইয়াছি (৮)। পারিভাষিক শব্দ এইগুলি আছে,—সোন, করুণা, গঅণ, মহাসুহ। ইঁহার সংস্কৃত রচনাও আছে। সেখানে নাম কম্বলাচার্য। সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্বয়বজ্র কম্বলাচার্যের রচিত পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কম্বলাচার্যের নাম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক আখ্যান দিয়াছেন তারানাথ।[৪]

যে চর্যাটি মুনিদত্তের নির্দেশমত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ডোম্বী হেরুকের

১. তারানাথ পৃ ১৭।
২. ঐ ৯।
৩. ঐ ৩১।
৪. ঐ ২২-২৩।

রচনা বলিয়াছেন তাহাতে (১৪) রীতিমত ভনিতা নাই। শুধু ধ্রুবপদে আছে

বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদ্গুরু-পাঅ পএ জাইব পুণু জিণউরা॥

মুনিদত্তের সাক্ষ্য অনুসারে লাড়ী ডোম্বী নামে একজন চর্যাকর্তা ছিলেন।[১] তারানাথের মতে ডোম্বী হেরুক ছিলেন ত্রিপুরার রাজা, পরে কাহ্ন বিরুআর শিষ্য হন।[২] ইনি রাঢ় দেশে অনেক কাল ছিলেন। সুতরাং ইনিই মুনিদত্তের উল্লিখিত লাড়ী (অর্থাৎ রাঢ়ী?) ডোম্বী হইতে পারেন। এক কৃষ্ণাচার্য আবার ডোম্বী হেরুকের শিষ্য ছিলেন। তিব্বতী ঐতিহ্যে দুইজন ডোম্বী। একজন আচার্য ডোম্বী, আর একজন ডোম্বী হেরুক। দুই জনেরই বহু রচনা আছে তিব্বতী অনুবাদে।

চর্যাগীতির ডোম্বী যোগী ছিলেন। তাঁহার চর্যায় পারিভাষিক শব্দ আছে এইগুলি - গঙ্গা-যমুনা, মাতঙ্গী, ডোম্বী, জিণউর, গঅণ, চান্দ-সুজ্জ।

একটি চর্যাগীতির (১৬) রচয়িতা মহিণ্ডার নাম পাই পাঠান্তরে মহিত্তা, বৃত্তিতে মহীধর, তারানাথের গ্রন্থে মহিল। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি মহীপাদ, আচার্য কৃষ্ণের বংশধর। ইঁহার 'বায়ুতত্ত্ব দোহাগীতিকা'র তিব্বতী অনুবাদ আছে। ক্রিয়াপদ ("ভণন্তি") সম্ভ্রমসূচক বলিয়া মনে হয় চর্যাটি মহিণ্ডার কোন ভক্তের বা শিষ্যের রচনা। রচয়িতা কাহ্নের অনুশিষ্য হইতে পারেন। ইঁহার চর্যাটির সঙ্গে কাহ্নের একটি চর্যার (৯) গভীর ভাবসাম্য আছে। মহিণ্ডা ভনিতার চর্যায় এই পারিভাষিক শব্দগুলি পাই—অণহ, মার, গঅণ, গঅণগঙ্গা।

চর্যাগীতির বৃত্তিকারকে অনুসরণ করিয়া একটি চর্যা (১৭) বীণাপাদের রচনা বলিয়া নির্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভনিতা বলা যাইতে পারে এমন কোন নাম চর্যাটিতে নাই। ধ্রুবপদে যে "বীণা" শব্দ আছে তাহাও সমাসবদ্ধ ("হেরুঅ-বীণা")। ধ্রুবপদে এবং উপান্তপদে "তান্তি" শব্দ আছে, সেটিকে ভনিতা ধরিতে পারা যায়। অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে— সুজ-সসি, অণহা, অবধূতী, হেরুঅ, আলি-কালি, সূন, সমরসসান্ধি, বুদ্ধ।

তিব্বতী ঐতিহ্যে আচার্য বীণাপাদ ছিলেন বিরূআর বংশধর। ইনি লিখিয়াছিলেন 'বজ্রডাকিনী নিষ্পন্নক্রম'। প্রাপ্ত চর্যাটিকে এই নিবন্ধের অন্তর্গত

১. দশম চর্যার টীকার শেষ দ্রষ্টব্য। ২. তারানাথ পৃ ১৭।

মনে করিতে পারি। তারানাথের বর্ণনা হইতে মনে হয় বীণাপাদ আর ডোম্বী হেরুক একই ব্যক্তি।[১]

সরহের ভনিতায় চারিটি চর্যা পাই (২২, ৩২, ৩৮, ৩৯)। চর্যাগুলিতে ধ্যানধারণার ও যোগের উদ্দেশ আছে তান্ত্রিকসাধনার ইঙ্গিত নাই। পারিভাষিক শব্দও বেশি নাই,—নাদ-বিন্দু, রবিশশী, বোহি, বিহার, হুঁভব-গঅণ, সহজ, সূন।

সরহ অনেকগুলি দোহা লিখিয়াছিলেন অবহট্‌ঠে। এগুলিতে সাধন-মার্গের সিদ্ধান্ত বিবৃত। চর্যাগীতির মর্মার্থ গ্রহণে এই দোহাগুলি বিশেষ ভাবে সহায়ক। সরহের দোহাগুলি একদা তিনটি "কোষ"-এ সঙ্কলিত ছিল। দোহাকোষের একটি সুপ্রাচীন পুথি[২] হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই সরহের অনেক দোহা লোপোন্মুখ হইয়াছিল এবং পণ্ডিত দিবাকর চন্দ সরহের দোহা যথাসাধ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন।[৩] এই পুথির শেষের কয়েকটি দোহা দিবাকর চন্দের রচনা।[৪] শেষে সংগ্রহকর্তা লিখিয়াছেন,

জোহি ৰিণট্‌ঠ পণট্‌ঠ-পউ সোহিঅ অত্থ বুত্ত[৫]।
সরহপাঅ-কিঅ দোহ-তিউ সো সংগহিও এত্থ ॥

'যাহা বিনষ্ট অথবা প্রনষ্টপদ তাহা শুদ্ধ করিয়া অর্থ উক্ত হইল। সরহ-পাদের কৃত দোহাত্রয়ী এইভাবে সংগৃহীত হইল।'

দিবাকর চন্দ ১১০১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী অবশ্যই। সরহের দোহা নষ্ট হইতে যদি পঞ্চাশ বছরও লাগিয়া থাকে তবে সিদ্ধাচার্য একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাই সরহের জীবৎকালের নিম্নতম সীমা।

১. তারানাথ পৃ ২১।

২. নেপাল-দরবারের পুথি, ২২১ নেপাল সংবতে (১১০১ খ্রীষ্টাব্দে) নকল করা। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Journal of the Department of Letters* vol. xxviii, ১৯৩৫)।

৩. একথা জানি পুথির এই পুষ্পিকা হইতে

"সমত্তো জহলদ্ধো দোহাকোসো এসো সংগহিও পরত্থকামেন পণ্ডিত-সিরি-দিবাকর-চন্দেণেত্তি। সম্বৎ ২২১ শ্রাবণ শুক্লপূর্ণমাস্যাং। শ্রীনোগ্বলকে পরমোপাসক-শ্রীরামবর্ম্মণঃ পুস্তকোয়ং। যথা দৃষ্টং তথা শাক্যভিক্ষুস্থবির-পথমগুত্তেণ লিখিতব্যম্।"

৪. যেমন

"সঅ-সংবিত্তা তত্তফলু সরহ-পাঅ ভণন্তি।
জো মণগোঅর পাঠিঅই সো পরমথ ণ হোন্তি।"

৫. পাঠ "সো হিঅঅথ দ্বথ'।

তিব্বতী ঐতিহ্যে সরহ "মহাযোগী", "যোগীশ্বর", "মহাশবর", "মহাব্রাহ্মণ" ও "মহাচার্য"। তিব্বতী অনুবাদ হইতে ইহার অনেক রচনার নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আছে দোহাকোষ (মহাসমুদ্রোপদেশ, উপদেশ-গীতি, দ্বাদশোপদেশ, মর্মোপদেশ, তত্ত্বোপদেশশিখর), চর্যাগীতি (ভাবনাদৃষ্টি-গীতিকা), 'কায়বাক্‌চিত্তমনসিকার।' সরহের সংস্কৃত রচনাও আছে। সে সব রচনায় প্রবীণতার পরিচয় প্রকট।

তারানাথ দুইজন সরহের উল্লেখ করিয়াছেন। এক সরহ ছিলেন শবরীপাদের সঙ্গে অভিন্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন আচার্য সরোরুহ। ইনি বড় পণ্ডিত ছিলেন, এক রাজার পুরোহিত। হাড়িনীর সঙ্গ করায় রাজা ইহাকে তাড়াইয়া দেন। ইহার গুরু ছিলেন অনঙ্গবজ্র।[১]

কাহ্ন ও সরহ ছাড়া আর শুধু তীলোপা-এর দোহাকোষ পাওয়া গিয়াছে। তীলোর নামে কোন চর্যাগীতি নাই, দোহাকোষে ভনিতা "তীলপা"। দুই-একটি দোহা সরহের কোষেও পাওয়া যায়। তীলো ও সরহ অভিন্ন হইতে পারেন। তাহা হইলে কি সরহ তেলী ছিলেন?

দুইটি চর্যা (২৮, ৫০) মুনিদত্ত সিদ্ধাচার্য শবরপাদের নামে আরোপ করিয়াছেন। চর্যা দুইটিতে "শবর" কথাটি অনেকবার আছে, "শবরী" ও আছে। কিন্তু কোনটিকেই ভনিতা অনুমান করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। নিঃসন্দেহ শবর বলিয়া এক বা একাধিক প্রাচীন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। সে নামে 'সিতকুরুকুল্লাসাধন'[২] পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এটি যে শবরপাদেরই রচনা সে কথা বলা চলে না। ইহাতে সাপের বিষ ঝাড়ার একটি মন্ত্র উদ্ধৃত আছে বাঙ্গালা-অবহট্‌ঠ-সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায়। তাহাতে ভনিতা "সবরপা"। সুতরাং এটি নিশ্চয়ই তাঁহার কোন ভক্ত বা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক শিষ্যের রচনা। মন্ত্রটি এই

তং কুরুকুল্লারূপ করিয়ে হুগ্র।
অহণিসি বীঅ হন্তে দেহুগ্র॥
গুরুবঅণে দিঢ় করি মাণহু।
ভণঅ সবরপা বিসঢ়া করে হাণহু॥

১. তারানাথ পৃ ১৯।

২. সাধনমালা ১৮৫। নিবন্ধটি যে পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাই শবরপা-এর জীবৎকালের নিম্নতম সম্ভাব্য সীমা।

'সেই কুরুকুল্লারূপ আগে করিতে হইবে, দিবানিশি বীজ "হংতে" (?) সর্বদা দাও। গুরুবচন দৃঢ় করিয়া মান। সবরপা বলে—বিষধর হাতে মার।'

চর্যা দুইটিতে শবর-শবরীর বিরহমিলনের কথা যেভাবে ব্যক্ত তাহাতে কাব্যরসের সঞ্চার হইয়াছে। এই শবর-শবরী কোন সিদ্ধাচার্য অথবা ডাক-ডাকিনীর প্রতিচ্ছবি নয়, বজ্রধর-ডোম্বীর বা হেরুক-নৈরাত্ম্যযোগিনীর চর্যারূপ বা নটভূমিকা। চর্যা দুইটিতে সেকথা স্পষ্ট করিয়াই বলা আছে। চর্যা দুইটির পদসংখ্যা বেশী এবং গঠনেও অসাধারণত্ব।

সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী। (২৮)

বজ্রধর শবরের এই পর্বতবাসের ইঙ্গিত আছে কাহ্নের দোহায়

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহিঁ কিঅ বাস।[১]
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইয়া সুণ-মেহেলী। (৫০)
সুন-নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই। (২৮)

এই দুই ছত্রের সহিত তুলনীয় সরহের দোহা

জোইনি-গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উবসন্ন।

চর্যা দুইটিতে পারিভাষিক শব্দ পাই এইগুলি—সহজ, তিঅ-ধাউ, নৈরামণি, গিরিবরসিহর-সান্ধি, গঅণ, সুণ, খসম, মহাসুহ।

শবরীপাদ বা শবরীশ্বরের নামে অনেক রচনার অনুবাদ তিব্বতীতে আছে। দুইটি নিবন্ধের মূল পাওয়া গিয়াছে সাধনমালায়,—একটি পূর্বে উল্লিখিত 'সিতকুরুকুল্লাসাধনং,' আর একটি 'বজ্রযোগিনী-আরাধনবিধি'।

তারানাথের মতে মহাসিদ্ধ শবরীর নামান্তর সরহ। ইনি লুইপাদের গুরু ছিলেন।[২]

আজদেবের একটি চর্যা মিলিয়াছে (৩১)। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি "মহাচার্য" এবং 'কাণেরিগীতিকা' ও 'চর্যামেলায়নপ্রদীপ' রচয়িতা। শেষেরটি চর্যাগীতির ব্যাখ্যা হইতে পারে। আর্যদেবের চর্যাটিতে পারিভাষিক শব্দ চারিটি মাত্র—করুণা, ণিরালে, চিঅ, সুণ।

১. এই দোহার অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি রহিয়াছে অষ্টাবিংশ চর্যার শেষ ছত্রে
"গিরিবরসিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥"

২. তারানাথ পৃ ১১।

"ঢেণ্টণ-পা" নামিত চর্যাটি (৩৩) কোন শিষ্য-ভক্তের রচনা নিশ্চয়ই। এটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা। কোন পারিভাষিক শব্দ নাই। চর্যাটির একটি আধুনিক রূপান্তর কবীরের ভনিতায় মিলিয়াছে।[১]

তিব্বতী ঐতিহ্যে ধেতন (ঢেণ্টণের তিব্বতী রূপ) একজন সিদ্ধাচার্য এবং কাহ্নের বংশধর ধীটিক বা ধোকড়ির সহিত অভিন্ন। একথা সমর্থনযোগ্য নয়। ধোকড়ি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহার সংস্কৃত রচনা হইতে ইহার সম্প্রদায়ের কোন হদিশই মিলে না।

দারিকের একটি চর্যা (৩৪) পাওয়া গিয়াছে চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ের পুথিতে। আর একটি চর্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এক লামার কাছে শুনিয়াছিলেন। দুইটিরই ভনিতায় লুইয়ের উল্লেখ আছে গুরুর মত। লুইয়ের চর্যায় যেমন এখানেও তেমনি ভনিতা দুইবার আছে—ধ্রুবপদে ও শেষ পদে। চর্যা দুইটিতে যোগের কথা আছে, তান্ত্রিকতার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সুন-করুণা, গঅণ, ও রবি-শশী ছাড়া পারিভাষিক শব্দ নাই। দারিকের অনেক রচনা তিব্বতী অনুবাদে রক্ষিত আছে।

ভাদের একটিমাত্র চর্যা (৩৫) মিলিয়াছে। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইনি "আচার্য", নামান্তর ভাণ্ডারিন্। তিব্বতীতে ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত ও ভদ্রবোধির নাম আছে। ইহাদের কেহ ভাদে হওয়া সম্ভব। ভাদের 'সহজানন্দদৃষ্টি-গীতিকা'র তিব্বতী অনুবাদ আছে। সম্ভবত ইহা চর্যাগীতি বা চর্যাগীতি-কোষ। প্রাপ্ত চর্যাটিকে সহজানন্দদৃষ্টি-বিষয়ক বলা চলে। তারানাথ ভদ্রপাদকে জালন্ধরি এবং কৃষ্ণাচার্য দুইজনেরই শিষ্য বলিয়াছেন।[২]

চর্যাটিতে তান্ত্রিকতার ছাপ নাই। পারিভাষিক শব্দ তিনটি মাত্র—চিঅরাঅ, গঅণ, বাজুলেঁ।

তাড়কেরও একটি মাত্র চর্যা পাইতেছি (৩৭)। তাড়কের সম্বন্ধে তিব্বতী ঐতিহ্যে আর কোন উল্লেখ নাই। নামটি ছদ্মনাম কিংবা উপাধি হওয়াই সম্ভব। নামটি আসিতে পারে সংস্কৃত 'তাটঙ্ক' হইতে, অর্থ কর্ণাভরন বিশেষ। সংস্কৃতেও 'তাড়ক' শব্দ ছিল, অর্থ খুনি, ফাঁসুড়ে। ভনিতা-পদের অর্থের সঙ্গে শেষের অর্থ বেশ খাপ খায়।

তাড়ক যে যোগী ছিলেন তাহা চর্যা হইতেই জানা যায়। তিনি

১. টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

২. তারানাথ পৃ ৩২-৩৩।

উদ্দিষ্ট শ্রোতাকে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পারিভাষিক শব্দ আছে দুইটি—মহামুদ্রা ও সহজ।

একটি চর্যা (৪৫) ছাড়া কঙ্কণের আর কোন রচনা পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদের মধ্য দিয়া কঙ্কণের যে চর্যাগীতিকার উল্লেখ পাই তাহা এই চর্যা হইতে পারে অথবা ইঁহার রচিত চর্যা-সংগ্রহ হইতে পারে। তিব্বতী ঐতিহ্যে সিদ্ধা কঙ্কণ আচার্য কম্বলের বংশধর। কঙ্কণ নামটি ছদ্ম অথবা উপাধিসূচক। সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬) কঙ্কণ নামে এক কবির শ্লোক সঙ্কলিত আছে। মধ্যকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ উপাধি একাধিক কবি-পণ্ডিতের ছিল।

কঙ্কণ যে বৌদ্ধ যোগী ছিলেন তাহা বোঝা যায় পারিভাষিক শব্দ হইতে,—সুন, সংবোহী, বোহী, বিন্দু-নাদ, তথতা।

একটিমাত্র চর্যাগীতি (৪৬) ছাড়া জয়নন্দীর আর কোন রচনার হদিশ নাই। তিব্বতী ঐতিহ্যে ইঁহার উল্লেখ নাই। চর্যাটি তান্ত্রিকতার ছায়াবর্জিত, যোগেরও স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। জয়নন্দী যে বৌদ্ধ ছিলেন তাহা এই একমাত্র পারিভাষিক শব্দ হইতে বোঝা যায়—তথতা।

ধামের ভনিতায় চর্যা পাই একটিমাত্র (৪৭)। 'চাটিল' নাম-যুক্ত চর্যাটিও আমি ধামের রচনা বলিয়া মনে করি।[১] ধামের নামাঙ্কিত চর্যায় যোগের প্রক্রিয়া বর্ণিত। পারিভাষিক শব্দ বহু,— কমল, কুলিশ, সমতাযোগ, চণ্ডালী, ডোম্বী, সসহর, মেরুশিখর, গঅণ, পঞ্চনাল।

তারানাথ জালন্ধরির শিষ্যদের মধ্যে ধর্মের নাম করিয়াছেন। জালন্ধরি কিছুকাল চাটিগাঁয়ে ছিলেন।[২] তীলপা-এর দেশও চাটিগাঁ।[৩] সুতরাং "চাটিল" শব্দটির অর্থ যদি চাটিগাঁ-বাসী হয় তবে ইঁহাদের এক-জনকে নির্দেশ করিতে পারে।

তন্ত্রী বা তান্তির চর্যাটির (২৫) মূল পাওয়া যায় নাই পুথির পাতা নষ্ট হওয়ায়। তবে ভনিতা ও শেষাংশের কয়েকটি শব্দ টীকায় উদ্ধৃত হইয়া রক্ষিত আছে। তীলপা-এর (তৈলিকপাদ) মত তান্তিও জাতিবৃত্তিবাচক নাম বলিয়া মনে হয়। ডোম্বীর মত ছদ্মনাম হওয়াও অসম্ভব নয়। তিব্বতী

১. পূর্বে দ্রষ্টব্য। ২. তারানাথ পৃ ২৮-২৯। ৩. ঐ পৃ ৩৩।

অনুবাদে "আচার্য" তন্তিপাদের চতুর্যোগভাবনা পাই। তারানাথের মতে "মহাসিদ্ধ" তান্তি জালন্ধরির শিষ্য ছিলেন।[১]

৩. বৃত্তি ও অনুবাদ

'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' যাহা "চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়" নামে ছাপা হইয়াছে তাহা মুনিদত্তের রচনা। এই সংবাদ তিব্বতী অনুবাদ হইতে পাওয়া যায়। তিব্বতী অনুবাদ হইতে আরো জানা যায় যে চর্যাগীতির ইহাই একমাত্র বৃত্তি নয়। পণ্ডিত দীপঙ্কর 'চর্যাগীতিবৃত্তি' লিখিয়াছিলেন। আর্যদেবের 'চর্যামেলায়নপ্রদীপ'ও চর্যাগীতির বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। 'চর্যামেলায়ন-প্রদীপ' বৃত্তির টীকা লিখিয়াছিলেন আচার্য শাক্যমিত্র। মহাযোগী অজ মহাসুখচর্যাগীতি ও দোহাকোষের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন 'অর্থপ্রদীপ' নামে। তিনি নিজেই অর্থপ্রদীপ তিব্বতীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

তিব্বতীতে চর্যাগীতিকোষের অনুবাদ করিয়াছিলেন শীলচারী। মুনি-দত্তের চর্যাকোষবৃত্তি অনুবাদ করিয়াছিলেন কীর্তিচন্দ্র (চন্দ্রকীর্তি)। শ্রদ্ধাকরবর্মা অনুবাদ করিয়াছিলেন আর্যদেবের চর্যামেলায়নপ্রদীপের।

এইসব অনুবাদ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৪. রূপ

চর্যাগীতিগুলির নাম যে চর্যা এবং এগুলি যে গূঢ়ার্থক তাহা একটি চর্যাগীতিতে বেশ স্পষ্টভাবেই বলা আছে।

অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ
কোড়ি-মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইউ॥

'চর্যা' শব্দটির মূল অর্থ ছিল আচরণ, ব্যবহার। তাহা হইতে এখানে তপস্বীর আচরণ (তপশ্চর্যা) ও নটের আচরণ (নটচর্যা) ইত্যাদি। নটের অভিনয়কেও যে চর্যা বলিত তাহা মাধব-আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে জানিতে পারিয়া ("চরি করেন নৃত্যকলা")। সন্ন্যাসীর বা ভিক্ষুর আচরণবিধি

১. ঐ পৃ ৩১।

অর্থে চর্যা শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর আছে। শান্তিদেবের শিক্ষা সমুচ্চয়ে 'ভদ্রচর্যাগাথা' হইতে কয়েকটি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতিতে যোগিচর্যা এবং নটচর্যা দুইই অন্তর্ভাবিত। সেই সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রধরচর্যাও আছে। কাহ্নের একটি চর্যায় (১০) আছে।

তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।

বৃত্তিকার এখানে বলিতেছেন

হউঁ কাপালিকঃ চর্যাধরশ্চ।...অতএব ভবান্তরেণ ময়া কৃষ্ণাচার্যেণ ষট্‌তথাগতচক্রীকুণ্ডলকণ্ঠিকাদি নিরংশুচর্যাং বিধৃত্য বাহ্যমন্ত্রনিরপেক্ষ্যতয়া পঞ্চবর্ণবিহরণং কৃতম্।

চর্যার দশম ছত্রে যে নটপেটকের উল্লেখ আছে তাহা নটচর্যাই নির্দেশ করে।

কাহ্নের আর একটি চর্যার (১৯) ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার বলিয়াছেন।

চতুর্থপদেন যোগিনীপ্রসাদাদ্ যোগীন্দ্রস্য চর্যামাহুঃ।

চর্যাগীতি গান করা হইত। কি রাগে গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে। রচয়িতার নামও আছে। গানগুলির ছত্রসংখ্যা সাধারণত দশ। তিনটি চর্যার ছত্রসংখ্যা চৌদ্দ (১০, ২৭, ৫০), একটির বারো (২১) এবং একটির আট (৪৩)। দ্বিতীয় পদটি সাধারণত ধ্রুবপদ। জয়দেবের গানের এবং পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে চর্যাগীতির গঠনের মিল আছে এই সব বিষয়ে। তবে জয়দেবের গানে ছত্রসংখ্যা সাধারণত আট, বৈষ্ণব পদাবলীতে বারো কিংবা চৌদ্দ।

ভনিতার ব্যবহারে চর্যাগীতিতে সাম্য নাই। চব্বিশটি চর্যায় শেষ পদে ভনিতা।[২] চৌদ্দটি চর্যায় শেষ পদে এবং ধ্রুবপদে ভনিতা।[৩] নয়টি চর্যায় ভনিতা শুধু ধ্রুবপদে।[৪] শেষ পদে ও তৃতীয় পদে ভনিতা[৫] এবং ধ্রুবপদে ও তৃতীয় পদে ভনিতা[৬] একটি করিয়া চর্যায়। দুইটি চর্যায় কোন ভনিতা নাই। এখানে "সবর" নামটি যদি ভনিতা বলিতেই হয় তবে উভয় চর্যায় তিনবার করিয়া আছে, ধ্রুবপদে এবং চতুর্থ ও শেষ পদে (২৮), অথবা ধ্রুবপদে এবং পঞ্চম

১. ষোড়শ পরিচ্ছেদ। ২. ২, ৩, ৪, ১৫, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮। ৩. ১, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৪, ৫১, ৫২। ৪. ৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ৩৬, ৪৫, ৪৯। ৫. ১৩। ৬. ৮।

ও ষষ্ঠ পদে (৫০)। শেষ পদে ভনিতা দিয়াছেন কুক্কুরীপা, সরহ, বিরুআ, গুডরী, মহিণ্ডা, ঢেণ্টণ, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধাম, ভুসুকু, (আটটির মধ্যে চারটিতে), কাহ্ন (তেরোটির মধ্যে তিনটিতে), এবং শান্তি (দুইটির মধ্যে একটিতে)। শেষ পদে এবং ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে ভনিতা দিয়াছেন লুই, দারিক, চাটিল, আজদেব, তন্ত্রী, ভুসুকু, (আটটির মধ্যে দুইটিতে), এবং কাহ্ন (তেরোটির মধ্যে চারিটিতে)। শুধু ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে ভনিতা দিয়াছেন ডোম্বী, বীণা, ভুসুকু (আটটির মধ্যে দুইটিতে) এবং কাহ্ন (তেরোটির মধ্যে পাঁচটিতে)।

৫. বজ্রগীতি

চর্যাগীতির অনুরূপ ছিল বজ্রগীতি। চর্যাগীতি উৎসবে ও অবসরবিনোদনে গাওয়া হইত, যেমন এখন বাউল-কর্তাভজারা করে। বজ্রগীতি গাওয়া হইত গুহ্য যোগিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, "মণ্ডলচক্র"-এ। এই যোগিনীচক্র-অনুষ্ঠানে বজ্রধর হেরুককে জাগানো হইত বজ্রগীতি গাহিয়া। বজ্রগীতি গান, তবে তাহাতে চর্যাগীতির সম্পূর্ণতা প্রায়ই নাই। ভনিতা নাই। ভাষা বাঙ্গালা নয় অবহট্‌ঠ, অর্থাৎ চর্যাকর্তারা দোহাকোষে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই। একটি বজ্রগীতির নমুনা দিতেছি।[১]

চারি যোগিনী অনুনয় করিতেছে উদাসীন-প্রণয়ী প্রভুকে প্রসন্ন করিবার জন্য। (যেন রাসে অন্তর্হিত কৃষ্ণকে গোপীরা ব্যাকুলভাবে ডাকিতেছে।[২])

কিচ্চে ণিচ্চঅ বিসাঅ-গউ
লোঅ ণিমন্তিঅ কাইঁ
তহ বত্তা ণ জই সন্তরসি
উট্‌ঠহিঁ সঅল বিসাইঁ।
কজ্জ অপ্পাণ বি করিঅ পিঅ
মা কর সুণ্ণ বিছিত্ত
ভব-ভঅ পড়িআ সঅল জণু
উট্‌ঠহি জোইনি-মিত্ত।
পুব্ব-পইজ্জহ সন্তরসি
মা কর কাজ্জ-বিসাউ

১. সাধনমালা ২৫৪।

২. বৈষ্ণব তান্ত্রিকতায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারই একরকম অনুবৃত্তি। রাসচক্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক ভৈরবীচক্রের মিল নাই, আছে বৌদ্ধ তান্ত্রিক যোগিনীচক্রের।

তই-অথ মিল্ল সঅল জণু
পতিঅউ জগ অবসাউ।
মিচ্ছেঁ মাণ বি মা করেহি পিঅ
উট্‌ঠহ সুণ্ণ-সহাব
কামহি জোইনি-বিন্দ তুইঁ
ফিট্টউ অহবা ভাব॥

'কাজ নিশ্চিত করিয়া লোক নিমন্ত্রণ করিয়া কেন বিষাদগত হইলে?
তাহার বার্তা না যদি স্মরণ কর সকলে বিষাদে উঠিবে।
নিজের কাজও করা হইবে। প্রিয়, শূন্য বিক্ষিপ্ত করিও না।
ভবভয়ে পড়িয়াছে সকল জন, উঠ হে যোগিনীমিত্র।
পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, কার্য-বিষাদ করিও না,
তোমার অর্থে মিলিয়াছে সকল জন। জগতের অবসাদ দূর হোক।
মিছাই মান করিও না, প্রিয়। শূন্যস্বভাব তুমি উঠ।
যোগিনীবৃন্দকে কামনা কর, অভব্য ভাব দূর হোক॥

৬. বস্তু

চর্যাগীতির মধ্যে কতকগুলির বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাহাতে জন্মমৃত্যুর সুখদুঃখের দোলা হইতে মুক্তি পাইবার সহজ-অবস্থায় মহাসুখ-নিবাসে পৌঁছিবার ঠিকানা আছে, পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু-অনুগতির নির্দেশ আছে। কতকগুলি চর্যাগীতিতে তত্ত্ব-উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইয়াছে বাহ্য অর্থের ঢাকনায়। এই ধরনের চর্যায় এমন শব্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার দুইটি অর্থ—একটি অর্থ সাধারণের জানা, অপর অর্থ চর্যাকর্তাদের সাধনার পারিভাষিক, যেন তাহাদেরই প্রাইভেট কোড্। এইরূপ দ্ব্যর্থ শব্দ ও প্রকাশরীতিকে সরহের দোহাকোষের 'পঞ্জিকা'কার অদ্বয়বজ্র[1] এবং চর্যাগীতিকোষের বৃত্তিকার

১. অদ্বয়বজ্রের শিষ্য ললিতগুপ্তের 'শুক্লৈকজটাসাধন' যে পুথিতে মিলিয়াছে তাহা ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা। অতএব অদ্বয়বজ্রের জীবৎকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বেশি পরে নয়।

মুনিদত্ত বলিয়াছেন সন্ধ্যাভাষ (সন্ধাভাষ),[১] সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাবচন,[৩] সন্ধ্যাসংকেত, অথবা শুধু সন্ধ্যা।[৫]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "সহজিয়া ধর্মের সকল বইই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না"।[৬] একথা ঠিক নয়। সন্ধ্যা (বা সন্ধা) ভাষার কোন সম্পর্ক নাই দিবারাত্রির মোহানার সঙ্গে। শব্দটিতে 'ধ্যৈ' (বা 'ধা') ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় অথবা যে ভাষায় শব্দের অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, তাহাই সন্ধ্যা (সন্ধা) ভাষা। একটি চর্যার (১২) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন পাই।

পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ।

সন্ধ্যাভাষা যে বৌদ্ধ যোগীদের রচনারই বৈশিষ্ট্য ছিল এ দাবি তাঁহারা করেন নাই। অদ্বয়বজ্র এমনও বলিয়াছেন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সন্ধ্যাভাষা না জানিয়া পশু আলম্ভন করিয়া পাপ করে।

তয়া শ্বেতচ্ছাগনিপাতনয়া নরকাদিদুঃখমনুভবন্তি। সন্ধ্যাভাষমজানানত্বাৎ চ।

সন্ধ্যাভাষার অর্থাৎ সন্ধ্যা-অর্থের কিছু উদাহরণ দিই।

১. "যথা বালৈঃ সন্ধাভাষমজানদ্‌ভির্মনপবনাদিনিরোধমাশ্রয়ঃ কল্পিতঃ"; "সন্ধ্যাভাষান্তরেঽপি গৃহং শরীরং বনং ঘটপটাদিষু তত্র ন বোধিঃ"—অদ্বয়বজ্র।

২. "তমেব মহাসুখরাজানং স্বানন্দাসবপানপ্রমোদমনসা কুক্কুরীপাদাঃ সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহ"—মুনিদত্ত।

৩. "বারুণীতি সন্ধ্যাবচনেন তদেব সংবৃতিবোধিচিত্তং বোদ্ধব্যং"—মুনিদত্ত।

৪. "হুলি সন্ধ্যাসঙ্কেতে বোদ্ধব্যম্"—মুনিদত্ত।

৫. "জ্ঞানপানপ্রমত্তোহি সিদ্ধাচার্যমহীধরঃ চিত্তগজেন্দ্রসন্ধ্যয়া তমেবার্থং প্রতিপাদয়তি"—মুনিদত্ত।

৬. বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধ।

লৌকিক অর্থ	মূল শব্দ	সন্ধ্যা অর্থ
স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ	আলি-কালি	প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস
চাঁদ	চন্দ্র	প্রজ্ঞা বা আদর্শ জ্ঞান (গ্রাহ্য)
সূর্য	সূর্য	অদ্বয় বা সমতাজ্ঞান (গ্রাহক)
হরিণ	হরিণ	চিত্ত
হরিণী	হরিণী	জ্ঞানমুদ্রা
ডোমনী	ডোম্বী	শুক্রনাড়িকা
ব'ড়ে (দাবা খেলার)	বড়িআ	এক শত ষাট প্রকৃতি
দাবা খেলার ছক	চউষট্‌ঠি কোঠা	নির্মাণচক্র
নৌকা	নৌকা	মহাসুখকায়
গঙ্গা নদী	গঙ্গা	গ্রাহ্য
যমুনা নদী	যমুনা	গ্রাহক
কল	পুলিন্দ	নপুংসক
শবর-জাতীয় পুরুষ	শবর	বজ্রধর, হেরুক
শবর-জাতীয় নারী	শবরী	দেবী নৈরাত্ম্যা
চাঁদ	শশধর	শুক্র
মূষিক	মূষা	চিত্তপবন
ব্রহ্মা	বাহ্ম	বিষ্ঠানাড়ী
বিষ্ণু	হরি	মূত্রনাড়ী
শিব	হর	শুক্রনাড়ী

ইত্যাদি।

চর্যাগীতিতে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাভাষিত চর্যাগীতিগুলিতে, সমসাময়িক জীবনের যে ছবি উঠিয়াছে তাহা আর কোথাও নাই, এমন কি মধ্যকালীন সাহিত্যেও এমন বস্তু নাই। চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদ্‌ভাসিত তাহা দেবী-দেবার নয়, রাজা-উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নয়, ব্যাধ-বণিকেরও নয়। ইহাতে সাহিত্যের রীতিসিদ্ধ গতানুগতিক বর্ণনা নাই, কোনরকম অতিশয়োক্তি নাই। সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও

আচরণের বিম্বপ্রায় প্রতিরূপ গানগুলিকে ঐতিহাসিক জীবনরসিকের কাছে মূল্যবান্ করিয়াছে।

সেকালে মদ তৈয়ারি হইত কেমন করিয়া, শুঁড়ির দোকান কিসে চেনা যাইত, সে দোকানে কেমনভাবে পসার দেওয়া হইত এবং খরিদদারইবা কেমন করিয়া দোকানে ঢুকিত তাহার যথাসম্ভব পরিপূর্ণ ছবি পাই বিরূআর নামাঙ্কিত চর্যায়। গাছ ফাড়িয়া পাটা জুড়িয়া টানা দিয়া সাকোঁ নির্মাণের উল্লেখ রহিয়াছে চাটিলের নামাঙ্কিত চর্যায়। ভুস্তকুর দুইটি চর্যায় (৬, ২৩) সেকালের কালকেতুরা কিভাবে বন বেড়িয়া হাঁক পাড়িতে পাড়িতে জাল-দড়ি দিয়া হরিণ শিকার করিত সে বর্ণনা রহিয়াছে। নিম্নবঙ্গে জলদস্যুরা হানা দিয়া সর্বস্ব লুট করিয়া ধনী গৃহস্থকে নিমেষে নিঃস্ব করিত, তাহার বর্ণনা দিয়াছেন ভুসুকু একটি চর্যায় (৪৯)। ইহা হইতে বুঝি যে "মগ" দস্যুদের লুটেরা-পদ্ধতি বহুপুরাতন, "হারমাদ" হইতে শুরু নয়।

কাহ্নের একটি চর্যায় (১০) ডোমের জাতিবৃত্তি তাঁত তৈয়ারি, চাঙ্গারি বোনা ও নৌকা বাওয়ার, কাপালিকের অন্যতম বৃত্তি নট-ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। ডোমের বসতি হইত নগরগ্রাম-বসতির বাহিরে। কাপালিক যোগীর বেশভূষা আচরণেরও প্রায় নিখুঁত বর্ণনা পাই (১১)। আর একটি চর্যায় (১২) নয়বল অর্থাৎ দাবা খেলার প্রসঙ্গ আছে। এ খেলায় রাজাকে বলা হইয়াছে "ঠাকুর"। শব্দটি বিদেশী, তুর্কী। হয়ত চর্যায় বর্ণিত খেলার পদ্ধতিটি বিদেশ হইতেই আসিয়াছিল।

একটি চর্যায় (১৯) কাহ্ন বিবাহ-যাত্রার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা প্রায় এখনকার দিনেরই মত। কাড়া-নাকাড়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া বর চলিয়াছে বিবাহ করিতে। বিবাহে দামি যৌতুক। বাসর ঘরে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে বর রাত কাটায়। তারপর সে আর বধূকে ছাড়ে না। ডোমেদের মধ্যে প্রচলিত সাঙ্গার (বিধবা বিবাহের) ইঙ্গিত করিয়াছেন কাহ্ন দুইটি চর্যায় (১০, ১৩)।

চর্যাগীতিগুলিতে নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশের ছবি উঠিয়াছে। নৌকার কথা, বিভিন্নপ্রকার নৌকার নাম,[১] নৌকার অবয়বের নাম,[২] দাঁড়

১. নাব, নাবী, নাবড়ি, ভেলা, বেণি।

২. কেড়ুআল, খুন্টি, কাচ্ছি, মাঙ্গ, পিট, দুখোল, চকা, পতবাল, নাহী, গুণ

ক্ষেপিয়া পাল তুলিয়া অথবা গুণ টানিয়া নৌকা বাওয়ার উৎপ্রেক্ষা– বার বার পাওয়া যায়।[১] নৌকায় পারাপারে তরপণ্য লাগিত কড়ি-বুড়ি—তাহার উল্লেখ আছে (১৪), এবং কড়ি নাই বলিলেও যে পারার্থীর নিস্তার ছিল না তাহারও ইঙ্গিত আছে (৩৭)। রথ অর্থাৎ স্থলযানের তুলনায় নৌযানের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইয়াছে ডোম্বীর চর্যাটিতে (১৪)।

শান্তির একটি চর্যায় (২৬) তুলা ধোনার কথা আছে। তান্তির চর্যায় (২৫) আছে মাদুর ও মোটা কাপড় বোনার বিবরণ। হাতি পোষা, মাহুতের হাতি চালাইবার বিশেষ ধ্বনি বা শব্দ, পাগলা হাতির উদ্দামতা—ইত্যাদির উল্লেখ আছে কাহ্নের (৯) ও মহিণ্ডার (১৬) চর্যায়। একতারার বর্ণনা আছে বীণাপাদের বলিয়া অনুমিত চর্যায় (১৭)। এখনো ঠিক এমনি গোপীযন্ত্র লইয়াই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা গান করিয়া বেড়ায়। শবর-শবরী চর্যা দুইটিতে (২৮, ৫০) সেকালের আদিবাসীদের জীবনচিত্র স্বল্পরেখায় কিন্তু নিখুঁতভাবে অঙ্কিত। পাহাড়ের টিলায় তাহাদের বাড়ি। বাড়ির পাশেই কাপাস-ভুঁই। কংনি দানা ফসল উঠিলে হাঁড়িয়া তৈয়ারি করে এবং তাহা খাইয়া প্রমত্ত হয়। শবরের মৃত্যু ঘটিলে পর তাহার সৎকারের যে বর্ণনা আছে তাহাও বাস্তব। ধনীর ঘরে আগুন লাগার বর্ণনা পাই ধামের চর্যায় (৪৭)। সৈন্য লইয়া অভিযান করিয়া পররাজ্য অধিকারের সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার বিবরণ রহিয়াছে কুক্কুরীপা-এর নামাঙ্কিত একটি চর্যায় (৪৮)।

সেকালের সাধারণ ধনীর ঘরে যে পূজার জন্য দেব-প্রতিমা থাকিত তাহা বুঝিতে পারি ধামের চর্যাটি হইতে। ধনীরা রাজার তাম্রশাসন-দলিলের বলে ভূমি ভোগ করিত। ঘরে থাকিত সোনা-রূপার ভাঁড়ার। গৃহস্থের ঘরে চাষের জন্য বলদ ও দুধের জন্য গাই থাকিত। গাই দোহা হইত দিনে তিন বেলা (৩৩)। দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো—এই প্রবাদের প্রচলন তখনো ছিল (৩৯)।

শ্বশুর ("সসুরা"), শাশুড়ী ("শাসু"), ননদ ("ননন্দ") ইত্যাদির সঙ্গে বউ ("বহুড়ী") ঘর করিত। বাপ-মায়ের সঙ্গে শালীরও উল্লেখ

১. ৮ (কামলি); ১০, ১৩ (কাহ্ন); ১৪ (ডোম্বী); ১৫ (শান্তি); ৩৮ (সরহ); ৪৯ (ভুসুকু)।

আছে। সন্তান প্রসবের স্থান আঁতুড় ("আন্তউড়ি")। আবশ্যক হইলে ঘরে চাবি-তালা ("কোঞ্চা তাল") দেওয়া হইত। এখনকার মতই ছিল পড়শী ("পড়বেষী") লইয়া বসতি। তবে ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি তফাতে থাকিত। নিদারুণ দারিদ্র্যের দুঃখ—"হাঁড়ীত ভাত নাহি।"

বঙ্গদেশের (অর্থাৎ নিম্নবঙ্গে) সামাজিক ও আর্থিক জীবনের মান বেশ নীচু ছিল।—"বাঙ্গালী" মানেই ছিল গরীব বেচারা (৩৯, ৪৯)।

এই কয়টি অলঙ্কারের উল্লেখ পাই—বাজন-নূপুর ("ঘণ্টা নেউর"), কাঁকণ ("কাঙ্কাণ"), মুক্তাহার ("মুত্তিহার") এবং কুণ্ডল। আরশির উল্লেখ আছে। বিছানা-পাতা খাটে শুইয়া বিলাসী পান ("তাঁবোলা") খাইত কর্পূর ("কাপুর") দিয়া।

বাসনপত্রের মধ্যে উল্লেখ পাই শুধু চারিটির—হাঁড়ী, "পিটা" (দুধ দুইবার পাত্র), "ঘড়ি" (ঘড়া) ও "ঘড়ুলী" (গাড়ু)। হাতিয়ারের মধ্যে পাই—কুঠার, টাঙ্গি এবং খন্তা ("নখলি")। বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে পাই—পটহ ("পড়হ"), মাদল ("মাদল"), "করণ্ড", "কসাল"। অন্য বাদ্য-যন্ত্র—ডমরু, "ডমরুলি" (ছোট ডমরু), "বীণা" (একতারা), বাঁশি ("বংশা")।

ধার্মিক লোকে আগম-পুথি পড়িত, কোশাকুশি লইয়া পূজা করিত এবং মালা জপ করিত (৪০)। বিদ্বান্ ব্যক্তির বিশেষ সম্মান ছিল (১৮, ৪৫)।

পথে-প্রান্তরে এবং জলযাত্রায় দস্যুভয় ছিল (৭, ৩৮)। নদীঘাটে এবং রাজপথে স্থানে স্থানে শুল্ক-সংগ্রহকারী থাকিত। তাহারা ভয়ের বস্তু ছিল (১৫)। চোর ধরিবার জন্য দারোগা ("দুষাধী") ছিল। থানা বা কাছারি ছিল "উআরি" (১২)।

গ্রাম কথাটির নাম একেবারেই নাই, তবে নগর-নগরীর উল্লেখ আছে। সেকালের বাঙ্গালা দেশে গ্রাম ও নগরের পার্থক্য বোধ হয় গুরুতর ছিল না।

একটি চর্যায় শূন্যে-স্থিতি বাজি খেলার ইঙ্গিত আছে (৩১)।

চর্যাগীতিগুলি যে যে রাগিণীতে গান করা হইত তাহার নির্দেশ আছে পুথিতে এবং বৃত্তিতে। তিব্বতী অনুবাদ হইতে দুইটি চর্যার (২৮, ৪৮)

রাগিণী জানা গিয়াছে। রাগিণী অনুসারে চর্যার তালিকা এই,

পটমঞ্জরী ১২, গউড়া ৩, মালসী গউড়া ১, মালসী ১, মল্লারী ৫, গুঞ্জরী ৩, কহ্নু গুঞ্জরী ১, রামক্রী ২, দেশাখ ২, ভৈরবী ৪, কামোদ ৪, বরাড়ী ৪, শবরী ২, অরু ১, দেবক্রী ১, ধনসী ১, বঙ্গাল ১, ইন্দ্রতাল ১।

একটি লুপ্ত চর্যার তিব্বতী অনুবাদে 'ইন্দ্রতাল' নামটি মিলিয়াছে। ইহা রাগিণীর নাম না হইয়া তালের নাম হইবে বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কি কোন কোন চর্যায় রাগিণীর সঙ্গে তালেরও নির্দেশ ছিল, যেমন জয়দেবের পদাবলীতে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই?

৭. ধর্ম ও সাধনা

চর্যাগীতিগুলি সবই বৌদ্ধ বলিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। বাহির হইতে একথা মানিয়া লইতে বাধা নাই, কিন্তু আভ্যন্তর বিচারে চর্যাগীতির সবগুলিই যে বৌদ্ধ—তান্ত্রিক, সহজপন্থী, মন্ত্রপন্থী, বজ্রপন্থী যাই বলিনা কেন—কোন একটিমাত্র সাধক গোষ্ঠীর রচনা তাহা বলা যায় না। একটি চর্যায় "বুদ্ধ" আছে ("বীণা"), তিনটিতে "তথতা" (কাহ্ন ৯, কঙ্কণ, জয়নন্দী), একটিতে "তথাগত" (কাহ্ন ১৩), একটিতে "স্কন্ধ" (কাহ্ন ৪২), তিনটিতে "বোধি" (চাটিল, সরহ ৩২, কঙ্কণ), একটিতে "সম্বোধি"(কঙ্কণ),[১] সাতটিতে "নির্বাণ" (চাটিল, মহিণ্ডা, কাহ্ন ১৯,[২] সরহ ২২, ভুসুকু ২৭, 'শবর' ২৮, দারিক)[৩]। মহাযানের বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ 'শূন্য', 'গগন', 'করুণা' ইত্যাদি অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন। দুইটি চর্যায় (১৭,২৬) বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রধর হেরুকের নাম আছে। নৈরাত্ম্যযোগিনীর নাম আছে দুইটি চর্যায় (২৮, ৫০) 'নইরামণি' রূপে। তান্ত্রিক মহাযানের বহু পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ভুসুকু।

কতকগুলি চর্যাকে তান্ত্রিক অ-তান্ত্রিক কোন রকম বৌদ্ধ মতের সঙ্গে সংযুক্ত বলা চলে না (লুই ২৯, 'কুক্কুরী-পা' ২, ৪০; বিরুআ; কাহ্ন ৪০;

১. লুইয়ের একটি চর্যায় (১) "সংবোহে" সম্ভবত 'সম্বোধি'-জাত।

২. একবার (৯) কাহ্ন 'নিবুত' ব্যবহার করিয়াছেন নির্বাণপ্রাপ্ত বুঝাইতে।

৩. কাহ্ন ও সরহ মৃত্যু বুঝাইতে 'নির্বাণ' ব্যবহার করিয়াছেন ("ভব-নির্বাণে পড়হ-মাদলা" ১৯; "অপণে রচি রচি ভব-নির্বাণা" ২২)।

সরহ ৩৮; 'শবর' ৫০; 'ঢেণ্টণ-পা'; ইত্যাদি)। অনেকগুলি চর্যায় সাধক আপনাকে যোগী বলিয়াছেন অথবা শিষ্য-ভক্তকে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (ডোম্বী; তাড়ক; ভুসুকু ২১, ৩০, ৪১, কাহ্ন ১০, ১১, ১৯, ৪২)। যোগিনী কথাটির অন্য অর্থ থাকিলেও কোন কোন চর্যাকর্তা ইহার দ্বারা যোগমার্গে সাধনসঙ্গিনীকে বুঝাইয়াছেন ইহা ধরিয়া লইতে পারি (ডোম্বী, গুডরী, কাহ্ন ১৯)। সুতরাং চর্যাকর্তারা যে-মতাবলম্বী থাকুন না কেন তাঁহাদের অনেকেই যে যোগপন্থী ছিলেন এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। এই যোগপন্থায় কিছু বিশিষ্টতা ছিল। প্রথমে ইহাতে তান্ত্রিকতার স্থান তেমন ছিল না, যোগচর্যার মধ্যদিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়াই সাধকের উদ্দেশ্য। এ যোগসাধনায় দুষ্কর তপশ্চর্যার স্থান নাই, ইহাতে ইন্দ্রিয়ের সহজ বৃত্তির নিরোধ আবশ্যক নয়, এবং জন্মমৃত্যুর অতীত যে অবস্থা তাহাই সহজ অর্থাৎ দ্বন্দ্বনির্মুক্ত বা নির্বিকল্প অবস্থা। সুতরাং সব দিক দিয়াই এই "সহজ" যোগপন্থার 'সহজযান' নামটি সার্থক। ভিন্নমতের দুষ্কর যোগমার্গের প্রতি কটাক্ষ আছে একটি চর্যায় (১৪)। চর্যাকর্তা বলিয়াছেন—তাঁহার উল্লিখিত সহজ-যান নিকড়িয়া খেয়াপার, আর বহিরঙ্গ যোগীরা রথে চড়িয়া থাকে তাই নদী পার হইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তাহারা কেবলি ঘাটে ঘাটে ফিরিয়া মরে।

চর্যাকর্তাদের শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে তান্ত্রিকতার প্রসার বাড়িয়াছিল। তবে চর্যাকর্তারা সকলেই যে তান্ত্রিকতার স্পর্শবর্জিত ছিলেন এমন কথা বলি না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক-সাধনার বই লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতে। তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ—যেমন সৌভাগ্য লাভ, বিদ্যা ও কবিত্ব লাভ, আরোগ্য, বিষাপনয়ন, দিব্যস্ত্রী সঙ্গ, দেবমনুষ্য বশীকরণ, উচ্চাটন, মারণ, অষ্টসিদ্ধি লাভ ইত্যাদি যে সব ঐহিক কামনাপূরণ —তাহার কোন ইঙ্গিত তো নাইই উপরন্তু অসন্দিগ্ধ প্রত্যাদেশ আছে। রসরসায়নকে উড়াইয়া দিয়াছেন সরহ (২২),—যাহার এখানে জন্মমৃত্যুর ভয় আছে সেই রসরসায়নের জন্য আকাঙ্ক্ষা করুক।

চর্যাকর্তাদের মত অধ্যাত্মসাধকদের এই মন্ত্রতন্ত্রের ক্রিয়া বাহিরের কাজের মতই ছিল, যেমন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দেবপূজায় পৌরোহিত্য। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক আচার্যদের কোন কোন সাধননিবন্ধের শেষ শ্লোকে তাঁহাদের মনের কথাটির

আভাষ পাওয়া যায়। লীলাবজ্রের শিষ্য করুণাবজ্র (বা করুণাচল) রচিত কুরুকুল্লাসাধনের শেষ শ্লোকটি প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিলাম।

এতৎ সাধনমুত্তমং ভগবতো লীলাশনেরাজ্ঞয়া
যৎ কৃত্বা করুণাভিধানকবিনা পুণ্যং সমাসাদিতম্।
তেনাস্তামতিনিষ্কলঙ্কবিমলপ্রজ্ঞোদয়স্ফারিতং
স্বচ্ছন্দপ্রসরপ্রভাস্বরমহাসৌখ্যপ্রতিষ্ঠং জগৎ॥

'ভগবান্ লীলাশনির আজ্ঞায় এই যে উত্তম সাধন রচনা করিয়া করুণা নামক কবি যে পুণ্য প্রাপ্ত হইল তাহার দ্বারা জগৎ অতিনিষ্কলঙ্ক বিমল প্রজ্ঞার উদয়ে বিস্ফারিত হইয়া স্বচ্ছন্দ ও সর্বব্যাপী প্রভাস্বর মহাসুখে প্রতিষ্ঠিত হোক।'

মন্ত্রতন্ত্রের এই যে সাধন — সাধনা নহে—ইহারই নাম মন্ত্রনয়, মন্ত্রমার্গ বা মন্ত্রযান। যিনি এমন সাধনের সাধক তিনি "মন্ত্রী"। মন্ত্রযানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে মন্ত্রী যোগবেত্তা হন এবং বজ্রযান-পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

ইত্থমহর্নিশং মন্ত্রী ভাবয়েদ্ যস্তু যোগবিৎ।
স প্রাপ্নোত্যচিরাদ্ বোধিং বজ্রযানপ্রবর্তিনীম্॥[১]

বজ্র হইতেছে অমোঘগতি। এই অর্থেই বজ্রযান সম্যক্সম্বোধিপ্রাপ্তির অমোঘ যান।[২] বজ্রযান লইয়া যায় বজ্রসত্ত্বতায়, অর্থাৎ অটল অচঞ্চল সত্তায় ("বজ্রগর্ভাভিসম্বোধিপদ")। বজ্রযানিক সাধক-যোগীর মূল মন্ত্রই তাই

ওঁ শূন্যতাজ্ঞানবজ্রস্বভাবাত্মকোঽহম্।[৩]

বজ্রযানের উপরে সহজযান। বজ্রযানের সাধনার ইঙ্গিত অল্পস্বল্প মিলে। এ সাধনায় ছিল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভৈরবীচক্রের পূর্বরূপ যোগিনীচক্রের গোপন অনুষ্ঠান। তবে এটা সম্পূর্ণভাবে মানসিক ছিল বলিয়াই অনুমান করি। সহজযানের সাধনার কথা চর্যাকর্তারা খুলিয়া বলেন নাই, স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেন নাই। তাঁহারা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে এ মার্গের খবর গুরু-উপদেশ-লভ্য, এবং সে উপদেশ যে বচনশ্রবণগম্য তাহাও নয়। সুতরাং "আইস

১. সাধনমালা ২২২। ২. "এষোঽহমনুত্তরসম্যক্সম্বোধিমার্গমাশ্রয়ামি যদুত বজ্রযানম্" (ঐ ১১০)। ৩. ঐ ২৩৯ দ্রষ্টব্য।

সংবোহেঁ কো পতিআই" ? এখানে রবীন্দ্রনাথের কথার পুনরাবৃত্তি ছাড়া উপায় দেখি না,

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি
কাছের জিনিস দূরে রাখে, তার থেকে তুই দূরে রবি।

চর্যাকর্তাদের যোগপন্থায় কিছু কিছু মতভেদ ও মার্গভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। কাহ্নের ভনিতাযুক্ত কোন কোন চর্যায় কাপালিক যোগীর কথা আছে। এক (বিরূপ) কাহ্ন নিজেকে কাপালিক যোগীর দলে ভিড়াইয়া ডোম্বীকে কামনা করিয়াছেন সাধনসঙ্গিনী রূপে। সম্ভবত এ সবটাই রূপক। তবে সাধারণ অর্থ একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। কাপালিক যোগীর বেশভূষা-আচরণের বর্ণনা নিখুঁতভাবে দেওয়া হইয়াছে যে চর্যায় (১১) তাহার ঠিক আগের চর্যার "কাপালি জোই" ও ডোম্বী পরবর্তী কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে শিব-শক্তির লৌকিক কাহিনী পূর্বাভাসিত করিয়াছে। শিব নিঃস্ব ("বাপুড়ী") কাপালিক যোগী। তিনি হাড়ের মালা (সতীর অস্থি) পরেন। আর শক্তি ডোমনী বা কোঁচ-নারী হইয়া নদীতে খেয়া দেন এবং শিবকে ভুলাইয়া যোগভ্রষ্ট করেন। যে সরোবর ভাঙ্গিয়া তিনি মৃণাল খান, যে চৌষট্টি-দল পদ্মে চড়িয়া তিনি ও ডোমনী নৃত্য করেন তাহাতেই মনসার উৎপত্তি। এখানে শৈব যোগীদের সঙ্গে বৌদ্ধ যোগীদের এবং চর্যাগীতির সঙ্গে পরবর্তী কালের শিবসঙ্গীতের যোগসূত্র পাইলাম।

কাহ্নের একটি চর্যায় জালন্ধরিপা-এর নাম আছে। মীনচেতন-গোরক্ষ-বিজয়-গোপীচন্দ্রের গানে কানুপা জালন্ধরির শিষ্য। জালন্ধরির নামান্তর হাড়িপা। কাহ্নের হাড়ের মালা গ্রহণে কি এই হাড়িপার শিষ্যত্বের ইঙ্গিত ?

শুধু কাহ্ন-কাপালিকের চর্যায় নয়, অন্যত্রও নাথ-পন্থার সঙ্গে চর্যাকর্তাদের যোগ-পন্থার সংযোগের চিহ্ন লক্ষিত হয়। সদ্‌গুরু অথবা পরমগুরু বুঝাইতে "নাথ" কথাটি চর্যাগীতে ও দোহাকোষে পাওয়া যায়। নাথ-পন্থ নিরীশ্বর এবং গুরু-উপদেশগম্য, চর্যা-পন্থও তাই। নাথ-পন্থের সাধনা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের সমীকরণ সাধন এবং ভাণ্ডকে অজরামর করিয়া নিত্যরূপ দেওয়া। এ সাধনার ইঙ্গিত চর্যা-পন্থীদের গানে ও দোহায় অসুলভ নয়। নাথ-পন্থ নিরীশ্বর

এবং গুরুউপদেশগম্য, চর্যা-পন্থও তাই।[১] নাথ-পন্থের সাধনা ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ইকোয়েশন সল্‌ভ্ করা এবং ভাণ্ডকে অজরামর করিয়া নিত্যরূপ দেওয়া। এ সাধনার ইঙ্গিত চর্যা-পন্থীদের গানে ও দোহায় অসুলভ নয়।

অন্তে ন জাণসু অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই। (চর্যা ২২)
ভব জাই ণ আবই এথু কোই
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই। (চর্যা ৪২)
মোহবিমুক্কা জই মাণা
তবেঁ তুটই অবণাগমণা।
পবন বহন্তে নউ সো হল্লই
জলন জলন্তে ণউ সোডজ্ঝই।
ঘণ বরিসন্তে ণউ সো তিম্মই
ন উবজ্জই ণউ খঅহি পইস্‌সই॥

'(সিদ্ধদেহে সহজাবস্থায়) বায়ু বহিলেও সে হেলে না, আগুন জ্বলিলেও সে জ্বলে না, মেঘ বর্ষণ করিলেও সে ভিজে না। সে না হয় উৎপন্ন না প্রবেশ করে ক্ষয়ে।'

অবিনশ্বর দেহের মূল্য এবং নিত্যত্ব নাথ-পন্থে যেমন চর্যাপন্থায়ও তেমনি স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। সরহ বলিয়াছেন, দেহের সদৃশ শুভ তীর্থ আর নাই,

দেহা সরিসঅ তিত্থ মইঁ সুহ অণ্ণ ন দিট্‌ঠও।

নাথ-পন্থীদের বিশিষ্ট প্রতীক নাদ-বিন্দুর উল্লেখ দুইবার আছে চর্যা-গীতিতে (৩২, ৪৪)। বিন্দু-রক্ষা নাথ ও চর্যা উভয় পন্থার সাধনায় সব চেয়ে বড় কথা। কোন কোন চর্যাগীতির কবি যেভাবে যোগিনীর বা ডোম্বীর সহিত সহবাসের ইঙ্গিত করিয়াছে তাহা যদি পুরাপুরি রূপক-কল্পনা না হয়—না হওয়াই বেশি সম্ভব[২]—তবে এখানে নাথ-মতের সঙ্গে চর্যা-মতের

১. "নাব ণ ভেলা দীসঅ ভন্তি ণ পুচ্ছসি নাহা" (শান্তি ১৫); "বিপ্পবি বজ্জিঅ জো উবজ্জই, অচ্ছহু গিরিগুরুণাহ কহিজ্জই" (সরহ); "সোহ বাজির-ণাহু রে ময়িঁ বুত্তো পরমত্থ" (কাহ্ন)।

২. তুলনীয় সরহের উক্তি
"রুঅণেঁ সঅল বি জোহি ণউ গাহই
কুন্দুরু-খণহি মহাসুহ সাহই।"

এই ধারায় স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সিদ্ধগুরুর পক্ষেও নারীচর্যা নাথ-পন্থে একেবারে নিষিদ্ধ। মীননাথের যোগভ্রংশ-কাহিনী তাহার বড় প্রমাণ। নরকের দ্বার নারী—ইহা নাথ-ধর্মের আদি ও অন্ত্য উপদেশ। চর্যা-পন্থে এ সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই, বরং উচ্চতম সাধনায় নারীর সাহচর্য উপেক্ষিত নয়। সরহ বলিয়াছেন, যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে বজ্রধর ঝটিতি উপসন্ন হন।

জোইণি-গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উবসন্ন।

কাহ্ন বলিয়াছেন, হে তরুণি, তোমার নিরন্তর প্রেম ব্যতিরেকে কি বোধি এই দেহে লাভ করা যায় ?

তো বিণু তরুণি ণিরন্তর ণেহেঁ
বোহি কি লব্ভই এণ-বি দেহেঁ।

চর্যা-মতের এই ধারাটি বাউলদের সাধনায় অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। চর্যা-সাধক বলিয়াছেন,

কমল কুলিশ বেবি মজ্ঝ-ঠিউ জো সো সুরঅ-বিলাস
কো ত রমই ণহ তিহুঅণেহি কস্স ণ পূরই আস।

এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে বাউল-সাধনার সঙ্গে চর্যাকর্তাদের সাধনার যোগাযোগের আরও সূত্র আছে। এই বাউল ছড়াটিতে চর্যার পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে,

টলে জীব অটলে ঈশ্বর[১], তার মধ্যে খেলা করে রসিকশেখর ॥
উঠন ঠনঠন করে রে ভাই ঘরে জলের ঢেউ
নৈরামণির নিরঞ্জনে পায় না খুঁজে কেউ ॥[২]

এখন চর্যা-কারদের "বৌদ্ধ"ত্বের বিচার করি। আগেই বলিয়াছি যে, চর্যাকর্তাদের মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধ, তথাগত, তথতা, বোধি, নির্বাণ, শূন্য, করুণা, জিন ইত্যাদি বৌদ্ধমতের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের দোহাতে পরমার্থ ও পরতত্ত্ব বুঝাইতে বুদ্ধ কথাটিরও ব্যবহার আছে। তীলপা-এর দোহায় আছে—বুদ্ধকে একমনে আরাধনা কর,

১. তুলনীয় কাহ্ন (২৮),
"তই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজ ন কারণ সসহর টালিউ।"

২. বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংগৃহীত।

বুদ্ধ আরাহহু অবিকল চিত্তেঁ।

সরহ বলিয়াছেন, পণ্ডিতেরা সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যান করে অথচ দেহে বুদ্ধ বাস করেন তাহা জানে না। জন্মমৃত্যু সে খণ্ডাইতে পারে নাই তবুও নির্লজ্জ হইয়া বলে, আমি পণ্ডিত।

পণ্ডিত সঅল সত্থ বক্‌খাণই
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ন জাণই।
অবণাগমণ ণ তেণ বিখণ্ডিঅ
তোবি ণিলজ্জ ভণই হউঁ পণ্ডিঅ॥

তথাপি ইঁহাদের "বৌদ্ধ" মার্কা দেওয়া চলে না। কেন তাহা বলিতেছি।

সরহ তাঁহার দোহাকোষে সহজ-পন্থার উপদেশ দিবার আগে প্রথমে প্রচলিত ধর্ম ও সাধনমতগুলির বিচার করিয়াছেন। তিনি এইগুলিকে ধরিয়াছেন, (১) ব্রাহ্মণমত অর্থাৎ বেদবাদ ও বেদান্তবাদ, (২) "অইরিঅ" মত অর্থাৎ মন্ত্রপূজাদি আগমবাদ, (৩) ক্ষপণক অর্থাৎ জৈনমত এবং (৪) প্রধান দুই বৌদ্ধমত—সৌত্রান্তিক ও মহাযান। বৌদ্ধমত দুইটি নিরাস করিয়াছেন সরহ এই বলিয়া,

> চেলা ও ভিক্ষু স্থবির-উপদেশে বন্দিত প্রব্রজ্যাবেশ ধারণ করে। কেহ কেহ সূত্রান্ত ব্যাখ্যানে নিবিষ্ট হয়, কেহ বা মাথায় হাত দিয়া চিন্তামগ্ন দৃষ্ট হয়, অপরে মহাযানে ধাবিত হয়।…ইহাদের একজনের দ্বারাও পরমার্থ সাধিত হয় না।

সুতরাং চর্যাকর্তাদের বিধিমত বৌদ্ধ বলা চলে না।

সরহ-প্রমুখ চর্যাকারদের সাধনতত্ত্বের মোটামুটি ব্যাখ্যা মিলে দোহাকোষে। চর্যাগীতির তত্ত্বগত মর্মকথা দোহাকোষে যেমনটি পাই তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

ধ্যানে ধারণায়, গৃহবাসে বনবাসে, দেবপূজায় তীর্থস্থানে, তন্ত্রে মন্ত্রে, নির্বাণ অথবা মোক্ষ মিলে না। চাই সত্যদৃষ্টি, চাই সহজাবস্থা। তাহা সদ্‌গুরু-উপদেশলভ্য। সহজবস্থা-প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়-নিরোধের দরকার নাই, সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার তাহা বিরুদ্ধ নয়। পাপপুণ্য, দুঃখসুখ, সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, এমন কি জন্মমৃত্যু—সবই চঞ্চল চিত্তের সৃষ্টি। গুরু-উপদেশে সাধনার দ্বারা চিত্ত অচঞ্চল হইলে তবে স্বাভাবিক অর্থাৎ "সহজ" অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এ অবস্থায় দ্বৈত বা বিকল্পজ্ঞান নাই—"সহজ সহাব ণ ভাবাভাব"। সাধনার

প্রথম সোপান আয়াসবিশুদ্ধি, তাহার পরে অভিমাননাশ এবং চিত্তশুদ্ধি। তাহার পরের সোপান চিত্তস্থৈর্য। চিত্ত স্থির হইলে দেহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন টুটিয়া যায়। তখন সমরস হইয়া সহজাবস্থা-প্রাপ্তি। তখন সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত।

জব্বেঁ মণ অথমণ জাই তণু তুট্টই বন্ধণ
তব্বেঁ সমরস সহজে বজ্জই ণউ সুদ্দ ণ বম্হণ।

সরহ বলিতেছেন, যদি কেউ সহজরসের রসিক হইতে চায় তবে সে চিত্ত (অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞেয়) ও অচিত্ত (স্বভাবচ্যুতি) পরিহার করুক, শিশুর মত থাকুক, আর গুরুবচনে দৃঢ় ভক্তি রাখুক।

চিত্তাচিত্ত বি পরিহরহু তিম অচ্ছহু জিম বালু
গুরুবঅণেঁ দিঢ় ভত্তি করু হোই জই সহজ-উলালু॥

সদ্‌গুরু-বোধে চিত্ত নিক্রিয় হইলে লোচন হয় অনিমিষ, তখন পবন হয় নিরুদ্ধ। পবন নিশ্চল হইলেই যোগী কালজয়ী।

অনিমিস লোঅণ চিত্ত-ণিরোহেঁ
পবণহো বাজ্ঝই সিরিগুরু-বোহেঁ।
পবণ বহই সে নিচ্চলু জব্বেঁ
জোই কালু করই কিরে তব্বেঁ॥

সহজে অবস্থিত যোগীর পক্ষে ঘরে থাকা আর বনে যাওয়া দুইই সমান। মনকে সে যেখানে সেখানে ছাড়িয়া দিতে পারে। সব কিছু সর্বদাই বোধিস্থিত, সুতরাং সংসার কোথায় নির্বাণই বা কোথায়।

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে জহি তহি মণ পরিআণ
সঅলু নিরন্তর বোহি-ঠিউ কহিঁ ভব কহিঁ ণিব্বাণ॥

তখন তাহার আত্মপর ভ্রান্তি নাই, কেননা—সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।

৮. অনুবৃত্তি

চর্যাকারদের সাধনার ধারা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে প্রবহমাণ ছিল। সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর বৈষ্ণব ও মরমিয়া "সহজ" সাধকেরা। ইহাদের মধ্যে যে প্রাচীন চর্যাগীতির স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ, একটি প্রায় অখণ্ড চর্যাগীতি[১]

১. তেত্রিশ সংখ্যক চর্যার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালা পুথিতে কবীরের ভনিতায় পাওয়া গিয়াছে। ধর্মঠাকুরের গাজনের ছড়াতেও এই চর্যার ভগ্নাংশ রক্ষিত আছে। কায়-বৃক্ষ, গুরু-কাণ্ডারী ইত্যাদি রূপক বৈষ্ণব-পদাবলীতে পুনরাবৃত্ত। চর্যার ভাষায় এবং ঢঙে লেখা একটি গান পাওয়া গিয়াছে সেকশুভোদয়ায়। বইটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লেখা, কিন্তু ইহার উপাদান অনেকটাই পূর্বতন রচনা হইতে আহৃত। গানটি দুই ডাকিনীর গীতিকা। ইহার মধ্যে চর্যাগীতির না হউক বজ্রগীতির গুঞ্জন শুনি।[১]

কীর্তন-গানের (বৈষ্ণব-পদাবলীর) গঠনে চর্যাগীতির সঙ্গে ভিন্নতা নাই। কীর্তন গীতপদ্ধতিতে চর্যাগীতপদ্ধতির অনুসরণ খুবই সম্ভাবিত। কীর্তনগান শুরু করেন শ্রীচৈতন্য, প্রথমে নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়িতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া। ইহা তিনি পাইলেন কোথা হইতে জানি না। কিন্তু এই ভাবেইতো তান্ত্রিক বা যোগপন্থী চর্যাসাধকেরা চর্যা ও বজ্রগীতি গাহিয়া মণ্ডল-উপাসনা বা হেরুক-সাধনা করিতেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য এখানে যে চর্যাসাধকদের প্রাচীন প্রথারই অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা মনে করিতে পারি। রাগানুগ সাধনায় যে তান্ত্রিক মহাযান সাধনার কিছু অনুবৃত্তি আছে সে কথা আগে বলিয়াছি। রাগানুগ সাধনার রাগাত্মিক পদাবলীতে চর্যাগীতির ধরণে সন্ধাভাষা ও প্রহেলিকাবিলাস লক্ষিত হয়। যেমন,

রূপ দু-আখর কাহারে বলে
রূপের বসতি কেমন স্থলে।
নেত্র পক্ষ বলি যাহার নাম
তাহার মাঝারে রূপের ধাম।
তাহাতে আছয়ে পদ্মের কলি
শত অষ্টোত্তর দলেতে মেলি।
দুই দিগে তার সমান বয়
তাহার মাঝারে রূপ সে রয়।
মদনে মাদনে ছটয়ে তার
দেখিতে লালসা উঠয়ে যার।
এই তত্ত্ব জানে রসিক যে

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ১৫৮-৫৯।

রূপের মাঝারে পশিল সে।
সেই সে পাইবে রূপের দেখা
কহে রামানন্দ মধুরে মাখা ॥ [১]

গানের সুরের দ্বারা অধ্যাত্মসাধনা বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধকদের মধ্য দিয়া আসিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্তাভজা-বাউলদের সাধনায় ও রচনায় একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় সাধনার এই অপূর্ব রস অলৌকিক-ভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসে ও বাচনে অনির্বচনীয় ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সে কথা বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু না বলিলে এই সুপ্রাচীন সাধনা ও সাহিত্যধারার প্রতি অবিচার হইবে। আর কিছু বলিব না, শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি গান উদ্ধৃত করিব। চর্যা-গীতির মর্ম যিনি বুঝিবেন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানটির সুমহৎ তাৎপর্যও অনুভব করিবেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গানটিকে অধ্যাত্মগীতি মার্কা দিবার আবশ্যকতা নাই।

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারিয়েছি আমি পেয়েছি আঁধার রাতে।
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো ;
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো ;
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে তা টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে ॥

নাথ-পন্থী ও গোরখ-পন্থী সাধকেরাও চর্যা-সাধনার ঐতিহ্য অনুসারী। ইঁহারাও গান করিতেন, তবে ইঁহাদের সাধনা গানের সুরের পথ বাহিয়া চলে নাই। চর্যাগীতির চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, দেহনগরী ইত্যাদি রূপক ও উৎপ্রেক্ষা ইঁহাদের রচনার সহিত চর্যাগীতির সংযোগসূত্র। নাথ-পন্থীরা গান লিখেন

১. বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথি সংখ্যা ১৪৩ (চ)।

নাই, রচনা করিয়াছিলেন একটি মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা—মীননাথ-গোরক্ষনাথ-জালন্ধরি-ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনী। আর লিখিয়াছিলেন শিষ্যসাধকদের শিক্ষার জন্য ছড়া ও প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট কড়চা। বাঙ্গালী বৈষ্ণব সহজিয়ারাও এই ধরণের কড়চা রচনা করিয়াছিলেন। গোরখ-পন্থীদের ছড়ায় কোনরকম সাহিত্য বা সঙ্গীত রস নাই, এবং তত্ত্বকথাও যাহা আছে তাহা সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য।

৯. ভাষা

সহজ বুদ্ধিতে বুঝিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগীতির ভাষা বাঙ্গালা বলিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন[১] এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা সে সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন। চর্যাগীতির ভাষায় কিছু কিছু শব্দ ও পদ আছে যাহা পরবর্ত্তী কালের ভাষায় চলিয়া আসে নাই। এগুলিতে স্থনীতিবাবু শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব দেখিয়াছেন এবং দুইটি ক্রিয়াপদ (ভণথি, বোলথি) মৈথিলী হইতে আগত বলিয়াছেন। এইখানেই গোলমালের সূত্রপাত হইল। স্থনীতিবাবুর ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া এবং নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার গৌরব বাড়াইতে গিয়া বাঙ্গালার প্রতিবেশীরা এখন চর্যাগীতি লইয়া রীতিমত মামলা বাধাইয়াছেন। হিন্দীভাষী, মৈথিলীভাষী, উড়িয়াভাষী—ইহারা সবাই দাবি করিতেছেন যে চর্যাগীতির ভাষা হিন্দী, মৈথিলী এবং উড়িয়া, মোটকথা বাঙ্গালা কিছুতেই নয়। (অসমীয়াভাষীদের দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা ষোড়শ শতাব্দী অবধি দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না।) এই দাবিদারেরা জানেন না, কিংবা জানিয়াও জানেন না যে নবীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরে সর্বত্র মোটামুটি মিল ছিল, এবং এক আধটি শব্দ বা পদ লইয়া বিচার করিলে প্রথম স্তরের যে কোন ভাষাকে অপর ভাষা বলিয়া দেখানো খুব সহজ। "তেহনউ পিতা নগরি চালিউ আহীরহঁ সরিসউ ঘী বিক্রয় করিবা কারণি"—প্রাচীন গুজরাটী রচনা হইতে উদ্ধৃত এই বাক্যে "ঘী বিক্রয় করিবা" পদগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা, তাই বলিয়া কি সমস্ত বাক্যটিকে বা সমগ্র রচনাটিকে বাঙ্গালা বলিয়া দাবি করিব। "বরি অহ মে প্রাণ ছাড়ু"—এ তো চর্যাগীতিরই ভাষা, কিন্তু পরের বাক্যাংশটি ধরিলে ("পণি এ নন্দিষেণনই নহাঁ পরিণউ") প্রাচীন গুজরাটী বলিতেই হয়।

চর্যাগীতির বিষয়-পরিবেশ যে বাঙ্গালা দেশের তাহা আগে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি। চর্যাগীতির ভাষাও যে বাঙ্গালাই তাহা বোঝা যায় পদ, ইডিয়ম ও প্রবচন হইতে। শব্দরূপে ও ধাতুরূপে বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি মিলিতেছে। যেমন '-তেঁ (-তে)' তৃতীয়ায়, '-ত, -তে (-তেঁ), -এ' সপ্তমীতে, '-এর (-র)' ষষ্ঠীতে, '-রে (-রেঁ)' চতুর্থীতে; 'দিআ, সাঙ্গ' যোগে করণ কারক, 'মাঝেঁ' যোগে অধিকরণ কারক; '-ইল' অতীতকালে; -'ইব' ভবিষ্যৎ কালে; '-ইআ (-ইঅ), -ইলে' অসমাপিকায়; "গুণিআঁ লেহুঁ," "দিল ভণিআ", "লেহুঁরে জাণী," "সড়ি পড়িআঁ", "উঠি গেল", "আখি বুঝিঅ", "ধরণ ন জাঅ", "কহন ন জাই", "পার করেই", "অহার কএলা", "নিদ গেল"; 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী", "হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ", "বর সুণ গোহালী কিমো দুট্‌ঠ বলন্দেঁ," "হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী", "বাণ্ড কুরুণ্ড সন্তারে জাণী" ইত্যাদি ইডিয়মে।

সুনীতিবাবু যে সব শব্দ ও পদ শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবজাত বলিয়াছেন সেগুলি সূক্ষ্মবিচারে অবহট্‌ঠের।[১] যখন চর্যাগীতি রচিত হইতেছিল তখন অবহট্‌ঠ সমগ্র আর্যভাষী ভারতবর্ষের অন্যতম সাধুভাষা, সংস্কৃতের পরেই তাহার স্থান। চর্যাগীতি-কবিদের মধ্যে অন্তত দুইজন, সরহ ও কাহ্ন, এই সাধুভাষাতেই দোহা রচনা করিয়াছিলেন। চর্যাগীতির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে অবহট্‌ঠের সঙ্গে চর্যাগীতি-ভাষার সম্বন্ধ কি। ছন্দ তো প্রায় একই। সুতরাং অবহট্‌ঠের শব্দ ও পদ বাঙ্গালা ভাষার সেই জন্মকালে না থাকাই বিস্ময়ের বিষয় হইত এবং চর্যাগীতির অকৃত্রিমত্বে সন্দেহ জাগাইত।

উদাহরণ দিয়া চর্যাগীতির ও দোহার ভাষার পরস্পর সম্পর্ক দেখাইতেছি।

চর্যা	দোহা
জাহের বাণ-চিহ্ন রূব ণ জাণী	ঝাণ-বাহিঅ কি কীঅই ঝাণেঁ
সো কইসে আগম-বেএঁ বখাণী।	জো অবাঅ তহি কাহিঁ বখাণে।
জেবঁ বি লোঅর বান্ধন	বজ্‌ঝন্তি জেণ বি জড়া
তেবঁ বি জোইর মেলাণা।	লহু পরিমুচ্চন্তি তেণ বি বুহা।

১. যেমন, 'কিউ', 'চালিউ', 'কিমো', 'কিম্পি', 'তিম', 'জিম', 'দো', 'জো', 'সো', 'জইস' 'তইস' 'ভইঅ', 'মা' (নিষেধে), 'তঁহি', 'করিঅই' ইত্যাদি। 'জইসন, তইসন, অইসন' এই তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'জৈসাণেঁ, তৈসাণেঁ' আছে।

নাদ ন বিন্দূ ন রবি ন শশিমণ্ডল
চিঅরাজ সহাবে মুকল।

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ
সব্ববি রে বঢ় বিব্‌ভমকারণ॥

কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। অন্ধেঁ অন্ধকঢ়াব জিম বেণ্ণবি কূব পড়েই।

চর্যাগীতির ব্যাকরণ বিচার করিবার সময় এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এখানে তৎসম বানানের সঙ্গতি প্রত্যাশিত নয়। তদ্‌ভব ও অর্দ্ধ তৎসম শব্দের বানানে কখনই সঙ্গতি ছিল না, তাহার উপর নেপালে লেখা পুথি, সুতরাং লিপিকরপ্রমাদ তো বানানকে জটিলতর করিয়া তুলিবেই। তাহাই হইয়াছে, এবং তৎসম শব্দও বাদ যায় নাই। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ব্যবহারে গোলমাল আছে, আর আছে তিন স-কারের ও দুই ন-কারের ব্যবহারে। অ-কার, ই-কার, এ-কারের মধ্যে বিপর্যয়ও কম নাই। বিশেষ লক্ষণীয় হইতেছে পদান্ত ই-কার স্থলে য়-কার বা অ-কার লেখা। যেমন—জাই, জায়, জাঅ। পদাদিতে সাধারণতঃ জ-কারই দেখা যায়, কদাচিৎ য-কার। 'ম্হ' এই যুক্ত ধ্বনিটি 'ম্‌ভ' এবং 'হ্‌ম' এই দুই রূপেও মিলে। লিপিকরের দোষে চন্দ্রবিন্দুর স্থানচ্যুতি অথবা লোপ বিরল নয়।

চর্যাগীতির ভাষায় লিঙ্গরীতি মোটামুটি অবহট্‌ঠের মতই। তবে ক্লীব-লিঙ্গ (অবহট্‌ঠে '-উ'-অন্তক কর্তা ও কর্ম পদ) একেবারেই নাই। নিষ্ঠান্ত অতীতকালে স্ত্রীলিঙ্গ কর্তা হইলে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার আছে, কিন্তু সেখানেও বৈশিষ্ট্য দেখি। দোহাকোষের ভাষায় '-ত' প্রত্যয়ান্ত অতীতে স্ত্রীপ্রত্যয় হয়। যেমন, "নিঅপাস বইট্‌ঠী চিত্তে ভট্‌ঠী জোইণি"। অথচ '-ইল' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণে হয় না। যেমন, "পড়িল ভিত্তি"। চর্যাগীতিতে ইহার ঠিক বিপরীত। যেমন, "সোনে ভরিলী করুণা নাবী," "সসি লাগেলি তান্তী"। '-এর' বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধপদও স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন, "হাড়েরি মালী," "তোহোরি ভাভরিআলী"। দোহাকোষে ইহার কোন উদাহরণ পাই না। চর্যার ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গের সাধারণ বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় হয়। যেমন, "অইসনি চর্যা", "নিশি অন্ধারী"।

বিশিষ্ট স্ত্রীপ্রত্যয় ছিল '-ই (-ঈ)'। এই সময়ে একটি বিশিষ্ট পুংলিঙ্গ (অ-স্ত্রীলিঙ্গ) প্রত্যয় '-আ' উদ্‌ভূত হইয়াছিল। এটি সাধারণ শব্দে কর্তা ও কর্ম কারকে দেখা যায়। যেখানে প্রাচীন পুংলিঙ্গ শব্দটি জাতিবাচক হইয়া

৬

গিয়াছে সেখানে বিশেষ করিয়া পুরুষজাতীয় বুঝাইতে হইলে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, হরিণা, করিণা, শবরা।

চর্যাগীতির ভাষায় শব্দরূপে একবচন-বহুবচনে পার্থক্য নাই, ষষ্ঠী বিভক্তি ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গেও তফাৎ নাই।

নামরূপের উদাহরণ,

কর্তা ঃ কাল, লুই, রূব, সসুরা, বহুড়ী, ভব-ণই, বীরা, লোঅ, জোইআ।

অনুক্ত কর্তা (ভাব ও কর্ম্ম বাচ্য) ঃ কুম্ভীরে (খাঅ) ; চোরে (নিল) ; কুক্কুরীপাএঁ (গাইউ)।

কর্ম ঃ অপনা, পতবাল, রূপা, গুরু, ডোম্বী, কমলরস।

করণ ঃ অপণে, সুখদুখেতেঁ, সাণে, বেগেঁ, আলিএঁ কালিএঁ ; সমাহিঅ, বাকলঅ ; ষিহেঁ ষম ; দুজ্জণ-সাঙ্গে ; দিআঁ চঞ্চালী ; কূল লই, ষষহর লই ; লইআ সুন-মেহেলী।

গৌণকর্ম ঃ রসরসানেরে ; ঠাকুরক, নাশক ; বাহবকে।[১]

অপাদান ঃ খেঁপহু, রঅণহু ; "জামে (কাম কি) কামে (জাম)" ; দশ দিসেঁ, কুলেঁ (কুল) ; ডোম্বিত (আগলী)।

সম্বন্ধ ঃ পাটের, হরিণার, হরিণির, হাড়েরি (মালী), মহামুদেরী (কণ্খা), ডোম্বীএর, মুষাএর, জোইর ; খণহ, গঅণহ ; অপণা (মাংসে), মাআমোহাসমুদ্রা ; ছান্দক, করণক ; আপণকরি (সখী)[২]।

অধিকরণ ; পিড়ি, অধরাতী, নিঅড়ি, দেহ-নঅরী ; ঘরে, তৈলোএ, তিঅ-ধাএ ; ঘরেঁ, হিএঁ ; সাঙ্কমত, গঅণত, দুআরত, হাড়ীত, বাটত ; দিবসই, আকাশই ; নরঅনারী মঝেঁ, গঅণ-মাঝেঁ।

সর্বনাম-রূপের উদাহরণ,

কর্তা ঃ আম্হে, অম্ভে, অহ্মে, মো, হাঁউ ;[৩] তুম্হে, তু, তো ; জ, স, জো, সো ; জে[৪], তে[৪] ; সেব ; কেহো, কোবী, কিম্পি, কিষ, কীস, কাহি, কিমো ; এহু, এ ; আইস[৫], জইসোঁ[৫], তইসোঁ[৫], অইসনি[৬], কইসণ, কইসণি, কইসা, জইসা ; জেতই[৫], তেত[৫]।

১. 'ঠাকুরক, নাশক, বাহবকে' এই পদ তিনটির পাঠ সন্দেহাতীত নয়। 'বাহবকে' সম্ভবতঃ 'বাহব কে'। ২. দোহায় 'পহুকের' আছে। ৩. শুধু একবচনে। ৪. শুধু বহুবচনে। ৫. ক্রিয়াবিশেষণ। ৬. স্ত্রীলিঙ্গ।

অনুক্ত কর্তা ঃ আম্‌হে, মই, মো, ম, মোএ ; তঁই ।
কর্ম ঃ তো ; জা, তা, কা ; কীস, কিম্পি, কি ; জাসু ।
করণ ঃ আম্‌হে, মই ; তঁই, তোএ ; জেঁ, জেঁন ; কইসেঁ[১] ; জবেঁ, তবেঁ[১] ।
গৌণ কর্ম ঃ মকু ; তোরেঁ, তোহোরে ; কাহেরে ; তোহোর অন্তরে ।
অপাদান ঃ জথা[১], তথা ।
সম্বন্ধ ঃ মোহোর, মোর, মোরি[২], মেরি[২], মো ; তো, তোরা, তোহোর, তোহোরি[২] ; জা, জাহের, তাহের, কাহরি[২] ; জাসু, জসু, তাসু, তসু ।
অধিকরণ ঃ এথু ; কহিঁ, তহিঁ ; কা ।
সর্বনামজাত অপর ক্রিয়াবিশেষণ,—জিম, তিম ; জবেঁ, তবেঁ ।

ক্রিয়াপদে বর্তমান (ক্বচিৎ ভবিষ্যৎ) ছাড়া অন্যত্র ভাবকর্মবাচ্য হয়। ক্রিয়ার কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে '-ইল' প্রত্যয়ান্ত অতীত এবং '-ইব' প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ কালের পদ স্ত্রীপ্রত্যয় গ্রহণ করে। ক্রিয়ার রূপে একবচন-বহুবচনের ভেদ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বর্তমান কালের রূপ,

উত্তম পুরুষ ঃ আছম (=আছমি ?), পেখমি, জাণমি, চাহমি, পুছমি, জীবমি, লেমি ।[৩] আছহুঁ, করহুঁ, জাণহুঁ, দেহুঁ, খেলহুঁ, লেহুঁ, বিহরহুঁ, ষিঞ্চহুঁ ।[৪]

মধ্যম পুরুষ ঃ আছসি (?), বুঝষি, গিলেসি, যাইসি, যাসি, অইসসি (=আইসসি), পুছসি, বাসসি ।[৩] জানহ, পরিমাণহ, ছেবহ, বিন্ধহ, ভুলহ ।[৪]

প্রথম পুরুষ ঃ অচ্ছই, পেখই, ভণই, বাহঅ (=বাহই), জাগঅ (=জাগই), গঢ়ই, পইসই, বহুড়ই, বিহরএ (=বিরহই), আবয়ি (=আঅই), হোই, বন্ধাবএ, (=বন্ধাঅই), বসই, পতিআই, মরিআই, মরিঅই, বুঝই, জুঝই, দেখই, জাই, উইজঅ (=উইজই), উইএ (=উইঅই), ষামায় (=সামাই), হোই ; তুট (<তুটই), উহ (<উহই), দে (<দেই), বান্ধ (<বান্ধই) ।[১] ভণন্তি, বিলসন্তি, চাহন্তি, কহন্তি, ভমন্তি, নাচন্তি, গান্তি, হোন্তি ।[৫] ভণথি, বোলথি ।[৫]

পাবিঅই, ভাবিঅই, করিঅই, করিঅই, খাই, খাঅ (=খাই),

১. ক্রিয়াবিষেশণ। ২. স্ত্রীলিঙ্গ। ৩. শুধু একবচনে। ৪. শুধু বহুবচন।
৫. গৌরবে বহুবচন

ছিজই, ছিজঅ (=ছিজই), জাই, বাজএ (=বাজই), সিঝএ (=সিঝই) লবএ (=লঅই), দীসই, দীসঅ (=দীসই) মাগঅ (=মাগই), তিমই, বাঝই।

পুরানো ভবিষ্যৎ কালের রূপ,

মধ্যম পুরুষ: হোহিসি, মারিহসি।

প্রথম পুরুষ: কহিহ (<কহিহই), করিহ (<করিহই)।

অনুজ্ঞার রূপ,

মধ্যম পুরুষ: অচ্ছ, পেখ, কর, বুঝ, বাহ, দে, চাল, পুচ্ছ, ভোল, ছাড়, জাণ, পরিমাণ।[১] হোহি, জাহী।[১] অচ্ছহু, হোহু, জাহু, লেহু, লাহু, সিঞ্চহু।[২]

প্রথম পুরুষ: জাইউ, এড়িএউ।[৩] করউ।[১]

নিষ্ঠা-প্রত্যয়ান্ত অতীত কালের পদে পুরুষ ও বচন বিভেদ নাই। এগুলি প্রায় সর্বদাই কর্মভাববাচ্যে ব্যবহৃত:

পইঠ, পইঠো, পইঠা, দিঠা, বিনঠা। গাইউ, সমাইউ, কিউ, গউ, অহারিউ, চটারিউ, চাপিউ, বিআপিউ, বিহলিউ, ণিবারিউ, থাকিউ, বুড়িউ। ভইঅ, বুঝিঅ, মোড়িঅ, তোড়িঅ, কিঅ, সংবোহিঅ, লাইঅ, ছাড়িঅ। বাহী, জানী, জাণী, বখাণী, বখানী, পোহাই, ভই। মুণিআ, গুণিআ, শুণিআ।

'-ইল' প্রত্যয়ান্ত অতীতকালের রূপ,

উত্তম পুরুষ: দেখিল, উভিল।[৪] অচ্ছিলেঁসু, ফিটলেসু। ভইলি, সুতেলি।

মধ্যম পুরুষ: অছিলেস (= আছিলেসি), নিলেসি, আইলেঁসি।

প্রথম পুরুষ: আইল, আইলা, গেল, গেলা, ভইলা, রুন্ধেলা, নিল, জিতেল, চলিল, মিলিল, পইঠেল, মৌলিল, কএলা, সুতেলা, পড়িলা, ভাইলা; কএলেক, জালিলিক (=জালিলেক)। ভরিলী, মেলিলি, লেলী, লাগেলী, ছাইলী, পোহাইলী, ঘলিলি।[৫]

১. আসলে একবচন। ২. আসলে বহুবচন। ৩. আসলে বহুবচন, অর্থ প্রায়ই অনুজ্ঞার মত। ৪. ভাবকর্মবাচ্যের পদ। ৫. স্ত্রীলিঙ্গ।

'-ইব' প্রত্যয়ান্ত ভবিষ্যৎ কালের রূপ কর্মভাববাচ্যে, সুতরাং সব পুরুষেই এক: হোইব, কাহিব, লোড়িব, খাইব, করিব, করিবে (= করিব), ভাইব, জাইব, থাকিব, খাইব। জাইবেঁ। দিবি (স্ত্রীলিঙ্গ)।

নিষ্ঠান্ত অতীত কালের পদ অতীতকালের অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়: ছুহি, গই, করী, পুচ্ছি, চড়ি, পইসি, চাপী, রচি, ধুনি; করিঅ, পুচ্ছিঅ, ফাড়িঅ, ধরিঅ, মারিঅ; করিআ, লইআ, মারিআ, বহিআ, দেখইআ, বুঝিআ, (= বুজিআ), বিবাহিআ। পিবিবি।[1]

তুমর্থ অসমাপিকা: থোই; বাহবকে[2]; বোলবা।

শত্রর্থ অসমাপিকা: অচ্ছন্তে, অচ্ছন্তেঁ, পড়ন্তে, জান্তে, শুনন্তে, পইসন্তে, বুড়ন্তে, চাহন্তে, জাগন্তে।

ভাবার্থ অসমাপিকা: ভইলে, চঢ়িলে, পড়িলেঁ, বুঝিলে, জীবন্তে মঅলেঁ (= মইলেঁ)। শত্রর্থ অসমাপিকাও ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সংখ্যা শব্দ: এক, একু; দুই, দো, বেণি; তিনি; চউ (-দিশ); পঞ্চ, পাঞ্চ; দশ; বতীস; তেতীসেঁ; চউশঠী, চৌষঠ্‌ঠী; কোড়ি।

১০. ছন্দ

চর্যাগীতিগুলি মোটামুটি তিন রকম ছন্দে লেখা। তিনটি ছন্দই অবহট্‌ঠ হইতে আগত। তবে অবহট্‌ঠ ছন্দের হ্রস্বদীর্ঘ-মাত্রা-সুদৃঢ়তা চর্যাগীতিতে নাই। এখানে অক্ষর মাত্রাসমতার দিকে খানিকটা আগাইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ চর্যাগীতির ছন্দ একদিকে অবহট্‌ঠ ছন্দ আর এক দিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ছন্দ দুইয়ের মাঝামাঝি।

অধিকাংশ চর্যাগীতি ষোল-মাত্রার পাদাকুলক-পজ্‌ঝটিকা-পদ্ধড়ী-চউপঈ ছন্দে লেখা। প্রায় প্রত্যেক গীতিতেই এমন ছত্র দুই একটি করিয়া আছে যেখানে চৌদ্দ-অক্ষর পয়ারের গুঞ্জন অভ্রান্তভাবে শোনা যায়, বিশেষ করিয়া অন্ত্য ছত্রার্দ্ধে। যেমন,

দিঢ় করিঅ মহা- | সুহ পরিমাণ
লূই ভণই গুরু | পুচ্ছিঅ জাণ।

১. পদটি অপভ্রংশের। ২. প্রকৃত পাঠ 'বাহব কে' হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে তুমর্থ অসমাপিকা হইবে 'বাহব'।

লূই ভণই বট। ভুলখ বিণাণা
তিঅ ধাএ বিলসই। উহ[ই] ন ঠাণা।
সস্থরা নিদ গেল। বহুড়ী জাগই
কানেট চোরে নিল। কা গই মাগই।
দশমি দুআরত। চিহ্ন দেখইআ
আইল গরাহক। অপণে বহিআ।
নগর বাহিরেঁ ডোম্বি। তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই যাইসি। বাহ্মণ নাড়িআ।

ইহার সহিত অবহট্‌ঠের ছন্দঃপাতন তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ত্য ছত্রার্ধের ষড়ক্ষরতা চর্যাকর্তাদের দোহার মধ্যেও লক্ষিত হয়।

ঘরে ঘরে কহিঅই। সোজ্‌ঝু কহাণা
ণউ পরি সুণিঅই। মহা সুহ ঠাণা।
সরহ ভণই জগ। চিত্তেঁ বাহিঅ
সো অচিত্ত ণউ। কেণবি গাহিঅ।

ষোল-মাত্রার ছন্দের পরেই বেশি ব্যবহৃত হইয়াছে ছাব্বিশ-মাত্রার ত্রিপদী।[১] এ ছন্দের উৎপত্তি দোহা হইতে।

সুনা পান্তর। উহ[ই] ন দিসই॥ ভান্তি ন বাসসি জান্তে
এথা অট মহা। সিদ্ধি সিজ্‌ঝএ॥ উজুবাট জাঅন্তে।

সরহের দোহাতেও দৈবাৎ এই ছন্দ আরও সুস্পষ্টরূপে মিলিয়াছে। যেমন,

ঘরবই খজ্জই। সহজেঁ রজ্জই॥ কিজ্জই রাঅ বিরাঅ
নিঅপাস বইট্‌ঠী। চিত্তে ভট্‌ঠী॥ জোইণি মঝু পড়িহাঅ।

ছাব্বিশ-মাত্রার (১৪+১২) দোহা ছন্দে লেখা চর্যাগীতি পাই তিনটি।[২]

মহারসপানে মাতেল রে। তিহুঅন সএল উএখী
পঞ্চ বিষয়ের নায়ক রে। বিপখ কোবী ন দেখী

অবহট্‌ঠে দোহার উদাহরণ,

অক্‌খর-বাঢ়া সকল জগু। ণাহি ণিরক্‌খর কোই
তাব সে অক্‌খর ঘোলিআ। জাব ণিরক্‌খর হোই।

১. চর্যা সংখ্যা ১৪, ১৫, ১৮, ২৩, ২৯, ৪১, ৪৩, ৫০। একটি চর্যার (৪৩) কোন কোন ছত্রে গোলমাল আছে বেশিরকম।   ২. চর্যা সংখ্যা ১৬, ২৮, ৩৪।

মূল ও অনুবাদ

১

লুই

রাগ পটমঞ্জরী

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল
চঞ্চল চীঅ পইঠো কাল ॥ [ধ্রু] ॥
দিঢ়[১] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥ ধ্রু[২] ॥
সকল সমাহিঅ[৩] কাহি করিঅই
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই ॥ধ্রু ॥
এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস
সুনুপাখ ভিড়ি[৪] লাহু রে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে[৫] দিঠা
ধমণ[৬] চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা[৭] ॥ ধ্রু ॥

১. 'দিট' মূল ও বৃত্তি। বৃত্তি ("দৃঢ়ং যথা ভবতি") ও অর্থ অনুসারে 'দিঢ়'। ২. বৃত্তি অনুসারে এখানে এবং দুইটি ছাড়া অপরত্র দ্বিতীয় পদই ধ্রুবপদ। মূলের পুথিতে সব পদই ফিরিয়া গাওয়া হইত বলিয়া "ধ্রু" লেখা আছে। ৩. 'সহিঅ' মূল, 'সমাহি' বৃত্তি। ৪. 'ভিতি' মূল, বৃত্তিও তাই ("সমীপং"), অর্থ ও ইডিয়ম অনুসারে 'ভিড়ি'। ৫. বৃত্তি অনুসারে ("ধ্যানবশেন") 'ঝাণে'। ৬. 'ধবন' বৃত্তি। ৭. 'বইণ' মূল। মিলের খাতিরে এবং অর্থ ও বৃত্তি অনুসারে ("উপবিষ্টঃ সন্") 'বইঠা'।

২

কুক্কুরীপাদ

রাগ গবড়া[১]

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥ধ্রু॥
আঙ্গণ[২] ঘরপণ[৩] সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরি[৪] নিল অধরাতী ॥ধ্রু॥
সসুরা[৫] নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ধ্রু॥

১. 'গউড়া'। ২. 'অঙ্গন' বৃত্তি। ৩. 'ঘরয়ণ' প্রতিলিপি, 'ঘর আন' বৃত্তি অনুসারে। ৪. 'চৌরেঁ' (বৃত্তি "চৌরেণ")। ৫. 'সুসুরা' মূল, 'সসুরা' বৃত্তি।

১

লুই

কায়বৃক্ষ ও যোগপীঠ চর্যা

কায়া তরুবর, পাঁচটি ডাল,
চঞ্চল চিত্তে কাল[1] প্রবিষ্ট।
দৃঢ় করিয়া মহাসুখ প্রমাণ কর।
লুই ভনে—গুরুকে পুছিয়া জান।
সকল সমাধিতে কি করে,
সুখ দুঃখে নিশ্চিত মরে।
এড়ানো হোক ছন্দের বন্ধ ইন্দ্রিয়ের পটুতার আশা,
শূন্যতা-পাখা পাশে চাপিয়া ধর।
লুই ভনে—আমি সংজ্ঞায়[2] দেখিয়াছি,
পূরক রেচক দুই আসন করিয়া বসিয়াছি॥

১. অর্থাৎ কাল-পেঁচা। ২. অথবা ধ্যানে।

২

কুক্কুরীপাদ-শিষ্য

নিষ্প্রপঞ্চ চর্যা

কাছিম দুহিয়া কেঁড়ে ধরিতেছে না,
গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।
উঠানে গৃহব্যবহার, শুন ওগো বধূ।
কন্যাপট চোরে লইল অর্ধরাত্রে।
শ্বশুর নিদ্রা গেল বউড়ী জাগিয়া।
কন্যাপট চোরে নিল, কোথায় গিয়া খোঁজা যায়।

দিবসই বহুড়ী কাউই[৬] ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসনি[৮] চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ
কোড়ি মঝেঁ[৯] একু হিঅহিঁ[১০] সমাইউ ॥ ধ্রু ॥

৬. 'কাড়ই' মূল, 'কাউই' বৃত্তি অনুসারে ("কায়কালপুরুষায়"; কালপুরুষ = কাক)।
৭. 'অইসন' মূল, 'অইসনি' টীকা। ৮. 'গাইড়' মূল। ৯. 'একুড়ি অহি' মূল।
১০. 'সনাইড়' মূল।

৩

"বিরুআ"

রাগ গবড়া[১]

এক সে শুণ্ডিনী[১] দুই ঘরে সান্ধঅ
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ ধ্রু ॥
সহজে থির করী বারুণী বান্ধ[২]
জে অজরামর হোই দিঢ়[৩] কান্ধ[৪] ॥ ধ্রু ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥ ধ্রু ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত[৫] পসারা
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥ ধ্রু ॥[৬]
এক ঘডুলী[৭] সরুই নাল
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥ ধ্রু ॥

১. 'শুণ্ডিনিনী' মূল, 'শুণ্ডিনী' বৃত্তি। ২. 'সান্ধে' মূল, 'বান্ধ' বৃত্তি ("বন্ধনং কৃত্বা")।
৩. 'দিট' মূল, 'দিঢ়' বৃত্তি অনুসারে ("দৃঢ়স্কন্ধং-যথা লভসে")। ৪. 'কান্ধঃ' মূল।
৫. 'দেত' প্রতিলিপি, 'দেট' মূল। ৬. এই পদটি মুনিদত্ত ব্যাখ্যা করেন নাই
"চতুর্থোপদেশমাহ এক ঘড়ুলী ইত্যাদি" উক্তি হইতে মনে হয় মুনিদত্ত যে মূল পাইয়াছিলেন
তাহাতে এই দুই ছত্র ছিল না। ৭. 'স ডুলী' মূল, 'ঘডুলী' বৃত্তিতে উদ্ধৃত মূল
(ব্যাখ্যায় "ঘটী")।

দিবসে বউড়ী কাকের ভয়ে ভীত,
রাতি হইলে কাঁউর যায়।
এমনি চর্যা কুক্কুরীপাদের দ্বারা গীত হইল,
কোটি-মাঝে একটি হৃদয়ে প্রবেশ করিল ॥

৩

বিরুআ-শিষ্য

শুঁড়ি-বাড়ি চর্যা

এক সে শুঁড়িনী দুই ঘরে সাঁধায়
চিয়ান বাকড়ে বারুণী বাঁধে[1]।
সহজকে স্থির করিয়া বারুণী বাঁধ[2]
যেন অজরামর দৃঢ়স্কন্ধ হইতে পার।
দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখিয়া
আসিল গ্রাহক আপনি বহিয়া।
চৌষট্টি ঘড়ায়[3] পসরা দেওয়া আছে।
ঢুকিল গ্রাহক, নাই নিষ্ক্রমণ।
একটি ছোট ঘড়া, সরু নল।
বিরুআ ভনেন—স্থির করিয়া চালাও ॥

১. অর্থাৎ মদ চোলাই করে। ২. অর্থাৎ মদ চোলাই কর। ৩. অথবা চৌষট্টি ঘণ্টা ধরিয়া।

৪

গুড়রী[১]

রাগ অরু

তিঅড়া[২] চাপী জোইনি দে[৩] অঙ্কবালী
কমল-কুলিশ ঘাণ্টে[৪] করহুঁ বিআলী ॥ধ্রু॥
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ধ্রু॥
খেঁপহু[৫] জোইনি লেপ ন[৬] জায়
মণিকুলে[৭] বহিআ ওড়িআণে সমাঅ[৮] ॥ধ্রু॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল
চান্দসুজ বেনি পখা ফাল ॥ধ্রু॥
ভণই গুডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা
নরঅ নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥ধ্রু॥

১. 'গুডরী' মূল, 'গুণ্ডরী' ও 'গুড্ডরী' বৃত্তি। ২. 'তিঅড্ডা' মূল, 'তিয়ড়া' বৃত্তি। ৩. 'দেই' বৃত্তি অনুসারে ("দদাতি")। ৪. 'ঘাণ্ট' মূল, 'ঘাণ্টে' প্রতিলিপি এবং বৃত্তি অনুসারে ("সম্যক্‌কুলিশাব্‌জঘণ্টৌ")। ৫. 'খেঁপহু' মূল, 'খেপ[হু]' বৃত্তি। ৬. 'লেপন জায়' বৃত্তি অনুসারে ("মোহমলাবলিপ্তা ভবতি")। ৭. 'মণিকুলে' মূল, 'মণিমূলে' বৃত্তি অনুসারে ("মণিমূলাদূর্ধ্বং")। ৮. 'সগাঅ' মূল, 'সমাঅ' বৃত্তি অনুসারে ("মহাসুখচক্রে-অন্তর্ভবতি")।

৫

"চাটিল"[১]

রাগ গুঞ্জরী

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ধ্রু॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই[২]
পারগামি-লোঅ নিভর তরই ॥ধ্রু॥

১. 'চাটিল' মূল, 'চাটিল্ল' ও 'চাটিল' বৃত্তি। ২. 'গটই' মূল, 'গঢ়ই' প্রতিলিপি, 'গঢ়ই' বৃত্তি অনুসারে ("ঘটয়তি")।

৪

গুডরী

যুগনদ্ধ হেরুক চর্যা

তিউড়ি[1] চাপিয়া, যোগিনী, আলিঙ্গন দে।
পদ্ম-বজ্রের ঘাঁটে বিকাল করিব।
যোগিনী, তুই বিনা ক্ষণমাত্র বাঁচি না।
তোর মুখ চুমিয়া কমলরস পান করি।
ক্ষেপ হইতে, যোগিনী, লেপা যায় না,[2]
মণিকূলে বহিয়া ওড়িআনে প্রবেশ করে।
শ্বাস-ঘরে[3] চাবি-তালা পড়িল।
চাঁদ-সূর্য দুই পাখা মেলা হইল।
গুডরী ভনে—আমি সুরতে বীর,
নর-নারী মাঝে নেত[4] তোলা হইল॥

১. অর্থাৎ জঘন অথবা মেখলা। ২. অথবা লেপা যায়। ৩. অথবা শ্বাশুড়ীর ঘরে। ৪. অর্থাৎ পতাকা।

৫

চাটিলশিষ্য

নদী-সাঁকো চর্যা

ভবনদী গহন গম্ভীর, বেগে প্রবাহিত।
দুইধারে কাদা, মাঝে নাই থই।
ধর্মের তরে চাটিল সাঁকো গড়িয়াছে,
পারগামী লোক নির্ভরে তরে।

ফাড়িঅ[৩] মোহতরু পটি[৪] জোড়িঅ
আদঅ দিঢ়ি[৫] টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ[৬] ॥ধ্রু॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী
নিয়ড্‌ডী[৭] বোহি দূর মা[৮] জাহী ॥ধ্রু॥
জই তুমহে লোঅ হে হোইব পারগামী
পুচ্ছতু[৯] চাটিল অনুত্তরসামী ॥

৩. 'ফাড্‌ডিঅ' মূল, 'ফাড়িঅ' বৃত্তি। ৪. 'পাটি' বৃত্তি অনুসারে ("পাটকেন সহ")। ৫. 'দিটি' মূল, 'দিঢ়ি' বৃত্তি অনুসারে ("দৃঢ়ং")। ৬. 'কোহিঅ' মূল, 'কোড়িঅ' অর্থ এবং বৃত্তি অনুসারে ("দৃঢ়ং করোতি")। ৭. "নিয়ড়ী" বৃত্তি অনুসারে ("অতীব সন্নিহিতা")। ৮. 'ম' মূল, 'মা' বৃত্তি। ৯. 'পুচ্ছতু' মূল, 'পুচ্ছহ' বৃত্তি অনুসারে ("পৃচ্ছথ")।

৬

ভুসুকু

রাগ পটমঞ্জরী

কাহেরে[১] ঘিনি মেলি অচ্ছহু[২] কীস
বেঢ়িল[৩] হাক পড়অ চৌদীস ॥ধ্রু॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু[৪] অহেরি ॥ধ্রু॥
তিণ ন চ্ছুপই[৫] হরিণা পিবই ন পাণী
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥ধ্রু॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥ধ্রু॥
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ ॥ধ্রু॥

১. 'কাহেরি' মূল, 'কাহের' বৃত্তি। ২. 'আচ্ছহুঁ' বৃত্তি অনুসারে ("স্থিতোঽহম্")। ৩. 'বেটিল' মূল, 'বেঢ়িল' বৃত্তি অনুসারে ("আবেষ্টিতঃ")। ৪. 'ভুকু' মূল, 'ভুসুকু' বৃত্তি। ৫. 'চ্ছুপই' মূল, 'খণ্ডই' বৃত্তি। ৬. 'তরংগতে' বৃত্তি।

ফাড়া হইয়াছে মোহতরু, পাটি হইয়াছে জোড়া,
অদ্বয় (জ্ঞান রূপ) দৃঢ় টাঙ্গি নির্বাণ নিমিত্ত দৃঢ় সন্নিবিষ্ট।
সাঁকোয় চড়িলে ডাহিন বাম হইও না,
নিকটেই বোধি দূরে যাইও না।
যদি তোমরা, হে লোক, পারগামী হইবে
(তবে) জিজ্ঞাসা কর[১] শ্রেষ্ঠ সাঁই চাটিলকে॥

১. অথবা জিজ্ঞাসা করা হউক।

৬

ভুসুকু

হরিণ-আখটি চর্যা

কাহারে লইয়া ছাড়িয়া আছ[১] কিসে,
বেড়া হাঁক পড়িতেছে চৌদিশে।
আপনার মাংসে হরিণ (আপনার) বৈরী।
ক্ষণমাত্র ছাড়ে না ভুসুকু শিকারী।
হরিণ ঘাস ছোঁয় না[২] জল খায় না,
হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না।
হরিণী বলে হরিণকে—ও ফেরারী,[৩] তুই শোন,
এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত[৪] হও।
তরঙ্গে (তরঙ্গে)[৫] হরিণের খুর দেখা যায় না।
ভুসুকু ভনে—মূঢ়ের হৃদয়ে (ইহার মর্ম) পশে না॥

১. বৃত্তি অনুসারে 'আছি'। ২. বৃত্তি অনুসারে '(দাঁতে) কাটে না'। ৩. বৃত্তিতে পাঠ-বিপর্যয় আছে। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে "অতৃণ" অর্থাৎ অনাহারী। সংস্কৃত কোষগ্রন্থে 'হরিক' শব্দের অর্থ চোর ও জুয়াড়ি। ৪. অর্থাৎ দূরগত। ৫. অর্থাৎ লাফে লাফে।

৭

কাহ্ন

রাগ পটমঞ্জরী

আলিএঁ[1] কালিএঁ বাট রুন্ধেলা[2]
তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহিঁ গই[3] করিব নিবাস
জো মনগোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না[4]
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা[5]
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা[6] ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মো- হিঅহি ণ পইসই[7] ॥ধ্রু॥

১. 'অলিএঁ' মূল, 'আলি' বৃত্তি। ২. 'বাটএ রুন্ধেলা' মূল। ৩. 'কহিঁব গই' মূল। ৪. 'তিনি অভিন্না' বৃত্তি অনুসারে ("ভেদোপলব্ধিলক্ষণং নাস্তি")। ৫. ='গইলা' ছন্দ অনুরোধে। ৬. 'ভইঈলা' মূল। ৭. 'পইট্‌ঠই' ছন্দ অনুরোধে।

৮

কামলি[1]

রাগ দেবক্রী

সোনে ভরিলী[2] করুণা নাবী
রূপা থোই নাহি কে[3] ঠাবী ॥ধ্রু॥
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ
গেলী জাম বহুড়ই[4] কইসেঁ ॥ধ্রু॥
খুণ্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি
বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ॥ধ্রু॥
মাঙ্গত চঢ়িলে[5] চউদিস চাহঅ
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥ধ্রু॥
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা[6]
বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা ॥ধ্রু॥

১. 'কামলি' মূল, 'কম্বলাম্বরপাদ' বৃত্তি। ২. 'ভরিতী' মূল, 'ভরিলী' প্রতিলিপি। ৩. 'মহিকে' মূল, 'নাহি কে' বৃত্তি অনুসারে ("স্থানভেদং নাস্তি")। ৪. 'বহুউই' মূল, 'বহুড়ই' প্রতিলিপি। ৫. 'চন্‌হিলে' মূল, 'চঢ়িলে' প্রতিলিপি। ৬. = মাঙ্গা।

৭

কাহ্নু

বাটপাড় চর্যা

আলি-কালিতে[১] পথ রোধ করিল,
তা দেখিয়া কাহ্নু বিমন হইল।
কাহ্নু কোথায় গিয়া নিবাস করিবে,
যে মনগোচর সে উদাস।
তাহারা তিন, তাহারা তিন, তিন অভিন্ন।
কাহ্নু ভনে—ভব বিনষ্ট (হইল)।
যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা গেল,
আনাগোনায় কাহ্নু বিমন হইল।
এই সে, কাহ্নি, নিকটে জিনপুর রহিয়াছে।
কাহ্নু ভনে—মোর হৃদয়ে পশে না॥

১. 'আলি' অকারাদি স্বর, 'কালি' ককারাদি ব্যঞ্জন। এখানে পারিভাষিক অর্থে "লোকজ্ঞান" ও "লোকাভাস"।

৮

কামলি

নৌবাণিজ্য চর্যা

সোনায় ভরা করুণা নৌকা,
রূপা থুইতে নাহি কোন ঠাঁই।
বাহ তুই, কামলি, গগন-উদ্দেশে।
গত জন্ম ঘুরিয়া আসে কি করিয়া।
খুঁটি উপড়ান হইল, কাছি ছাড়া হইল,
বাহ তুই, কামলি, সদ্‌গুরুকে পুছিয়া।
মাঙ্গে[১] চড়িলে চৌদিকে চায়,
কেরোয়াল[২] নাই, কে কি করিয়া বাহিতে পারে।
বাম ডাহিন চাপিয়া, মিলিয়া মিলিয়া মাঙ্গে,
বাটে মিলিল মহাসুখসঙ্গ॥

১. অর্থাৎ পিছনে। ২. অর্থাৎ হাল।

৯

কাহ্ন

রাগ পটমঞ্জরী

এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ[১]
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িঅ[২] ॥ধ্রু॥
কাহ্ন[৩] বিলসই আসবমাতা
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ধ্রু॥
জিম জিম করিয়া[৪] করিণিরেঁ[৫] রিসঅ
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ ॥ধ্রু॥
ছড়গই[৬] সঅল সহাবে সূধ
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ধ্রু॥
দশবর[৭] রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ
বিত্যাকরি[৮] দমকুঁ[৯] অকিলেসেঁ[১০] ॥ধ্রু॥

১. 'মোড্ডিউ' মূল, 'মোড়িঅ' প্রতিলিপি। ২. 'তোড়িউ' মূল, 'তোড়িঅ' বৃত্তি। ৩. 'কাহ্নু' মূল, 'কাহ্ন' প্রতিলিপি। ৪. 'করিণা' মূল, 'করিয়া' প্রতিলিপি। ৫. 'করিণিরেঁ' মূল, 'করিণিতেঁ' প্রতিলিপি। ৬. 'ছড়িগই' বৃত্তি। ৭. 'দশবল' মূল, 'দশবর' প্রতিলিপি, এবং বৃত্তি অনুসারে ("দশবলবৈশারদ্যাদিগুণযুক্ততথতারত্নং")। ৮. 'অবিত্যাকরি' বৃত্তি অনুসারে। ৯. ='দমনকুরু'। "মদনং (=দমনং) কুরু" বৃত্তি। ১০. 'অহিনেসে' প্রতিলিপি। "অনাসঙ্গেন" বৃত্তি।

১০

কাহ্ন

রাগ দেশাখ

নগর[১] বাহিরেঁ[২] ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছোই[৩] যাইসি[৪] বাহ্ম[৫] নাড়িআ ॥ধ্রু॥
আলো[৬] ডোম্বি তোএ সম করিবে[৭] ম[৮] সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ[৯] ॥ধ্রু॥

১. 'নগরিকা' বৃত্তি। ২. 'বারিহিরেঁ' মূল, 'বাহিরেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("তস্য বাহ্যে")। ৩. ='ছোই ছোই' (বৃত্তি "স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা")। ৪. 'যাইসি' বৃত্তি অনুসারে ("গচ্ছসি"); 'যাইসো' মূল। ৫. 'ব্রহ্মণ' বৃত্তি। ৬. 'অলো' বৃত্তি। ৭. ='করিব'। ৮. ='মো'। ৯. 'লাগ' মূল, 'লাঙ্গ' বৃত্তি অনুসারে ("লজ্জাদিদোষরহিতঃ")

৯

কাহ্ন

মত্তমাতঙ্গ চর্যা

দৃঢ় বন্ধনস্তম্ভ এবংকার[১] ভাঙ্গিয়া
বিবিধ ব্যাপক বন্ধন তুড়িয়া
আসবমত্ত কাহ্ন বিলাস করে,
সহজ-নলিনীবনে পশিয়া শান্ত হয়।
যেমন যেমন করী করিণীতে প্রেমাসক্ত হয়
তেমনি তেমনি মদকল[২] তথতা[৩] বর্ষণ করে।
ষড়্‌গতিতে (সে) সকল স্বভাবে শুদ্ধ,
ভাব-অভাবে কেশাগ্রও ক্ষুব্ধ নয়।
দশ বররত্ন হৃত হইয়াছে দশদিকে
বিদ্যা-করীকে অক্লেশে দমনের নিমিত্ত[৪] ॥

১. দিবারাত্রিজ্ঞান অর্থাৎ কালবোধ। ২. অথাৎ মদস্রাবী করী। ৩. নিজ সত্য স্বভাব। ৪. অথবা (বৃত্তি অনুসারে) বিদ্যাকরীকে অনাসঙ্গের দ্বারা দমন কর।

১০

কাহ্ন

অন্ত্যজ ডোম্বী চর্যা

নগর বাহিরে, ডোমনী, তোর কুড়ে,
ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইস নেড়া বামুনকে[১]।
ওলো ডোমনী, তোর সঙ্গে করিব আমি সাঙ্গা,
(আমি) কাহ্ন কাবাড়ি যোগী লাঙ্গা।

১. অর্থাৎ অতিশুদ্ধচারী ব্রহ্মচারীকে।

এক সো[১০] পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
তাহঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ।।ধ্রু।।
হালো[১১] ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে
অইসসি[১২] জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ।।ধ্রু।।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা[১৩]
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া[১৪] ।।ধ্রু।।
তু লো[১৫] ডোম্বী হাউঁ[১৬] কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ।।ধ্রু।।
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ।।ধ্রু।।

১০. 'একসো' মূল, 'এক সো' বৃত্তি। ১১. 'হঞ্জু লো' বৃত্তি। ১২. = 'আইসসি'। ১৩. 'চাঙ্গিতম্' বৃত্তি। 'চাঙ্গড়া'। ১৪. 'নড়এট্টা' মূল, 'নড়এড়া' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("নটবৎ সংসারপেটকং")। ১৫. 'তুল' বৃত্তি। ১৬. 'হউঁ' বৃত্তি।

১১ (ক)

লাড়ী ডোম্বীপাদ

সূন ·········

মূল চর্যাগীতিকোষের পুথিতে এইখানে লাড়ী ডোম্বীপাদের একটি চর্যাগীতি ছিল। মুনিদত্ত সে চর্যাটির ব্যাখ্যা করেন নাই। সেইজন্য পুথিলেখক দশম চর্যার ব্যাখ্যার শেষে চর্যাটি উদ্ধৃত না করিয়া শুধু লিখিয়াছেন "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সূনেত্যাদি। চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" তিব্বতী অনুবাদ মুনিদত্তের পুথি-আশ্রিত বলিয়া সেখানেও চর্যাগীতিটির অনুবাদ নাই।

১১ (ক)

কাহ্ন

রাগ পটমঞ্জরী

নাড়ি শক্তি দিট[১] ধরিঅ খট্টে[২]
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে[৩]। ধ্রু।
কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে
দেহ-নঅরী বিহরএ একাকারেঁ[৪] ।।ধ্রু।।

১. = 'দিঢ়'। ২. = 'খাটে'। ৩. = 'বীরনাটে'। ৪. 'একারেঁ' মূল 'একাকারেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("একাকারতয়া")।

এক সেই পদ্ম, চৌষট্টি পাপড়ি,
তাতে চড়িয়া নাচে ডোমনী (ও) বাপুড়ী[২]।
ওলো ডোমনী, তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করি,—
আসিস যাইস, ডোমিনী, কাহার নায়ে।
তাঁত বেচে ডোমনী আর না[৩] চাঙ্গারি।
তোর তরে ছাড়া হইল নট-সজ্জা।
তুই লো ডোমনী, আমি কাবাড়ি,
তোর তরে আমি ছাড়িলাম হাড়ের মালা।
সরোবর ভাঁজিয়া ডোমনী খায় মৃণাল।
মারি ডোমনীকে, লই প্রাণ ॥

২. অর্থাৎ বেচারা কাবাড়ি। ৩. বৃত্তি অনুসারে, আর [বেচে] না।

১১

কাহ্ন

ডোম্বী-হেরুক চর্যা

নাড়ি শক্তি দৃঢ় ধরা হইল খাটে[১]।
অনাহত ডমরু বাজিতেছে ধীরনাদে[২]।
কাহ্ন কাবাড়ি যোগী লাগিয়াছে পর্যটনে,
দেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে একাকারে।

১. অর্থাৎ পর্যঙ্কবন্ধে। ২. অথবা বীরনাটে।

আলি-কালি ঘণ্টা-নেউর চরণে
রবি-শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ধ্রু॥
রাগ দ্বেষ[৫] মোহ লাইঅ ছার
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার ॥ধ্রু॥
মারিঅ[৬] শাসু নণন্দ ঘরে শালী
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ধ্রু॥

৫. 'দেশ' মূল, 'দ্বেষ' বৃত্তি। ৬, 'মারি' বৃত্তি।

১২

কাহ্ন

ভৈরবী

করুণা পিড়ি[১] খেলহুঁ নঅ-বল
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল ॥ধ্রু॥
ফীটউ[২] দুআ মাদেসিরে ঠাকুর[৭]
উআরি[৩] উএস কাহ্নু ণিঅড় জিনউর[৪] ॥ধ্রু॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়িইউ
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ[৫] ॥ধ্রু॥
মতিএঁ[৬] ঠাকুরক[৭] পরিনিবিত্তা[৮]
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ধ্রু॥
ভণই কাহ্নু আহ্মে ভলি দায়[৯] দেহুঁ[১০]
চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুণিয়া লেহুঁ ॥ধ্রু॥

১. 'পিহাড়ি' মূল, 'পিড়ি' বৃত্তি। ২. 'কীটউ' প্রতিলিপি। ৩. 'তআরি' মূল, 'উআরি' বৃত্তি অনুসারে ("উপকারিকোপদেশেন")। ৪. 'জিনবর' বা 'জিনঅর' বৃত্তি অনুসারে। ৫. 'ঘোলিউ' মূল, 'ঘালিউ' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("প্রহাত্য")। ৬. 'মুত্তিএ' প্রতিলিপি। ৭. 'ঠকুর' বৃত্তি অনুসারে। ৮. ='পরিনিবিতা'। ৯. 'দাহ' মূল, 'দায়' বৃত্তি। ১০. 'দেউঁ' প্রতিলিপি।

আলি-কালি[৩] চরণে ঘণ্টানূপুর,
রবি-শশী করা হইয়াছে কুণ্ডল-আভরণ।
রাগ-দ্বেষ-মোহ ছাই নেওয়া হইল,
পরম মোক্ষ নেয় মুক্তাহার (রূপে)।
শাশুড়ী-ননদ-শালীদিগকে মারা হইল,
মায়া[৪] মারিয়া কাহ্নু কাবাড়ি হইল ॥

৩. অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকাভাস। ৪. অর্থাৎ মায়া ভার্যাকে অথবা মাকে।

১২

কাহ্নু

নয়বল চর্যা

করুণা-পিঁড়িতে নয়বল[১] খেলি।
সদ্‌গুরু-বোধে ভববল[২] জয় করা হইল।
দুয়া সরানো গেল, মিলিস রে ঠাকুরকে,[৩]
উপকারিকা-উপদেশে,[৪] নিকটে জিনপুর[৫]।
প্রথমে তুড়িয়া বড়ে মারা হইল,
গজবরের দ্বারা তুলিয়া পাঁচজনকে ঘাল করা হইল।
মন্ত্রী হইতে[৬] ঠাকুরের পরিনির্বৃতি,[৭]
অবশ করিয়া ভববল জয় করা হইল।
কাহ্নু ভনে—আমি ভাল দান দিই,
চৌষট্টি কোঠা গুণিয়া নিই ॥

১. অর্থাৎ চতুরঙ্গ বা দাবা। ২. অর্থাৎ সংসারশক্তি। ৩. অর্থাৎ রাজাকে। ৪. অর্থাৎ চেড়ীর উপদেশে, অথবা রাজশিবিরের উদ্দেশে। ৫. অর্থাৎ লক্ষ্য স্থান। ৬. অথবা, বুদ্ধির দ্বারা (বৃত্তি)। ৭. অর্থাৎ নিস্তার বা নির্বাণ।

১৩

কাহ্ন

রাগ কামোদ

তিশরণ[১] ণাবী কিঅ অঠকমারী[২]
নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী[৩] ।।ধ্রু।।
তরিত্তা[৪] ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইনা
মঝ বেণী তরঙ্গ ম[৫] মুনিআ ।।ধ্রু।।
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ।।ধ্রু।।
গন্ধ পরস রস[৬] জইসোঁ তইসোঁ।
নিন্দ বিহুনে সুইনা জইসো ।।ধ্রু।।
চিঅ কণ্ণহার সুণত-মাঙ্গে[৭]
চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে[৮] ।।ধ্রু।।

১. ‘তিরাচন’ প্রতিলিপি। ২. ‘অঠকমারী’ মূল, ‘অঠকুমারী’ বৃত্তি। ৩. ‘শূনমেহেরী’ মূল। ৪. ‘তরিত্তা’ মূল ও বৃত্তি, ‘তরিতা’ প্রতিলিপি। ৫. ‘তরঙ্গম’ মূল, ‘তরঙ্গ ম (=মো)’ বৃত্তি অনুসারে (“তরঙ্গং · ভুক্তং ময়েতি”)। ৬. ‘পরসর’ মূল, ‘পরস রস’ বৃত্তি অনুসারে (“গন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ং”)। ৭. ‘মাঙ্গ’ প্রতিলিপি। ৮. ‘সাঙ্গ’ প্রতিলিপি।

১৪

“ডোম্বী”[১]

ধনসী রাগ

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে[২] বহই নাঈ[৩]
তহি[৪] বুড়িলী[৫] মাতঙ্গী যোইআ[৬] লীলে পার করেই ।। ধ্রু ।।
বাহ তু[৭] ডোম্বী বাহ লো[৮] ডোম্বী বাটত ভইল উছারা
সদ্‌গুরু পাঅপএঁ[৯] জাইব পুণু জিণউরা ।।ধ্রু।।
পাঞ্চ[১০] কেড়ুআল পডন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী
গঅণ-দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি ।। ধ্রু ।।

১. ভনিতা নাই। “সিদ্ধাচার্য্যা হি ডোম্বী” বৃত্তি। ২. ‘মাঝেরে’। ৩. ‘বহই’ ক্রিয়াপদের অর্থ অনুসারে ‘নঈ’ হইবে। ৪. ‘তহি’ প্রতিলিপি। ৫. ‘বুড়িলী’ মূল, ‘চুড়িলী’ প্রতিলিপি। ৬. ‘পোইআ’ মূল, ‘যোইআ’ প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে (“যোগীন্দ্র”)। ৭. ‘বাহতু’ মূল। ৮. ‘বাহলো’ মূল। ৯. ‘পাঅপএে’ মূল, ‘পাঅপএ প্রতিলিপি। ১০. ‘পাঞ্চ’ মূল, ‘পঞ্চ’ বৃত্তি।

১৩

কাহ্ন

নৌযাত্রা চর্যা

ত্রিশরণ[১] হইল নৌকা, আট কামরা,
নিজ দেহ করুণা,[২] শূন্য[৩] অন্তঃপুর।
তীর্ণ হইল ভবজলধি যেমন করিয়া মায়া-স্বপ্ন।
মাঝ-নৌকায় তরঙ্গ আমি টের পাইলাম।
পঞ্চ-তথাগত কেরোয়াল করা হইল।
বেচারা কাহ্ন, কায়-নৌকা বাও মায়াজাল (এড়াইয়া)।
গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমন,
নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন।
চিত্ত কর্ণধার (আছে) শূন্যতা রূপ পাছ-গলুইয়ে।
কাহ্ন চলিল মহাসুখের সাঙ্গায় ॥

১. 'ত্রিশরণ' হইতেছে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ—বৌদ্ধমতের এই তিন পরম ইষ্ট।
২. অর্থাৎ বোধিচিত্ত বা ভগবান্। ৩. অর্থাৎ মহাসুখ বা ভগবতী।

১৪

"ডোম্বী"

নৌবাহিকা ডোম্বী চর্যা

গঙ্গা-যমুনা মাঝে ওরে বাওয়া হয় নৌকা,[১]
তাহাতে জলমগ্না[২] মাতঙ্গী যোগীকে লীলায় পার করে।
বাও তুই ডোমনী, বাও ওলো ডোমনী, পথে হইল বেলা।
সদ্‌গুরু-পাদ নির্দেশে যে যাইতে হইবে জিনপুর।
পাঁচ বৈঠা পড়িতেছে, গলুইয়ে পিঁড়া কাছি বাঁধা।
গগন-রূপ সেঁউতিতে সেঁচ দাও, (যেন)
জোড়ার ফাঁকে জল না ঢোকে।

১. অথবা নদী বয় (পাঠ 'বহই নঈ')। ২. অথবা চড়িয়া।

চান্দ[1] সূজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা
বাম দাহিন দুই মাগ ন রেবই বাহ-তু ছন্দা ॥ধ্রু॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই
জো রথে চড়িলা বহিবা ন[2] জাই[3] কুলে কুল বুড়ই[4] ॥ধ্রু॥

১. 'চন্দ' মূল, 'চান্দ' বৃত্তি। ২. 'বাহবান' মূল, 'বহিবাণ' বৃত্তি অনুসারে ("বহিঃ-শাস্ত্রাভিমানিনঃ")। ৩. 'জাই' মূল, 'জোই' বৃত্তি অনুসারে ("যোগিনঃ")। ৪. = 'বুলই' বৃত্তি অনুসারে ("ভ্রমন্তি")।

১৫

শান্তি

রাগ রামক্রী

সঅ-সম্বেঅণ[1] সরুঅ বিআরেঁ তে অলক্‌খ লক্‌খণ ন জাই
জে জে উজূবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥ধ্রু॥
কূলেঁ কূল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা
বাল তিলএকু[2] বাক্ক[3] ণ ভূলহ রাজপথ কণ্টারা ॥ধ্রু॥
মাআমোহাসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা ॥ধ্রু॥
সুনা[4] পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে
এথা[5] অট মহাসিদ্ধি সিঝএ উজূবাট জাঅন্তে ॥ধ্রু॥
বাম দাহিন দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাট[6] ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥ধ্রু॥

১. 'সম্বেইণ' বৃত্তি। ২. 'ভিন' মূল, 'তিন' প্রতিলিপি, 'তিল' তিব্বতী অনুবা[দ] অনুসারে। ৩. 'বাকু' মূল, 'বাঙ্গ' প্রতিলিপি। ৪. 'শূন্য' বৃত্তি। ৫. 'এ[থা]' মূল, 'এথা' বৃত্তি অনুসারে ("অত্রৈব")। ৬. 'ঘাস' বৃত্তি অনুসা[রে] ("তৃণকণ্টক")।

চাঁদ-সূর্য তুই চাকা সৃষ্টিসংহার-মাস্তুল[১]।
বাম ডাহিন তুই মার্গ[২] দেখা যায় না, বাও তুই স্বচ্ছন্দে।
কড়ি নেয় না, বুড়ি নেয় না, নির্বিরোধে পার করে।
যে রথে-চড়া (তাহার নৌকা) বাওয়া চলে না,[৩]
সে কুল হইতে কুলে ঘুরিয়া মরে[৪]॥

১. অর্থাৎ পাল কিংবা কাছি মেলিবার ও গুটাইবার চাকা মাস্তুলে লাগানো। ২, গন্তব্য পথ, অথবা গলুই। ৩. বৃত্তি অনুসারে, যে রথে-চড়া বহির্মুখ যোগী। ৪. অথবা ডুবিয়া।

১৫

শান্তি

খজুবর্ত্ম চর্যা

স্বসংবেদন স্বরূপ বিচারেতে অলক্ষ লক্ষণ হয় না।
যাহারা যাহারা সোজা পথে গেল তাহারা ফিরিয়া আসিল না।
কূল হইতে কূলে ঘুরিও না রে মূঢ়, সংসার সোজা পথ।
মূর্খ, তিলেক বাঁকে ভুলিও না, রাজপথ কানাত-ঘেরা।
মায়ামোহসমুদ্রের ওরে অন্ত বুঝিস না থই (ও না)।
আগে নৌকা বা ভেলা দেখা যায় না, ভ্রান্তিবশে নাথকে পুছিস না।
শূন্য প্রান্তরের সীমা দেখা যায় না, (কিন্তু) যাইতে ভুল করিস না।
হেথা অষ্ট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয় সোজা পথে গেলে।
বাম ডাহিন তুই পথ ছাড়িয়া, শান্তি বলিতেছেন সংক্ষেপে,
ঘাট গুল্ম[১] খাদ তড় (কিছুই) নাই, আঁখি বুজিয়া পথ চলা হউক॥

১. অর্থাৎ দান শুল্ক ইত্যাদির জুলুম। অথবা ঘাস কাঁটা-ঝোপ (বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)।

১৬

মহিণ্ডা[১]

রাগ ভৈরবী

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ[২] কসণ ঘণ গাজই
ভা সুনি মার ভয়ঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই[৩] ॥ধ্রু॥
মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ॥ধ্রু॥
পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ[৪] সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা
গঅণ টাকলি[৫] লাগি রে চিত্তা পইঠ ণিবানা ॥ধ্রু॥
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী
পঞ্চ বিষয়রে[৬] নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ॥ধ্রু॥
খররবি-কিরণ-সন্তাপে রে গগনগঙ্গা[৭] গই পইঠা
ভণন্তি মহিণ্ডা[৮] মই এথু বুড়ন্তে[৯] কিম্পি ন দিঠা ॥ধ্রু॥

১. 'মহিত্তা' মূল, 'মহিণ্ডা' প্রতিলিপি, 'মহীধর' বৃত্তি। ২. = 'অণহা' বৃত্তি অনুসারে ("অনাহতম্")। ৩. = 'ভাগই' বৃত্তি অনুসারে ("ভগ্নাঃ")। ৪. = 'তোড়িঅ' বৃত্তি অনুসারে ("খণ্ডয়িত্বা"); দ্রষ্টব্য ৯. ২। ৫. 'টকা' বৃত্তি। ৬. = 'পঞ্চবিষয়ের' (বৃত্তি অনুসারে, "পঞ্চবিষয়াণাং")। ৭. 'গঅণাঙ্গণ' মূল, 'গগনগঙ্গা' বৃত্তি। ৮. 'মহিত্তা' মূল। ৯ = 'বুলন্তে'?

১৭

"বীণা"

রাগ পটমঞ্জরী

সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী[১] চাকি[২] কিঅত অবধূতী ॥ধ্রু॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি-ধনি[৩] বিলসই রুণা ॥ধ্রু॥

১. 'ডাণ্ডি' প্রতিলিপি। ২. 'বাকি' মূল, 'চাকি' বৃত্তি অনুসারে ("বিষয়চক্রী অবধূতিকয়া সহ একীকৃত্য')। ৩. 'শূন্যতাধ্বনি' বৃত্তি।

১৬

মহিণ্ডা-শিষ্য

চিত্তগজেন্দ্র চর্যা

তিন পাটে[১] লাগিল অনাহত (ধ্বনি), কৃষ্ণ মেঘ গর্জন করিল।
তা শুনি ভয়ঙ্কর মার সকল স্বমণ্ডল (সহ) ভাগিল।
মাতাল চিত্তগজেন্দ্র ধায়,
নিরন্তর গগনান্ত তৃষ্ণায় (?) ঘোলায়।
পাপ-পুণ্য দুই শিকল তুড়িয়া আস্থানস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া
অনাহত ধ্বনি লাগিতে ওরে চিত্ত নির্বাণে প্রবিষ্ট হইল।
মহারস পানে মাতাল ওরে ত্রিভুবন সকল উপেক্ষিত হইল।
পঞ্চ বিষয়ের নায়ক, ওরে বিপক্ষ কেউই দেখা গেল না।
খররবি কিরণ সন্তাপে ওরে গগনগঙ্গায় গিয়া প্রবিষ্ট হইল।
মহিণ্ডা ভনেন, আমি হেথায় ডুবিয়া[২] কিছুই দেখি নাই॥

১. "পাটত্রয়ং কায়ানন্দাদিকং" বৃত্তি। ২, অথবা ঘুরিয়া।

১৭

"বীণা"

বুদ্ধনাটক চর্যা

সূর্য (হইল) লাউ, তাঁত লাগিল শশী,
অনাহত (হইল) ডাণ্ডি, অবধূতী করা হইল চাকি।
বাজায়, ওলো সই, হেরুক বীণা,[১]
শূন্যতা-রূপ তন্ত্রীধ্বনি করুণায়[২] ব্যাপ্ত হইতেছে।

১. অথবা (চর্যাকর্তা) বীণায় "হেরুক" এই কথাটি বাজায় (বৃত্তিকার)। ২, অথবা ক্ষীণভাবে।

আলি-কালি বেণি সারি মুণিআ[১]
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ॥ধ্রু॥
জবে করহা করহকলে চাপিউ[২]
বতিশ তান্তি-ধনি[৩] সএল বিআপিউ ॥ধ্রু॥
নাচন্তি বাজিল[৪] গান্তি দেবী[৫]
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই ॥ধ্রু॥

১. 'মুণেআ' মূল, 'মুণেআ' প্রতিলিপি এবং বৃত্তি অনুসারে ("প্রতীত্য")। ২. 'করহক লেপি চিউ' মূল, 'করহকলে চাপিউ' বৃত্তি অনুসারে ("করহকলমিতি করুণাবহতং ফলং বোদ্ধব্যং।… প্রভাস্বরবাহুকেন চাপিতং।") ৩. "ধ্বনিনা" বৃত্তি। ৪. 'বাজিল' মূল ও বৃত্তি ("বজ্রধর-পদেন"), 'রাজিল' প্রতিলিপি ও তিব্বতী অনুবাদ-অনুসারে। ৫. ='দেই' ছন্দের অনুরোধে।

১৮

কাহ্ন

রাগ গউড়া

তিণি ভুঅন মই বাহিঅ হেলেঁ
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ-লীড়েঁ[১] ॥ধ্রু॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরিআলী
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী ॥ধ্রু॥
তঁই-লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ
কাজ ণ[২] কারণ সসহর টালিউ ॥ধ্রু॥
কেহো[৩] কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই
বিদুজণ-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ[৪] ন মেলঈ ॥ধ্রু॥
কাহ্নে গাইউ[৫] কামচণ্ডালী
ডোম্বিত আগলি[৬] নাহি চ্ছিণালী ॥ধ্রু॥

১. ='নীড়ে'; 'লীলেঁ' বৃত্তি। ২. 'কাজণ' মূল। ৩. 'কেহে' মূল, 'কেহো' বৃত্তি। ৪. 'কণ্ঠে' বৃত্তি। ৫. 'গাইতু' মূল, 'গাইউ' প্রতিলিপি এবং বৃত্তি অনুসারে। ৬. 'ডোম্বীতআগলি' মূল, 'ডোম্বীত আগলি' বৃত্তি অনুসারে ("ডোম্বীব্যতিরেকাৎ")।

আলি-কালি দুই সারি[১] মনে করা হইল।
গজবর-সমরস সন্ধি[২] ধরা হইল।
যখন করপার্শ্ব করহকলে[৩] চাপা হয়
(তখন) বত্রিশ তন্ত্রী-ধ্বনিতে সকল ব্যাপ্ত হয়।
নাচেন বজ্রধর[৪] গায়েন দেবী।[৫]
বুদ্ধ-নাটক (এই রকম) বিপরীত হয়॥

১. অথবা আলি-কালি দুইয়ের মধ্যে সার শোনা যায় অ-কার (বৃত্তি অনুসারে)। ২. তাঁতের বা তারের বীণা-যন্ত্রের যে ক্ষুদ্র অংশ দুই বৃহৎ অংশকে যুক্ত করে, অথবা ছড়ি। ৩. একতারার যে অংশ হাতের পাশ দিয়া চাপা হয় সুর খেলাইবার জন্য। ৪. অর্থাৎ ভগবান হেরুক। ৫. অর্থাৎ ভগবতী ডোম্বী।

১৮

কাহ্ন

কামচণ্ডালী চর্যা

তিন ভুবন আমার দ্বারা বাহিত হইল হেলায়,
আমি শুইলাম মহাসুখ নীড়ে[১]।
কিরকম, ওলো ডোমনী, তোর ভাবকালি—
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবাড়ি!
তোর দ্বারা, ওলো ডোমনী, সকল অশুচি হইল—
না কাজ না কারণ শশধর[২] টলানো হইল।
কেহ কেহ তোকে বিরূপ[৩] বলে,
বিদ্বজ্জন-লোক তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে না।
কাহ্নে গাইল কামচণ্ডালী (গীতি);[৪]
ডোমনীর বাড়া ছিনাল নাই॥

১. অথবা লীলায়। ২. অর্থাৎ শুক্র। ৩. অর্থাৎ মন্দ। ৪. অথবা দুই কর্মে চণ্ডালী।

১৯

কাহ্ন

রাগ ভৈরবী

ভবনির্ব্বাণে পড়হ-মাদলা
মন পবন বেণি[১] করণ্ডকশালা ॥ধ্রু॥
জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ ॥ধ্রু॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥ধ্রু॥
অহণিসি[২] সুরঅপসঙ্গে জাঅ
জোইনিজালে রএণি পোহাঅ ॥ধ্রু॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো
খণহ ন ছাড়অ সহজ-উন্মত্তো ॥ধ্রু॥

১. 'বেণি' মূল, 'ঘেণি' বৃত্তি অনুসারে ("গৃহীত্বা")। ২. 'অহিণিসি' মূল, 'অহণিসি' বৃত্তি।

২০

"কুক্কুরীপা"

রাগ পটমঞ্জরী

হাঁউ নিরাসী খমণ সাঙ্গি[১]
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ॥ধ্রু॥
ফিটলেস্থু[২] গো মাএ অন্তউড়ি চাহি
জা এথু চাহমি[৩] সো এথু নাহি ॥ধ্রু॥
পহিল[৪] বিআণ মোর বাসনয়ুড়া
নাড়ি বিআরন্তে সেব বায়ুড়া[৫] ॥ধ্রু॥
জা ণ[৬] জৌবন মোর ভইলেসি[৭] পূরা
মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥ধ্রু॥
ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা
জো এথু বুঝএ[৮] সো এথু বীরা ॥ধ্রু॥

১. 'খমণসাঙ্গি' বৃত্তি অনুসারে ("সর্ব্বশূন্যং মনঃস্বামী") এবং ছন্দ অনুরোধে, 'খমণভতারে' মূল, 'সমনভংতারে' প্রতিলিপি। ২, 'ফেটলিউ' মূল, 'ফিটলেস্থু' বৃত্তি। ৩. 'বাহাম' মূল, 'চাহমি' বৃত্তি অনুসারে ("পশ্যামি")। ৪, 'পহিলে' বৃত্তি। ৫, পরিবর্তিত মূল 'বাসনপূড়', 'বাসনযূড়' মূল, বৃত্তি অনুসারে 'বাসনাপুট'। ৫, 'বায়ুড়া' মূল, 'বাপুড়া' পরিবর্তিত মূল বৃত্তি অনুসারে ("বরাকী")। ৬. 'জাণ' মূল, 'নব' বৃত্তি। ৭. 'ভোর হইলেসি' প্রতিলিপি। ৮. 'বুঝএঁ' মূল, 'বুঝএ', প্রতিলিপি।

১৯

কাহ্ন

ডোম্বীবিবাহ চর্যা

ভব ও নির্ব্বাণ—পড়া ও মাদল,
মন ও পবন[1]—জোড়া[1] ঢোল ও কাঁসি।
জয় জয় দুন্দুভি-শব্দ উচ্ছলিত হইল,
কাহ্ন ডোমনীকে বিবাহ করিতে চলিল।
ডোমনীকে বিবাহ করিয়া জন্ম সফল হইল,[2]
যৌতুক করা হইল অনুত্তর ধর্ম্ম।
অহর্নিশ সুরতপ্রসঙ্গে যায়,
যোগিনীজালে[3] রজনী পোহায়।
ডোমনীর সঙ্গে যে যোগী রত
ক্ষণমাত্রও সহজ-উন্মত্ত (সে ডোমনীকে) ছাড়ে না ॥

১. অথবা মন ও পবন দুইটি। ২. অথবা জন্ম গৃহীত হইল। ৩. অর্থাৎ যোগিনী-সমূহ পরিবৃত হইয়া।

২০

কুক্কুরীপাদ-শিষ্য

দরিদ্র-গর্ভিণী চর্যা

আমি আশাহীনা, স্বামী ক্ষপণক,[1]
আমার প্রেম-সুখ[2] কহন যায় না।
প্রসব করিলাম গো মা, আঁতড়ি খুঁজি।
যা হেথা চাই সে হেথা নাই।
পয়লা বিয়ান[3] মোর বাসনার পুটলি,[4]
নাড়ি খুঁজিতে খুঁজিতে সেও লুপ্ত।
যা নব যৌবন (তা) মোর হইল পূরা,
মূল খন্‌তায় বীজশস্য সংগৃহীত।
ভনেন কুক্কুরীপাদ,—এ সংসার স্থির,
যে এথা বোঝে সে এথা বীর ॥

১. অথবা, শ্রমণ (প্রতিলিপি অনুসারে), শূন্য রূপ মন (বৃত্তিঅনুসারে)। ২. "বিশিষ্ট-সংযোগক্ষরসুখানুভব" বৃত্তি। ৩. অর্থাৎ প্রসব। ৪, অথবা নেকড়ার পুটলি।

২১

ভুসুকু

রাগ বরাড়ী

নিসি[১] অন্ধারী[২] মুসার[৩] চারা
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা ॥ধ্রু॥
মার রে[৪] জোইআ মুসা পবণা
জেঁণ ভুটঅ অবণা-গবণা ॥ধ্রু॥
ভব বিন্দারঅ[৫] মুসা[৬] খণঅ[৭] গাতী[৮]
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী ॥ধ্রু॥
কাল[৯] মুষা উহ ণ[১০] বাণ
গঅণে উঠি করঅ[১১] অমণ ধাণ ॥ধ্রু॥
তব সে[১২] মুষা উঞ্চল-পাঞ্চল
সদগুরু-বোহে করিহ সো নিচ্চল ॥ধ্রু॥
জবেঁ মুষাএর চার[১৪] ভুটঅ
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ধ্রু॥

১. 'নিসিঅ' মূল, 'নিসি' বৃত্তি। ২. 'অন্ধারী' মূল, 'আন্ধীরী' বৃত্তি, 'অচারী' প্রতিলিপি। ৩. 'সুসার' মূল। ৪. 'মাররে' মূল। ৫. 'বিন্দার জ' প্রতিলিপি। ৬. 'মূসার' প্রতিলিপি। ৭. 'বলআ' প্রতিলিপি। ৮. 'গতি' বৃত্তি। ৮. 'কলা' মূল, 'কাল' বৃত্তি। ১০. 'উহণ' মূল, 'উহ ণ' বৃত্তি অনুসারে ("বর্ণোপল- ম্ভোপদেশং ন বিদ্যতে")। ১১. 'চরঅ' মূল, 'করঅ' বৃত্তি অনুসারে ("করোতি")। ১২. 'তবসে' মূল, 'তাব সে' বৃত্তি। ১৩. 'উঞ্চল' মূল, 'হুঞ্চল' প্রতিলিপি। ১৪. 'চা' মূল, 'অচার' বৃত্তি অনুসারে।

২২

সরহ

রাগ গুঞ্জরী

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা ॥ধ্রু॥
অম্তে[১] ন জাণহুঁ[২] অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ধ্রু॥

১. 'অহ্মে' বৃত্তি। ২. 'জাণসুঁ' প্রতিলিপি।

২১

ভুসুকু

মূষিক চর্যা

নিশা আঁধার, মূষিকের চরাই[১]।
অমৃতভক্ষ মূষিক সঞ্চয় করে।
মার রে যোগী পবন-মূষিককে
যেন টুটিয়া যায় (তাহার) আনাগোনা[২]।
ভব-বিদ্ধকারী মূষিক খনন করে ভিত[৩]।
মূষিক চঞ্চল জানিয়া নাশের জন্য স্থিতি (কর)।
কালো মূষিক—(তাহার) না উদ্দেশ না রঙ (দেখা যায়),
গগনে উঠিয়া (সে) করে অমনস্ক ধ্যান[৪]।
ততক্ষণ সে মূষিকের হুড়াহুড়ি
(যতক্ষণ না) সদ্‌গুরুবোধে সে নিশ্চল হইবে।
যখন মূষিকের চরাই টুটে,
ভুসুকু ভনে—তখন বন্ধন খোলে ॥

১. অর্থাৎ আহার অন্বেষণে চরিয়া বেড়ানো। ২. টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ৩. অথবা প্রতিলিপি অনুসারে ("বলয়া গাতী" পাঠ ধরিলে) বলবান্ শরীর। ৪. বৃত্তি অনুসারে ("পরমার্থবোধিচিত্তমধুপানাস্বাদং করোতি") পাঠ হইবে 'অমিঅ পাণ'।

২২

সরহ

অচিন্ত্যধর্ম চর্যা

আপনা (আপনি) ভব-নির্বাণ[১] রচিয়া রচিয়া
মিছাই লোক বদ্ধ করে আপনাকে।
আমরা জানি না—অচিন্ত্য যাহা[২]
জন্ম মরণ ভব (তাহার) কেমনে হয়।

১. অর্থাৎ স্থিতি ও লয়। ২. বৃত্তি অনুসারে অচিন্ত্য যোগী (আমরা।)

জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ[১] ণাহি বিশেসো ॥ধ্রু॥
জা এথু[২] জাম মরণে বি সঙ্কা[৩]
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥ধ্রু॥
জে[৪] সচরাচর তিঅস ভমন্তি
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি ॥ধ্রু॥
জামে কাম কি কামে জাম
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম ॥ধ্রু॥

১. 'সঅলেঁ' প্রতিলিপি। ২. 'জাএথু' মূল। ৩. 'যে যে' বৃত্তি। ৪. 'বিশঙ্কা' প্রতিলিপি, 'বিসঙ্কা' মূল।

২৩

ভুসুকু

রাগ বড়ারী

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি[১] জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা
নলণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমণা ॥ ধ্রু ॥
জীবন্তে ভেলা বিহনি মঅল ণঅলি[২]
হণ বিণু মাঁসে ভূসুকু পদ্মবন পইসহিলি[৩] ॥ ধ্রু ॥
মাআজাল পসরিউ রে[৪] বাধেলি মাআহরিনী
সদগুরু-বোহেঁ বুঝিরে কাসু কহানী[৫] ॥ধ্রু॥
কাএ অপণা ন তুটই মালা বি অহারেই
জাল অকাল বেণি বি লেই ॥
জাল ন সিকল রে হরিণা এক বি বাসই
চঞ্চল চঞ্চল চলি রে সূণ মাঝেঁ সমাই ॥[৬]

১. 'অহেই' মূল। ২. 'ণঅণি' মূল। ৩. 'পইসহিনি' মূল। ৪. 'পসরি উরে' মূল। ৫. 'কদিনি' মূল, 'কহানী' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৬. মূল পুঁথির চারিখানা পাতা লুপ্ত হওয়ায় এই চর্য্যাটির শেষ চারি ছত্র ও টীকা, পরের পদটির মূল ও টীকা, এবং তাহার পরের (২৫) মূল ও টীকার প্রথম অংশ বিনষ্ট হইয়াছে। ছোট হরফের অংশ তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে পরিকল্পিত পাঠ।

যেমন জন্ম মরণও তেমনি,
জীবিত ও মৃতের মধ্যে নাই বিশেষ[১]।
যাহার হেথা জন্ম-মরণেই শঙ্কা
সে করুক রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা।
যাহারা[২] সচরাচর ত্রিদশে[৩] ভ্রমণ করে
তাহারা কোনমতে অজরামর হয় না।
জন্ম হইতে কর্ম কি কর্ম হইতে জন্ম,
সরহ ভনে—অচিন্ত্য সে ধর্ম॥

১. অর্থাৎ পার্থক্য। ২. বৃত্তি অনুসারে যাহারা যাহারা। ৩. অর্থাৎ চরাচর সমেত দেবলোকে, অথবা চরাচর লোক এবং দেবতা।

২৩

ভুসুকু

আখেটিক চর্যা

যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাইবে মারিও পাঁচজনাকে,
নলিনীবনে প্রবেশ করিতে হইও একমন।
জীবন্ত থাকা ছাড়া মরা লইয়া আসিলি।
হানা বিনা মাংসের জন্য ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করিলি।
মায়াজাল প্রসারিত হইল রে, বাঁধা পড়িল মায়াহরিণী।
সদ্‌গুরু-বোধে বোঝা যায় রে কাহার কি কাহিনী।
কায়ে আত্মার বর্জ্জন নাই, মালাও সংগ্রহ করে
কাল অকাল দুই লইয়া।
জাল শৃঙ্খল নাই, হরিণ জাল একটি বাসনা করে।
চঞ্চল গতিতে চলিয়া শূন্য মধ্যে লীন হয়॥[১]

১. ছোট হরফের অংশ তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

২৪

কাহ্ন

রাগ ইন্দ্রতাল

জইসে চান্দ উইআ হোই
চিঅরাজ তইসে সোহিঅই।
মোহমল গুরু-উএসে জাই
আঅত্তন ইন্দী গঅন সমাই।
খসম-বীঅ জা খসমে জাই
নিঅ রূখহু তিহুঅন ছাঅ বিছাই।
সূজ উএলা জিম রাতি পোহাই
ভবসমুদা মোহ তিম অবসরি জাই।
হংস-রাঅ জিম পানী লেই
ভব অহারি এহু কাহ্নেঁ গাই[1]॥

১. তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে পরিকল্পিত পাঠ।

২৫

তান্তি

ধামহু পইঠা বাজঠাবি কহেই
কাল পাঞ্চ তান্তে সূধ কট বঅই॥
হাঁউ সে তান্তি সূতা অপনা
অপনে সূতের লক্‌খন ন জানা॥
অধউঠ হাথ বেম পসরিউ ভুঅনেঁ
গঅন পূরিল এহু কট বঅনে॥[1]

১. ছোট হরফে মুদ্রিত অংশ তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে পরিকল্পিত পাঠ।

২৪

কাহ্ন

রাজহংস চর্যা

যেমন চাঁদ উদিত হয়
তখন চিত্তরাজ শোভা পায়।
মোহমল গুরু-উপদেশে যায়,
আয়তন ইন্দ্রিয় গগনে প্রবেশ করে।
খসম-বীজ যাহা খসমে যায়,
নিজ বৃক্ষ হইতে ত্রিভুবনে ছায়া বিস্তার করে
যেমন সূর্য উঠিলে রাত্রি পোহায়,
ভবসমুদ্রের মোহ তেমনি অপসৃত হয়।
যেমন রাজহংস জল নেয় না,
(তেমনি) ভব সংগৃহীত হয়,—কাহ্ন কহে ॥[১]

১. তিব্বতী-অনুবাদ অবলম্বনে পরিকল্পিত।

২৫

"তান্তি"

কটবয়ন চর্যা[১]

ধর্মোদ্ভব প্রতিষ্ঠা বজ্রপদ কথিত হয়।
কাল পাঁচ তাঁতে শুদ্ধ বস্ত্র[১] বয়ন করে।
আমি তাঁতি, সূতা নিজের।
নিজের সূতার লক্ষণ জানা নাই।
সাড়ে তিন হাত বয়ন-দণ্ড[২] প্রসারিত তিন ভাগে।
গগন পূর্ণ হয় এই বস্ত্র বয়নে।[৩]

১, তিব্বতী অনুবাদ ও বৃত্তি অবলম্বনে। ২. অথবা মাদুর (বৃত্তি অনুসারে)।
৩. অথবা তাঁত।

অনহা[১] বেমকট বয়ন[২] থিরা[৩]
বেণবি[৪] তোড়ি[৫] জোড়িঅ দিঢ়া ॥
বইঠা ম নিতি[৬] শূনত পাই[৭]
তন্ত্রী[৮] ছাড়ি বাজিল হোই ॥[৯]

২. 'অনহা' বৃত্তি। ৩. 'বেমকটরণেতি' বৃত্তি। ৩. বৃত্তি এবং তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে। ৪. 'বেণবি' বৃত্তি। ৫. "তোড়য়িত্বা' বৃত্তি। ৬. "বইঠামনীতি নিত্যরূপা ময়া তন্ত্রীপাদেন প্রাপ্তা" বৃত্তি। ম=মই। ৭. "মণিমূলে গত" তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৮. "তন্ত্রীতি" বৃত্তি। ৯. "বজ্রধরো ভূতোঽস্মীতি" বৃত্তি। 'মোহমল ছাড়ি বঅনরস পাই' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

২৬

শান্তি

রাগ শীবরী[১]

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে[২] আঁসু
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥ ধ্রু ॥
তউ সে[৩] হেরুঅ ণ পাবিঅই
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥ ধ্রু ॥
তুলা[৪] ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ
শূন[৫] লইআঁ অপণা চটারিউ ॥ ধ্রু ॥
বহল বাট[৬] দুই-আর[৭] ন দিশঅ
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ ধ্রু ॥
কাজ ন কারণ জ এহু[৮] জুঅতি[৯]
সঅঁ-সম্বেঅণ[১০] বোলথি সান্তি ॥ ধ্রু ॥

১. =শবরী। ২, 'আঁসুরে' মূল। ৩. 'তউষে' মূল। ৪. 'তুল' বৃত্তি। ৫. 'পুণ' মূল, 'শূন' বৃত্তি অনুসারে ("শূন্যেতি")। ৬. 'বট' মূল, 'বাট' বৃত্তি অনুসারে ("মার্গবরে")। ৭. 'দুই মার' মূল, 'দুই-আর' বৃত্তি অনুসারে ("দ্বয়াকারং")। ৮. 'জএহ' মূল। ৯. 'জঅতি' মূল, 'জুঅতি' বৃত্তি অনুসারে ("যুক্তি")। ১০. 'সঁএ সঁবেঅণ' মূল।

অনাহত বয়ন দণ্ড, বস্ত্র বোনা (গুরু বাক্যে)[১] স্থির।
দুই স্থান তুড়িয়া[২] জোড়া হইয়াছে দৃঢ়ভাবে।
উপবিষ্ট আমি[৩] নিত্য শূন্যতা পাইয়া।
তাঁতিগিরি ছাড়িয়া বজ্রধর হইয়াছি ॥[৪]

১. তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ২. অথবা দুই স্থান লইয়া সুতায় আচ্ছাদিত ও (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। ৩. অথবা মণিমূলে গত (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। ৪. অথবা মোহমলমুক্ত হইয়া বয়নরস পাইলাম (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)।

২৬

শান্তি

তুলা-ধোনা চর্যা

তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ (থাকে) রে আঁশ,
আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব শেষ (থাকে)।
তবু সে হেরুক[১] পাওয়া যায় না,
শান্তি ভনে—(যতই) কেন তাহাকে ভাবা হয়।
তুলা ধুনিয়া ধুনিয়া শূন্যে সংগৃহীত হইল,
শূন্যে লইয়া আপনাকে নিঃশেষ করিলাম।[২]
দীর্ঘ[৩] পথ, দোহার[৪] দেখা যায় না।
শান্তি ভনে—কেশাগ্র প্রবেশ করে না।
(না) কাজ না কারণ, এই যে যুক্তি,
স্বসংবেদন— শান্তি বলেন ॥

১. অথবা হেতুরূপ (বৃত্তি অনুসারে)। ২. "আত্মগ্রহভাব্যভাবকরূপং বাধিতম্" বৃত্তি। ৩. অথবা কর্দমাক্ত। ৪. অর্থাৎ উত্তর সাধক বা সহায়।

২৭

ভুসুকু

রাগ কামোদ

অধরাতি ভর কমল বিকসউ
বতিস জোইনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ[১] ॥ ধ্রু ॥
চালিউ[২] সসহর[৩] মাগে অবধূই
রঅণহু ষহজে কহেই [সোই][৪] ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ সসহর[৫] গউ ণিবাণেঁ
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥ ধ্রু ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সূধ
জো এথু বুঝই সো এথু বূধ ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ
সহজানন্দ মহাসুহ লোলেঁ[৬] ॥ ধ্রু ॥

১. 'উহ্লসিউ' মূল। ২. 'চালিউঅ' মূল। ৩. 'ষষহর' মূল, 'সসহর' বৃত্তি। ৪. 'সোই' পড়িতে হইবে ছন্দের খাতিরে ও বৃত্তি অনুসারে ("স")। ৫. 'ষষহর' মূল, 'শশহরো' বৃত্তি। ৬. 'লীলেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("লীলয়া")।

২৮

"শবরপাদ"[১]

রাগ বলাড্ডি[২]

উঁচা উঁচা[৩] পাবত তঁহিঁ বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি[৪]
ণিঅ ঘরিনী ণামে সহজ সুন্দরী[৫] ॥ধ্রু॥

১. বৃত্তি। ২. ='বলাড়ি' বা 'বরাড়ি'। ৩. 'উঞ্চা উঞ্চা' প্রতিলিপি। ৪. ='তোহোরি'। ৫. 'সুন্দারী' 'মূল', 'সুন্দরী' প্রতিলিপি।

২৭

ভুসুকু

বিকচকমল চর্যা

আধ রাত্রি ভর কমল বিকশিত হইল,
বত্রিশ যোগিনী, তাহার অঙ্গ, উল্লসিত হইল।
চালিত হইল শশধর অবধূতী-মার্গে,
রত্ন হেতু (সে) সহজের দ্বারা কথিত হয়।
চালিত হইয়া শশধর গেল নির্বাণে,
কমলিনী কমল বহিতেছে মৃণালদণ্ডে।
বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ,
যে হেথা বোঝে সে হেথা বুদ্ধ।
ভুসুকু ভনে—আমার বোঝা গেল মিলনে,
সহজানন্দ-রূপ মহাসুখ লোলুপ[1] (আমি)॥

১. বৃত্তি অনুসারে, সহজানন্দ-রূপ মহাসুখলীলায়।

২৮

"শবরপাদ"

শবরশবরী-প্রেম চর্যা

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা,
ময়ূরপুচ্ছ[1] পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা।
উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না—তোমার দোহাই।
(তোমার) আপন গৃহিণী (ও), নামে সহজসুন্দরী।

১. শিখণ্ডরূপে। অথবা মোরঙ্গদেশীয় রীতিতে ময়ূরপুচ্ছ-শিখণ্ডধারিণী।

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী
সবরো ভুজঙ্গ[1] ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ[2] তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মণে বাণেঁ
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ[3] পরম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে
গিরিবর-সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥ ধ্রু ॥

১. 'ভূঅঙ্গ' প্রতিলিপি। ২. 'হিএ' বৃত্তি। ৩. 'বিন্ধহু' প্রতিলিপি, 'বিন্ধউ' বৃত্তি অনুসারে ("হত ")।

২৯

লুই

রাগ পটমঞ্জরী

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লূই ভণই বট[1] দুলকৃখ বিণাণা
তিঅ-ধাএ বিলসই উহ ন জানা[2] ॥ ধ্রু ॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জানী
সো[3] কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে কিষ ভণি[4] মই দিবি পিরিচ্ছা
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা ॥ ধ্রু ॥
ল ই ভণই (মই)[5] ভাইব কীষ[6]
জা লই[7] অচ্ছম তাহের[8] উহ ণ দীস[9] ॥ ধ্রু ॥

১. 'বচ' প্রতিলিপি। ২. 'লাগে ণা' মূল, 'পাঠাসা' প্রতিলিপি, 'ন জানা' ভাষা-সঙ্গতি ও বৃত্তি অনুসারে ("ন উহে ন জানামি কুত্র নিয়তং বসতীতি ")। ৩. 'তো' প্রতিলিপি। ৪. 'কিষভণি' মূল। ৫. 'মই' ছন্দ ও বৃত্তি অনুসারে ("বদতি লুয়ীপাদঃ ময়া ভাব্যভাবকভাবনা-অভাবেন কিং ভাব্যং")। ৬. 'কীষ্' মূল, 'খেষ' প্রতিলিপি। ৭. 'জালই' মূল। ৮. 'অচ্ছমতা হের' মূল। ৯. 'দীস্' মূল।

নানা (ফুলে) তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনেতে ডাল ঠেকিল।
একেলা শবরী এ বন ঢুঁড়ে—কর্ণকুণ্ডলবজ্র-ধারিণী।
ত্রিধাতু খাট পড়িল, শবর মহাসুহে শয্যা পাতিল।
শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল।
হৃদয় তাম্বুল মহাসুখ কর্পূর খাওয়া হইল,
শূন্যনিরামণিকে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মহাসুখে রাতি পোহাইল।
গুরুবাক্য সায়কপুঙ্খ[১] করিয়া নিজ মন বাণে বিদ্ধ কর,
এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ কর বিদ্ধ কর।
গুরুরোষে শবর উন্মত্ত।
গিরিবর-শিখর-সন্ধিতে প্রবেশ করিলে শবরকে খোঁজা যাইবে কিসে॥

১. বৃত্তি অনুসারে, ধনু করিয়া।

২৯

লুই

দুর্লক্ষ্যতত্ত্ব চর্যা

ভাব হয় না, অভাব যায় না,
এমন সংবোধে কে প্রত্যয় করে।
লুই ভনে—মূর্খ, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য,
ত্রিধাতুতে বিলাস করে, (কিন্তু তাহার না) উদ্দেশ না পরিচয়।
যাহার বর্ণ চিহ্ন রূপ নাই জানা
সে কিসে আগম-বেদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়।
কাহারে কি বলিয়া আমি সিদ্ধান্ত দিব,
জল (-প্রতিবিম্বিত) চাঁদ যেমন (না) সত্য না মিথ্যা।
লুই ভনে—আমি ভাবিব কী,
যা লইয়া আছি তাহার (না) উদ্দেশ না দিশা॥

১. বৃত্তি অনুসারে, বিজ্ঞান মূর্খের দুর্লক্ষ্য ("দুর্লক্ষং তত্ত্বং বালযোগিনা লক্ষয়িতুং ন পার্য্যতে")।

৩০

ভুসুকু

রাগ মল্লারী

করুণ-মেহ নিরন্তর ফরিআ[১]
ভাবাভাব দ্বন্দল[২] দলিয়া ॥ধ্রু॥
উইএ[৩] গঅণ-মাঝেঁ অদভুআ
পেখরে[৪] ভুসুকু সহজ সরুআ[৫] ॥ধ্রু॥
জাসু গুণন্তে[৬] ভুট্টই ইন্দিআল
নিহএ[৭] নি-অমন দে[৮] উলাস[৯] ॥ধ্রু॥
বিসঅ-বিশুদ্ধিঁ মই বুজ্ঝিঅ[১০] আনন্দে
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে ॥ধ্রু॥
এ তৈলোএ[১১] এতবি ষারা[১২]
জোই ভুসুকু ফেড়ই[১৩] অন্ধকারা ॥ধ্রু॥

১. = 'ফুরিআ' ? ২. 'দ্বংদ্বল' প্রতিলিপি। ৩. 'উইত্তা' মূল, 'উইএ' বৃত্তি। ৪. 'পেখরে' মূল। ৫ 'সরূঅ' প্রতিলিপি। ৬. 'শুনন্তে' মূল, 'গুণন্তে' প্রতিলিপি অর্থসঙ্গতি ও বৃত্তি অনুসারে ("যস্য সহজানন্দস্য প্রতীক্ষণে")। ৭. 'নিহুরে' মূল, 'নিহএ' বৃত্তি। ৮. 'ণ দে' মূল, 'দে' (='দেই') প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("নিভৃতেন···নিজমনঃ সহজোল্লাসং দদাতি")। ৯. ='উলাল' ছন্দ-অনুরোধে। অথবা পূর্ব ছত্রে 'ইন্দিপাস' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পাশ পঠিতব্য। ১০. 'বুঝ্ঝিঅ' মূল, 'বুজ্ঝিঅ' প্রতিলিপি। ১১. 'এ তিলোএ' বৃত্তি। ১২. 'এতবি' মূল। ১৩. 'হেব্ভই' মূল, 'ফেড়ই' বৃত্তি অনুসারে ("স্ফেটয়তি")।

৩১

আজদেব

রাগ পটমঞ্জরী

জহি মন ইন্দিঅবণ[১] হো ণঠা[২]
ণ জানমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥ধ্রু॥
অকট করুণা-ডমরুলি[৩] বাজঅ
আজদেব নিরালে[৪] রাজই ॥ধ্রু॥

১. 'ইন্দিঅ[প]বণ' শাস্ত্রী, বৃত্তি অনুসারে ("বিষয়পবনেন্দ্রিয়াদিকং")। ২. 'ণ ঠা' মূল। ৩. "ডমরুকা" বৃত্তি। ৪. 'ণিরাসে' মূল, 'নিরালে' বৃত্তি অনুসারে ("নিরালম্বেন")।

৩০

ভুসুকু

সহজানন্দ-চন্দ্রোদয় চর্যা

করুণা-মেঘ নিরন্তর (ছায়া) বিস্তার করিয়া আছে।
ভাব-অভাব দ্বন্দ্ব দলিত হইয়াছে।
উদিতেছে গগন-মাঝে অদ্ভুত,
দেখ, রে ভুসুকু, সহজ-স্বরূপ।
যাহাকে প্রতীক্ষা করিলে ইন্দ্রিয়জাল[১] টুটে,
নিভৃতে নিজ-মন উল্লাস দেয়।
বিষয় বিশুদ্ধি আমি বুঝিলাম আনন্দে,
গগনের যেমন দীপ্তি হইল চাঁদে।
এ ত্রৈলোক্যে এই-ই সার।
যোগী ভুসুকু ফাড়িয়া ফেলে অন্ধকার॥

১. অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পাশ।

৩১

আজদেব

অদ্ভুত ভেলকি চর্যা

যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়,
না জানি আত্মা কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে।
অদ্ভুত করুণা-ডমরু খানিবাজে।
আজদেব নিরালম্বে রাজে।

চান্দেরি[1] চান্দকান্তি জিম পতিভাসই[2]
চিঅ বিকরণে তহি টলি[3] পইসই ॥ধ্রু॥
ছাড়িঅ[4] ভয় ঘিণ লোআচার
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর ॥ধ্রু॥
আজদেবেঁ সঅল বিহলিউ[5]
ভয় ঘিণ দূর ণিবারিউ ॥ধ্রু॥

১. 'চান্দেরে' মূল, 'চান্দেরি' বৃত্তি। ২. 'পতিহাসই' প্রতিলিপি। ৩. 'টেলি' প্রতিলিপি। ৪. 'ছাড়িল' বৃত্তি। ৫. 'বিহরিউ' মূল, 'বিহলিউ' বৃত্তি অনুসারে ("বিফলীকৃতম্")।

৩২

সরহ

রাগ দেশাখ

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল
চিঅরাজ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
উজু রে উজু[1] ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক[2]
নিঅড়ি[3] বোহি মা জাহু রে[4] লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
হাথে রে[5] কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ
অপণে অপা বুঝ তু[6] নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥
পার উআরেঁ[7] সোই গজিই[8]
দুজ্জণ সাঙ্গে অবসরি জাই[9] ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥ ধ্রু ॥

১. 'হুংহুরে উজু' প্রতিলিপি। ২. ='বাঙ্ক'। ৩. 'নিঅহি' মূল, 'নিঅড়ি' বৃত্তি অনুসারে। ("অতীব সন্নিহিতং")। ৪. 'জাহুরে' মূল। ৫. 'হাথেরে' মূল, 'হাথের' বৃত্তি। ৬. 'বুঝতু' মূল। ৭. 'পারউআরেঁ' মূল, 'পারউআরে' প্রতিলিপি, 'পারোআরে' বৃত্তি। ৮. ='গমিই'। 'জোই' বৃত্তি অনুসারে ("তদেব বোধিচিত্তং যোগিবরৈরনুগম্যতে")। ৯. 'অবরি জাই' প্রতিলিপি, 'অবস মজিই' বৃত্তি অনুসারে ("সংসারসমুদ্রে মজ্জংতি")।

চাঁদের চন্দ্রকান্তি যেমন প্রতিসংহৃত হয়
(তেমনি) বিকরণ হইলে[1] চিত্ত সেখানে টলিয়া প্রবেশ করে।
ছাড়িয়া ভয় ঘৃণা লোকাচার
খুঁজিতে খুঁজিতে শূন্য বিকার।
আজদেব কর্ত্তৃক সকল বিফলীকৃত হইল,
ভয় ঘৃণা দূরে নিবারিত হইল॥

১. "চিত্তরাজোহি যথা অচিত্ততাং গচ্ছতি" বৃত্তি।

৩২

সরহ

ঋজুবর্ত্ম চর্যা

নাদ না বিন্দু না রবি না শশিমণ্ডল (না),
চিত্তরাজ[1] স্বভাবে মুক্ত।
ঋজু রে ঋজু[2] ছাড়িয়া বাঁক[3] লইও না,
নিকটে বোধি রে, লঙ্কায় যাইও না।
হাতে রে কাঁকন, দর্পণে দেখা না হোক[4],
আপনা আপনি তুমি বোঝ নিজমন।
পারে উত্তরণে সেই অনুস্থত হয়,
দুর্জন সঙ্গে (সে) অপস্থত হইয়া যায়।
বাম ডাহিনে যা (তা) খাল ডোবা,
সহর ভনে—বাবা, ঋজু পথ দেখা গেল॥

১. চিত্তরত্ন, বৃত্তি। ২. অর্থাৎ ঋজু পথ। ৩. অর্থাৎ বাঁকা পথ। ৪. অর্থাৎ হাতে কাঁকন আছে কিনা দেখিবার জন্য দর্পণ লইও না।

৩৩

"ঢেণ্ঢণ-পা"

রাগ পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত[1] ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥ধ্রু॥
বেগে[2] সংসার[3] বহিল[4] জাঅ
দুহিল দুধু কি বেণ্টে[5] ষামায় ॥ধ্রু॥
বলদ[6] বিআএল গাবিআ[7] বাঁঝে
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে ॥ধ্রু॥
জো সো বুধী সোই নিবুধী[8]
জো সো চৌর সোই দুষাধী ॥ধ্রু॥
নিতে নিতে[10] ষিআলা ষিহেঁ[11] ষম জুঝঅ
ঢেণ্ঢণ-[12] পাএর গীত বিরলে[13] বুঝই ॥ধ্রু॥

১. 'হাড়ীত' মূল, 'হণ্ডী[ত]' বৃত্তি। ২. 'বেগে' প্রতিলিপি, 'বেগ' মূল, 'বেঙ্গ' বৃত্তি। ৩. 'সংসয়' বৃত্তি অনুসারে। ৪. 'বহিল' প্রতিলিপি, 'বড্‌হিল' মূল। টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ৫. 'বেণ্টে' মূল. 'বেণ্ডে' প্রতিলিপি, 'বেণ্ট' বৃত্তি। ৬. 'বলদা' বৃত্তি। ৭. 'গাবিআ' প্রতিলিপি, 'গবিআ' মূল, 'গাবী' বৃত্তি। ৮. 'সোধনি বুধী' মূল। গৃহীত পাঠের হেতু টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য। ৯. 'সোই সাধী' মূল, 'সউ দুষাবী' প্রতিলিপি। 'দুষাধী' বৃত্তি অনুসারে ("দুঃসাধ্যম্") এবং তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী। ১০. 'নিতে নিতে' মূল, 'নিত্যে নিত্যে' প্রতিলিপি, 'নিতি নিতি' বৃত্তি। ১১. 'ষিহেঁ' প্রতিলিপি, 'ষিহে' মূল। ১২. 'ঢেণ্ডণ' প্রতিলিপি। ১৩. 'বিচিরলে' মূল, 'বিরলে' বৃত্তি ও অর্থসঙ্গতি অনুসারে।

৩৪

দারিক

রাগ বরাড়ী

সুনকরুণরি[1] অভিন-চারেঁ[2] কাঅবাকচিঅ
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ॥ধ্রু॥
অলখ[3] লখচিত্তা[4] মহাসুহে
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ ॥ধ্রু॥

১. — সুনকরুণার। ২. 'বারেঁ' মূল, 'চারেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("অভেদোপচারেণ")। ৩. 'অলক্ষ' মূল, 'অলখ' বৃত্তি ৪. 'চিত্তা' মূল, 'চিত্তেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("চিত্তেন")।

৩৩

"ঢেণ্ঢণ-পা"

প্রহেলিকা চর্যা

টোলায় মোর ঘর, নাই পড়শী,
হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য প্রেমিক (ভিড় করে)।
বেগে সংসার বহিয়া যায়,[1]
দোয়া দুধ কি বাঁটে ফিরে।
বলদ প্রসব করিল, গাই (রহিল) বন্ধ্যা,
পাত্র (ভরিয়া তাহাকে) দোয়া হয় এ তিন সন্ধ্যা।
যে সেই বুদ্ধি সে ধন্য বুদ্ধি,
যে সেই চোর সেই কোটাল[2]।
নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সনে যুঝে
ঢেণ্ঢণপাদের গীত কম লোকে বুঝে ॥

১ বৃত্তি অনুসারে, ব্যঙ্গের দ্বারা সংশয় তাড়িত হয়। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে, ব্যাঙের দ্বারা সাপ তাড়িত (অথবা বাহিত) হয়। ২. মূল-অনুসারে, সেই সাধু।

৩৪

দারিক

মহাসুখলীলা চর্যা

শূন্য ও করুণার অভিন্নাচারে কায়বাক্‌চিত্ত (লইয়া)
বিলাস করে দারিক গগনে ওপারে কূলে।
অলক্ষ্যে লক্ষ্যচিত্ত (হইয়া) মহাসুখে
বিলাস করে দারিক গগনে ওপারে কূলে।

কিন্তো মন্তেঁ[1] কিন্তো তন্তেঁ[2]
কিন্তো রে ঝাণবখানেঁ[3]
অপইঠান মহাসুহলীণেঁ[4] দুলখ পরমনিবাণেঁ ॥ধ্রু॥
দুঃখে সুখে একু করিআ[5] ভুঞ্জই[6]ইন্দী জানী
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী ॥ধ্রু॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা
লুইপাঅপএ[7] দারিক দ্বাদস ভুঅণেঁ লধা ॥ধ্রু॥

১. 'কমন্তে' মূল, 'মন্তেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("মন্তেনেতি")। ২. 'তন্তে' মূল, 'তন্তেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("তন্তেনেতি")। ৩. 'ঝাণবখানে' মূল, 'ঝানবখানেঁ বৃত্তি অনুসারে ("ধ্যানব্যাখ্যানেন")। ৪. 'নীলেঁ' বৃত্তি অনুসারে ("অপ্রতিষ্ঠানমহাসুখলীলয়া")। ৫. 'ভুঞ্জহ' বা 'ভুঞ্জ' বৃত্তি অনুসারে ("বিষয়েন্দ্রিয়োপভোগং কুরু")। ৬. 'ইন্দীজাণী' মূল। ৭. 'লুয়ী' বৃত্তি।

৩৫

ভাদে

রাগ মল্লারী

১
এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ সু মোহে[1]
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥ধ্রু॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ[2] ণঠা
গ(অ)ণ-সমুদে[3] টলিআ পইঠা ॥ধ্রু॥
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই শূন
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥ধ্রু॥
বাজুলে[4] দিল মোহকখু[5] ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ ॥ধ্রু॥
ভাদে[6] ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ধ্রু॥

১. 'অচ্ছিলেঁ স্বমোহে' মূল, 'অচ্ছিলেঁ সুমোহে' প্রতিলিপি, 'অচ্ছিলেঁ সু' ব্যাকরণ-অনুরোধে এবং বৃত্তি অনুসারে ("মোহমিতি...স্থিতোস্মি")। তিব্বতী অনুবাদেও এই পাঠের সমর্থন। ২. 'মকুঁ' মূল, 'মঙ্গ' প্রতিলিপি। ='মহুঁ' বা 'মঝু'? ৩. 'সমুদ্রে' প্রতিলিপি। ৪. 'বাজুলে' মূল ও বৃত্তি, 'রাবুলে' প্রতিলিপি (মূল), 'রাঙ্গুলে' প্রতিলিপি (বৃত্তি)। ৫. 'মোহকখু' মূল, 'মোহলখু' বৃত্তি অনুসারে। টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ৬. 'ভাবে' মূল, 'ভাবে' প্রতিলিপি (মূল), 'কাদে' প্রতিলিপি (বৃত্তি), 'ভাদে' শাস্ত্রী এবং বৃত্তি-অনুসারে ("ভাদেপাদানাং", "ভদ্রপাদঃ")।

কি (হইবে) তোর মন্ত্রে, কি (হইবে) তোর তন্ত্রে,
কি (হইবে) তোর ধ্যান-ব্যাখ্যানে।
অপ্রতিষ্ঠান মহাসুখে লীন হইলে পরমনির্বাণেরও দুর্লক্ষ্য।
দুঃখে সুখে এক করিয়া ইন্দ্রিয় উপভোগ করে জ্ঞানী[২]।
নিজ পর অপর অনুভব করে না দারিক, সকল অনুত্তর মানে সে।
রাজা রাজা রাজা রে, আর রাজা মোহে বাঁধা।
লুইপাদ-প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ (-প্রতিষ্ঠ)॥

১. অথবা অপ্রতিষ্ঠান-মহাসুখ-লীলায় (বৃত্তি অনুসারে)। ২. অথবা '(গুরুর কাছে) জানিয়া' (বৃত্তি অনুসারে)।

৩৫

ভাদে

চিত্তবিনাশ চর্যা

এতকাল আমি ছিলাম মোহে,
এখন আমি বুঝিলাম সদ্‌গুরু-বোধে।
এখন চিত্তরাজ আমার নষ্ট,
গগনসমুদ্রে টলিয়া প্রবিষ্ট।
আমি দেখি দশদিক্ সর্ব্বই শূন্য,
চিত্ত বিহনে (না) পাপ না পুণ্য।
বাজুল মোহকক্ষ[১] বলিয়া দিল,
আমি আহার[২] করিলাম গগনে পানী।
ভাদে ভনে—অভাগ্য-গৃহীত হইয়া[৩]
আমি চিত্তরাজকে আহার[২] করিলাম॥

১. অথবা আমাকে লক্ষ্য (বৃত্তি-অনুসারে)। ২. 'সংগ্রহ' অথবা 'ভক্ষণ'। টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ৩. অথবা অভাগ্য লইয়া।

৩৬

কাহ্নিলা

রাগ পটমঞ্জরী

সুন বাহ[র][১] তথতা পহারী
মোহভণ্ডার লই[২] সঅলা অহারী ॥ধ্রু॥
ঘুমই ণ চেবই সপরবিভাগা
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥ধ্রু॥
চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা
সঅল সুফল[৩] করি সুহে সুতেলা ॥ধ্রু॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সুণ
ঘানিঅ[৪] অবণা গমন বিহুন[৫] ॥ধ্রু॥
শাখি[৬] করিব জালন্ধরি-পাএ
পাখি[৭] ণ রাহঅ[৮] মোরি পাণ্ডিআচাএ ॥ধ্রু॥[৯]

১ 'সুশ বাহ' মূল, 'সুন বাহ' প্রতিলিপি, বৃত্তি ও শাস্ত্রী। টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ২. 'লুই' মূল ও বৃত্তি ("যোগীন্দ্রেণ"), 'লই' প্রতিলিপি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৩. 'মুকল' বৃত্তি ("পরিশোধ্য") এবং তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৪. 'ঘোরিঅ' মূল, 'ঘানিঅ' বৃত্তি ("ঘানিকেতি") ও অর্থ অনুসারে। ৫. 'বিহল' মূল, 'বিহুন' মিল ও অর্থ অনুসারে। ৬. 'শাথি' প্রতিলিপি। ৭. 'পারি' প্রতিলিপি, 'পাশি' বৃত্তি অনুসারে ("পাশসান্নিধানান্তরমপি")। ৮. 'চাহই' বৃত্তি অনুসারে ("পশ্যন্তি")। ৯. 'পাণ্ডিআ চাদে' মূল, 'পাণ্ডিআ 'চাড়ে' প্রতিলিপি, 'পাণ্ডিআচাএ' মিল ও বৃত্তি অনুসারে ("পণ্ডিতাচার্য্যাঃ")।

৩৭

ভাড়ক

রাগ কামোদ

অপণে নাহিঁ মো[১] কাহেরি শঙ্কা
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা[২] ॥ধ্রু॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ
চৌকোড়ি[৩]-বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥ধ্রু॥

১ 'সো' মূল, 'মো' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("মে")। ২. 'কংথা' মূল, 'কংখা' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("মহামুদ্রাসিদ্ধিবাঞ্ছা")। ৩. 'চৌকোটি' মূল, চৌকোহি' প্রতিলিপি (= চৌকোড়ি)।

৩৬

কাহ্লিা

সহজনিদ্রা চর্যা

শূন্য বাসর তথতা[১] প্রহার করা হইল,
মোহ ভাণ্ডার লইয়া[২] সকল আহার করা হইল।
ঘুমায়, আত্মপর বিভেদ টের পায় না,
নাঙ্গা কাহ্লিা সহজ-নিদ্রাবশ।
(না) চেতন না বেদন—নির্ভর নিদ্রাগত,
সকল সফল[৩] করিয়া সুখে শুইয়াছে।
স্বপ্নে আমি দেখিলাম ত্রিভুবন শূন্য,
ঘানি (যেন)[৪] আনাগোনা বিহীন।
জালন্ধরিপাদকে সাক্ষী করিব,
আমাকে ছাড়া পণ্ডিতাচার্য রয় না[৫] ॥

১. অথবা তথতা-খড়্গের দ্বারা শূন্য-বাসনাগার (বৃত্তি অনুসারে)। ২. অথবা (যোগীন্দ্র) লুই কর্তৃক (মূল ও বৃত্তি অনুসারে)। ৩. অথবা সাফ (বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। ৪. অথবা ঘুরাইয়া বা ঘুলাইয়া (মূল অনুসারে)। ৫. অথবা আমার পাশেও চায় না (বৃত্তি অনুসারে)।

৩৭

তাড়ক

সহজানুভব চর্যা

আপনিই নাই, আমার কিসের শঙ্কা।
তাই মহামুদ্রার কাঙ্ক্ষা টুটিয়া গেল।
অনুভব সহজ, যোগী, (ইহা) ভুলিও না।
চতুষ্কোটি-বিমুক্ত যেমন তেমন (হইতে) হয়।

জইসনে[1] অছিলেস[2] তইসন[3] অচ্ছ[4]
সহজ পথক[5] জোই ভান্তি মাহো বাস ॥ ধ্রু ॥
বাণ্ড কুরুণ্ড[6] সন্তারে জানী
বাক্‌পথাতীত কাঁহি বখানী ॥ ধ্রু ॥
ভণই তাড়ক এথু নাহিঁ অবকাশ
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস ॥ ধ্রু ॥

১. 'জইসনি' বৃত্তি। ২. 'অছিলে স' মূল, 'ইছিলেস' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৩. 'তইছন' মূল, 'তইসন' প্রতিলিপি। ৪. =আছ। 'অঙ্গ' প্রতিলিপি। ৫. 'পিথক' মূল, 'পথক' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৬. 'বাণ্ডকুরু' মূল; 'বণ্ট'-, 'বণ্ডকুরুণ্ড' বৃত্তি।

৩৮

সরহ

রাগ ভৈরবী

কাঅ ণাবড়ি-খাণ্ডি[1] মণ কেডুআল
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধ[র]হু রে নাহী[2]
অন উপায়ে পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী[3] নৌকা টাণ্ডঅ[4] গুণে
মেলি মেল সহজেঁ জা[ই]উ ণ আণেঁ ॥ ধ্রু ॥
বাটত ভঅ[5] খাণ্ট[6] বি বলআ
ভব উলোলেঁ সব[7] বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
কূল লই[8] খর-সোন্তে[9] উজাঅ
সরহ ভণই গ[অ]ণেঁ পমাএঁ[10] ॥ ধ্রু ॥

১. 'খান্টি' মূল, 'বাংডি' প্রতিলিপি, 'নাবড়ী খন্টি' বৃত্তি, 'খাণ্ডি' তিব্বতী অনুবাদ
এবং অর্থ অনুসারে। ২. বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে 'নাঙ্গ'। ৩. 'নোবাঅ'
বৃত্তি। ৪. ='টানই' বৃত্তি অনুসারে ("গুণেনাকর্ষয়তি")। ৫. 'বাটঅভঅ' মূল,
'বাটত' বৃত্তি। ৬. 'খণ্ট', বৃত্তি। ৭. 'ষঅ' মূল, 'সব' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ
অনুসারে। ৮. 'লঅ' বৃত্তি। ৯. 'খরে সোন্তে' মূল, 'খর-সোন্তেঁ' ("খর-
(সোন্তেমেতি") বৃত্তি। ১০. 'সমাএ' বৃত্তি অনুসারে ("অন্তর্ভবতি")।

যেমন ছিলে তেমনি থাক,
সহজ পথকে[১], যোগী, ভ্রান্তি করিও না।
পুরুষাঙ্গ-অণ্ডকোষ (নদী) উত্তরণে জানা যায়।
বাক্যপথের অতীত (বস্তু) কিসে ব্যাখ্যাত (হয়)।
তাড়ক ভনে—এথা ফাঁক নাই,
যে বুঝে তার গলায় দড়ি॥

১. অথবা সহজ পৃথক ভাবিয়া।

৩৮

সরহ

নৌবাহিক চর্যা

কায় নৌকাখানি, মন কেরোয়াল,[১]
সদ্‌গুরু বচন ধর (যেন) পতবাল।
চিত্ত স্থির করিয়া নাভি[২] ধর,
অন্য উপায়ে পার হওয়া যায় না।
নৌবাহিক নৌকা টানে গুণে।
সহজের সহিত মিলন কর, অন্য উপায়ে যাওয়া যায় না।
পথে ভয়, দস্যুও বলবান্।
ভব(সমুদ্র)-উচ্ছ্বাসে সবই বিধ্বস্ত।
কূল ধরিয়া খর সোঁতে উজায়।
সরহ ভনে—গগনে প্রবেশ করে॥

১. অর্থাৎ পাল তুলিয়া দাও। ২. অর্থাৎ হালের চাকা অথবা নৌকাগর্ভ। বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে নৌকা।

৩৯

সরহ

রাগ মালশী

সুইণেঁ[১]হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহোরেঁ দোসে
গুরুবঅণ-বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড[২] কইসে ॥ ধ্রু ॥
অকট হুঁ -ভব গঅণা[৩]
বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে[৪] ভাঙ্গেল[৫] তোহার বিণাণা ॥ধ্রু॥
অদভুঅ[৬] ভব-মোহা রে[৭] দিসই পর অপ্পণা[৮]
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপনা ॥ ধ্রু॥
অমিয়া[৯] আচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পর[১০]-বস-অপা
ঘরেঁ পরেঁ[১১] কা বুঝ্ঝিলেম রে[১২] খাইব মই দুঠ কুণ্ডবাঁ[১৩] ॥ধ্রু।
সরহ ভণই[১৪] বর সুণ গোহালী কিমো দুট্ঠ[১৫] বলন্দেঁ[১৬]
একেলেঁ[১৭] জগ নাশিঅ রে বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ[১৮] ॥ধ্রু ॥

১. 'সুইণা' মূল, 'সুইনে' বৃত্তি ("সুইণেমিত্যাদি")। ২. 'ঘুণ্ট' প্রতিলিপি। ৩. 'ভবই অণা' মূল, 'ভব গঅণা' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৪. 'পারে' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৫. 'ভাগেল' মূল, 'ভাঙ্গেল' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৬. 'অদঅভুঅ' মূল। ৭. 'মোহারো' মূল, 'মোহা রে' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৮. 'অপ্যণা' মূল। ৯. 'অমিঅঁ' বৃত্তি ("অমিঅমিত্যাদি")। ১০. 'পসর' মূল, 'পর' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ১১. 'ঘারে পারে' মূল। টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। ১২. = 'মো রে' অথবা 'ময়ে' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ১৪. 'ভণন্তি' মূল, 'ভণই' বৃত্তি। ১৪. 'দুঠ্য' মূল। ১৫. 'বলদেঁ' প্রতিলিপি। ১৭. 'একেলে' মূল, 'একেলেঁ' প্রতিলিপি। ১৮. 'বিরহুঁঈ চ্ছন্দ্রে' মূল, 'বিহরহুঁ স্বচ্ছন্দেঁ' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৪০

কাহ্নু

রাগ মালসী গবুড়া

জো মণ-গোএর আলা-জালা
আগম পোথী[১] ইষ্টা[২]-মালা ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা[৩] জায়
কাঅবাক্চিঅ জসু ণ সমায় ॥ ধ্রু ॥

১. 'পোখী' মূল, 'পোথা' প্রতিলিপি। ২. 'ইষ্টা' মূল, 'ঠষ্ঠা' প্রতিলিপি।
৩. 'বোল বা' মূল।

৩৯

সরহ

অবিনীতচিত্ত চর্যা

স্বপ্নেও অবিদ্যারত[১] ওরে মন, তোর নিজের দোষে
গুরুবচন (রূপ) বিহারে বিবাগী তুই থাকিবি কি করিয়া।
আশ্চর্য্য হুঙ্কারোদ্ভূত গগন।
বঙ্গে জায়া লইলি পরে তোর বিজ্ঞান ভাঙ্গিল।
অদ্ভুত ভব-মোহ, ওরে, আপন-পর বোধ হয়।
এ জগৎ জলবিম্বাকার, সহজে (থাকিলে) আত্মা (হয়) শূন্য।
অমৃত থাকিতে বিষ গিলিস রে পর-বশ-আত্মা চিত্ত।
ঘরে পরে কি তোর বুঝিলে রে আমি খাইব দুষ্ট স্বজনকে।
সরহ ভনে—বরং শূন্য গোয়াল কি (হইবে) দুষ্ট-বলদে।
একলা জগৎ নাশ করিয়া স্বচ্ছন্দে (আমি) বিহার করি ॥

১. অথবা শূন্য শাখা বিদীর্ণ হইয়াছে (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)।

৪০

কাহ্নু

মূকবধির-উপদেশ চর্যা

যে মনোগোচর—(তাহার জন্যই) আড়ম্বর[১],
আগম-পুথি ঘণ্টা (জপ-) মালা।
বল কিসে সহজ বলা যায়,
যাহাতে কায়বাক্‌চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে না।

১ অথবা ইন্দ্রিয়জালের সৃষ্ট বাহ্য জগৎ (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)।

আলেঁ[১] গুরু উএসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জেতই[২] বোলী তেতবি[৩] টাল
গুরু বোব সে[৪] সীসা কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্ন জিণ-রঅণ বি কইসা[৫]
কালেঁ বোব[৬] সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

১. 'আলে' মূল, 'অলেঁ বৃত্তি ("অলেমিত্যাদি")। ২. 'জে তই' মূল, 'তেজই' বৃত্তি। ৩. 'তে তবি' মূল। ৪. 'গুরু বোধসে' মূল ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে, 'গুরু বোব সে' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে। ৫. 'বিকসই সা' মূল, 'বি কইসা' বৃত্তি অনুসারে ("কীদৃশং জিনরত্নং")। ৬. 'বোবেঁ কাণ' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৪১

ভুসুকু

রাগ কহ্নু গুঞ্জরী[১]

আই অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো[২] পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে[৩] কিং[৪] বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট জোইআ রে[৫] মা কর হথা লোহ্না
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট[৬] বাষণা তোরা ॥ ধ্রু ॥
মরুমরীচি-গন্ধ[ব]নইরী দাপনবিম্বু[৭] জইসা
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ়[৮] ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥ ধ্রু ॥
বান্ধি[৯]-সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে[১০] আকাশ[১১] ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব
জই তো মূঢ়া অচ্ছই[১২] ভান্তী পুচ্ছ তু সদ্‌গুরু-পাব ॥ ধ্রু ॥

১. 'কহুঁ গুঞ্জরী' প্রতিলিপি, 'কহ্নু গুঞ্জরী' মূল, 'গুঞ্জরী' তিব্বতী অনুবাদ। ২. 'ভাংতি এঁসো' মূল। ৩. 'সাচে' বৃত্তি-অনুসারে ("সত্যেন")। ৪. 'কিং কং' মূল, 'কিং তং' শাস্ত্রী। ৫. 'অকট বিচারে রে' তিব্বতী-অনুবাদ অনুসারে, 'অকট জোই রে' প্রতিলিপি। ৬. =তুটই। ৭. 'দাপতিবিম্বু' মূল, 'চাঁদ পতিবিম্বু' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে, 'দাপণবিম্বু' বৃত্তি অনুসারে। ৮. 'দিট' মূল। ৯. 'বাদ্ধি' মূল, 'বান্ধি' বৃত্তি। ১০. =সসরুসিঙ্গে। ১১. 'আকাশই' প্রতিলিপি। ১২. 'অচ্ছসি' মূল, 'অচ্ছই' ব্যাকরণ ও বৃত্তি অনুসারে ("তব ভ্রান্তিরভ্রান্তি")।

বৃথাই গুরু উপদেশ দেয় শিষ্যকে,
বাক্‌পথের অতীত (বস্তু) কিসে কহা যায়।
যতই বলা যায় ততই ভুল হয়[১],
গুরু সে বোবা শিষ্য কালা।
ভনে কাহ্নু—জিনরত্নটি কেমন
যেমন কালা বুঝায় বোবাকে[২] ॥

১. অথবা যে তবু (যদি) বলে সে তবু ভুল করে।
২. অথবা যেমন বোবা বুঝায় কাণাকে (তিব্বতী অনুবাদ)।

৪.

ভুসুকু

রজ্জু সর্পাদি-প্রতিভাস চর্যা

আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ, ওরে ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত হইতেছে।
রজ্জুসর্প[১] দেখিয়া যে চমকায় যথার্থ কি (তাহাকে) বড়ে খায়?
আশ্চর্য (দেখিয়া) ওরে যোগী, হাত নোনা করিও না।
যদি জগৎকে (তাহার) এই স্বভাবে বুঝিতে পারিস তোর বাসনা টুটিবে।
মরুমরীচিকা গন্ধর্বনগরী দর্পণ-প্রতিবিম্ব[২] যেমন,
বাতাবর্তে সে জল যেমন দৃঢ় হইয়া পাথর হয়,
বন্ধ্যাপুত্র যেমন খেলা করে, বহুবিধ খেলা খেলে—
বালুকা-তেলে সজারু-শৃঙ্গে আকাশ-ফুল (লইয়া)।
রাউত ভনে সনির্বন্ধে, ভুসুকু ভনে সনির্বন্ধে—সকলই এই স্বভাব[৩]।
মূঢ় যদি তোর ভ্রান্তি থাকে[৪] সদ্‌গুরুপদতলে জিজ্ঞাসা কর ॥

১. অথবা রাজসাপ। ২. অথবা (জলে) চন্দ্রপ্রতিবিম্ব (তিব্বতী অনুবাদ)।
৩. অর্থাৎ এইরূপ প্রতিভাস মাত্র। ৪. অথবা তুই ভ্রান্তিতে থাকিস।

৪১

কাহ্নিল

রাগ কামোদ

চিঅ সহজে শূণ[১] সংপুন্না
কান্ধবিয়োএ[২] মা হোহি বিসন্না ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসে কাহ্নু[৩] নাহি
ফরই[৪] অনুদিনং তৈলোএ পমাই ॥ ধ্রু ॥
মূঢ়া দিঠ[৫] নাঠ দেখি কাঅর
ভাঙ্গতরঙ্গ[৬] কি সোসঈ সাঅর[৭] ॥ ধ্রু ॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই
দুধ মাঝেঁ লড় চ্ছন্তেঁ ণ[৮] দেখই ॥ ধ্রু ॥[৯]
ভব[১০] জাই ণ আবই এথু[১১] কোই
আইস ভাবে[১২] বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ ধ্রু ॥

১. 'শূন্য' মূল, 'শূনে' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("সহজেনেত্যাদি")। ২. 'কান্ধ-বিয়োএ' বৃত্তি অনুসারে ("স্কন্ধবিয়োগেনেতি")। ৩. 'কাহ্নু' প্রতিলিপি। ৪. 'ফুরই' বৃত্তি অনুসারে ("স্ফুরতি")। ৫. 'দিঢ়' বৃত্তি অনুসারে ("সংস্থানো")। ৬. 'ভাগতরঙ্গ' মূল, 'ভাঙ্গতরঙ্গ' বৃত্তি অনুসারে ("ভঙ্গতরঙ্গং")। ৭. 'সারঅর' মূল, 'সাঅর' বৃত্তি অনুসারে ("সাগরং") ও শাস্ত্রী। ৮. 'ণচ্ছংতেঁ' মূল, 'অচ্ছন্তে ণ' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৯. বৃত্তিকার মুনিদত্ত যে মূল জানিতেন তাহাতে এই পদটি ছিল না, সুতরাং এই পদের বৃত্তি নাই। তিব্বতী অনুবাদ আছে। ১০. ='ভবে'। ১১. 'এথু' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ১২. 'ভবে' বৃত্তি অনুসারে ("ভবেপাত্র বিলসতি")।

৪৩

ভুসুকু

রাগ বঙ্গাল

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ[১] তৈলোএ[২]
খসমসভাবে রে বান্ধ-মুকা[৩] কোএ ॥ ধ্রু ॥

১. 'ফরিঅএ' মূল, 'ফরিঅ এ' বৃত্তি অনুসারে ("স্ফুরিতং। এতস্য")। ২. 'তৈলোএ' প্রতিলিপি, 'তেলোএ' মূল। ৩. 'বাণত কা' মূল, 'বাণ মুকা' বৃত্তি অনুসারে ("ন কো বিদ্বান্ মুক্তো বেভি"), 'বান্ধ মুকা' অর্থসঙ্গতি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৪২

কাহ্নিল

স্কন্ধবিয়োগ চর্যা

চিত্ত সহজে[১] শূন্য সম্পূর্ণ।
স্কন্ধ-বিয়োগে বিষন্ন হইও না।
বল কিসে কাহ্নু নাই,
সর্বদা (সে) ব্যক্ত ত্রৈলোক্যে প্রবেশ করিয়া।
দৃষ্ট (প্রপঞ্চের) নাশ দেখিয়া মূঢ় কাতর (হয়),
ভঙ্গতরঙ্গ কি সাগর শুষিয়া ফেলে।
মূঢ় থাকিতে লোক দেখে না,[২]
দুধের মাঝে স্নেহপদার্থ থাকিলেও দেখিতে পায় না।
এই সংসারে কেউ যায় (না) আসেও না।
এমন ভাবে[৩] বিলাস করে যোগী কাহ্নিল॥

১. অর্থাৎ সহজাবস্থায়। ২. অর্থাৎ লোকের সত্যদৃষ্টি থাকে না। ৩. অথবা এমন সংসারে।

৪৩

ভুসুকু

সমরস চর্যা

সহজ মহাতরু এ ত্রৈলোক্যে বিস্তৃত।
খসমস্বভাবে ওরে কে বদ্ধ (কে) মুক্ত[১]।

১. অথবা কে বন্ধনমুক্ত। অথবা কে না মুক্ত।

জিম জলে পাণিআ টলিয়া ভেউ[১] ন জাঅ
তিম মণরঅণা[২] রে সমরসে গঅণ সমাঅ ॥ ধ্রু ॥
জাসু ণাহি[৩] অপ্পা তাসু পরেলা[৪] কাহি
আই-অনুঅণা রে জামমরণভব নাহি ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব
(এথু)[৫] জাই ণ আবয়ি রে ণ তংহি ভাবাভাব ॥ধ্রু॥

১. 'ভেড়' মূল, 'ভেউ' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে ("বাহ্যনীরান্তরপতনভেদো ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ")। ২. 'মরণ অঅণা' মূল, 'মণরঅণা' অর্থসঙ্গতি ও বৃত্তি অনুসারে ("তথা মনো বোধিচিত্তরত্ন")। ৩. 'যৎপুণাহি' মূল, 'জাসু ণাহি' বৃত্তি। ৪. 'অধ্যাতা স্বপরেলা' মূল, 'আপ্পা তাসু পরেলা' বৃত্তি অনুসারে। ৫. ছন্দের খাতিরে ও বৃত্তি অনুসারে ("এতস্মিন্")।

৪৪

কঙ্কণ[১]

রাগ মল্লারী

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ
সকল-ধাম উইআ তবেঁ ॥ ধ্রু ॥
আচ্ছুহুঁ[২] চউখন সংবোহী
মাঝ নিরোহ[৩] অণুঅর বোহী ॥ ধ্রু ॥
বিন্দুণাদ[৪] ন হিএঁ[৫] পইঠা
অণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥ ধ্রু ॥
জথাঁ[৬] আইলেসি তথা জান
মাঝেঁ[৭] থাকী সঅল বিহাণ ॥ ধ্রু ॥
ভণই কঙ্কণ কলএল-সাদেঁ
সর্ব্ব বিচ্ছুরিল[৮] তথতানাদেঁ[৯] ॥ ধ্রু ॥

১. 'কৌঙ্কণ' বৃত্তির শীর্ষক। ২. 'আচ্ছুহুঁ' মূল, 'আছ' প্রতিলিপি, 'আছই' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৩. 'নিরোহেঁ' প্রতিলিপি। ৪. 'বিহুণাদ' মূল, 'বিন্দুনাদ' বৃত্তি অনুসারে। ৫. 'ণহি এঁ' মূল, 'ণ হিএঁ' বৃত্তি অনুসারে ("চিত্তবোধনং প্রনষ্টং")। ৬. 'জঠীং' প্রতিলিপি। ৭. 'মাসং' মূল, 'মাঝেঁ' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৮. 'চুরিল' প্রতিলিপি, 'শুনিল' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৯. 'তধতা' মূল, 'তথতা' প্রতিলিপি ও বৃত্তি অনুসারে।

যেমন জলে জল পড়িলে ভিন্ন করা যায় না
তেমনি ওরে মনরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে।
যাহার নাই আত্মা তাহার পর কোথায়।
আদি-অনুৎপন্ন (যাহা), ওরে (তাহার) জন্মমরণ স্থিতি নাই।
ভুসুকু ভনে সনির্বন্ধে, রাউতু ভনে সনির্বন্ধে—সকলই এই স্বভাব।
(এখানে সে) যায় না আসেও (না), নাই তাহাতে অস্তিত্বনাস্তিত্ব ॥

৪৪

কঙ্কণ

তথতানাদ চর্যা

শূন্যে শূন্য মিলিল যখন
সকল ধর্ম উদিত হইল তখন।
আছি (আমি) চতুঃক্ষণ সংবোধিতে।
মাঝ-নিরোধে অনুত্তর বোধি (লাভ হয়)।
বিন্দুনাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল না।
এক চাহিতে আর বিনষ্ট হইল।
যেখান হইতে আসিলে সেখান জান।
মাঝে থাকিয়া সকল বিধান (হয়)।
ভনে কঙ্কণ—কলকল-শব্দে
সকল বিচূর্ণ হইল তথতা-নাদে ॥

৪৫

কাহ্ন

রাগ মল্লারী

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল[১] পাতহ বাহা[২] ॥ ধ্রু ॥
বরগুরুবঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ[৩] ॥ ধ্রু ॥
বাটই[৪] সো তরু সুভাসুভ পানী
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো-তরু-ছেব ভেবউ ন[৫] জাণই[৬]
সড়ি পড়িআঁ[৭] রে মূঢ় তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
সুন তরুবর[৮] গঅণ কুঠার
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥

১. 'বহন' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ২. 'পাত ফলাহা' শাস্ত্রী, 'পাত ফলবাহা' বাগচী তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৩. 'উইজউ' প্রতিলিপি। ৪. ='বাঢ়ই'। ৫. ='ভেব নউ'। ৬. 'জাইণ' মূল, 'জানই' শাস্ত্রী বৃত্তি অনুসারে। ৭. 'পরিআঁ' প্রতিলিপি। ৮. 'সুতরু' মূল, 'সুন তরুবর' বৃত্তি।

৪৬

জয়নন্দী

রাগ শবরী

পেখই[১] সুঅণে অদশ জইসা
অন্তরালে মোহ[২] তইসা ॥ ধ্রু ॥
মোহ[৩]-বিমুক্কা জই মণা[৪]
তবেঁ তুটই অবণা গমণা ॥ ধ্রু ॥

১. 'পেখ' বৃত্তি অনুসারে ("পশ্য")। ২. 'মোহ' মূল, 'সোহ' প্রতিলিপি, 'সোহব' (=সো-ভব) বৃত্তি অনুসারে ("ভববিজ্ঞানং")। ৩. 'মোদ' মূল, 'মোহ' বৃত্তি অনুসারে ("মোহবিমুক্তং")। ৪. 'মাণা' মূল, 'মণা' বৃত্তিঅনুসারে ("স্বচিত্ত," "সংসারমনো যদি মোহবিমুক্তং ভবতি") এবং বাগচী তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৪৫

কাহ্ন

নিষ্ফলবৃক্ষ-ছেদ চর্যা

মন তরু, পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা
আশা (রূপ) বহুল পত্রবাহী[১]।
সদ্‌গুরু বচন (রূপ) কুঠারে ছেদ করিতে হয়।
কাহ্ন ভনে—তরু পুনরায় গজায় না।
বাড়ে সে তরু শুভ-অশুভ (রূপ) জলে[২]।
বিদ্বজ্জন (তাহাকে) ছিন্ন করে গুরু-প্রমাণে[৩]।
যে তরুচ্ছেদ-রহস্য জানে না,
ওরে মূঢ় খিন্ন হইয়া পড়িয়া সেই সংসার মানিয়া লয়।
শূন্য তরুবর, গগন কুঠার।
ছেদন কর সেই তরু, (না) মূল না ডাল[৪] ॥

১. অথবা আশারূপ বহুল পত্রফলবাহী। ২. অর্থাৎ পাপপুণ্য-কর্মফলরূপ জলসেকে। ৩. অর্থাৎ গুরু-উপদেশ অনুসারে। ৪. অর্থাৎ ডাল মূল কিছুই যেন না থাকে।

৪৬

জয়নন্দী

ছায়ামায়া চর্যা

স্বপ্নে যেমন আরসি[১] দেখ
অন্তরালে মোহ[২] তেমনি।
মোহবিমুক্ত যদি মন (হয়)
তবে টুটে আনাগোনা।

১. অথবা স্বপ্নে অদৃষ্ট(-দর্শন) যেমন। ২. অথবা সেই ভব অর্থাৎ সংসার।

নৌ[১] দাটই[২] নৌ তিমই ন চ্ছিজই
পেখ মাঅ[৩]-মোহে বলি বলি বাঝই ॥ ধ্রু ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা
বিণি[৪] পাখেঁ সোই বিণাণা[৫] ॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথতাস্বভাবে ষোহিঅ
ভণই জঅনন্দি ফুড় অণ[৬] ণ হোই ॥ ধ্রু ॥

১. 'নো' বৃত্তি। ২. ='দাঢ়ই'। ৩. 'মোঅ' মূল, 'মাআ' বৃত্তি ("কুধিয়ঃ") ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৪. 'বেণি' মূল, 'বিণি' বৃত্তি অনুসারে ("পক্ষা-পক্ষভিন্নং")। ৫. 'বিণা' মূল, 'বিনানা' অথবা 'বিণাণা' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৬. 'ফুডঅন' মূল, 'ফুড় অন' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৪৭

ধাম

[রাগ] গুঞ্জরী

কমল-কুলিশ মাঝে ভই ম মিঅলী[১]
সমতা-জোএঁ জলিঅ চণ্ডালী ॥ ধ্রু ॥
ডাহ[২] ডোম্বী-ঘরে লাগেলি আগি
সসহর[৩] লই ষিঞ্চহুঁ[৪] পাণী ॥ ধ্রু ॥
নউ খর[৫] জালা ধূম ন দিশই
মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধ্রু ॥
দাটই[৬] হরি-হর-বাহ্ম ভড়ারা[৭]
দাটা[৮] হই ণবগুন শাসন-পড়া ॥ ধ্রু ॥
ভণই ধাম ফুড় লেহুঁ রে[৯] জানী
পঞ্চনালেঁ উঠি[১০] গেল পানী ॥ ধ্রু ॥

১. 'মইঅ গিঅলী' প্রতিলিপি। ২. 'দাহ' বৃত্তি। ৩ 'সহ ষলি' পুথি 'সসহরঁ' বৃত্তি ("সসহরমিতি")। ৪. 'সিঞ্চহু' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৫. 'খড়' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ৬. 'ফাটই' মূল, 'দাটই' (=দাঢ়ই) প্রতিলিপি। ৭. 'ভরা' মূল। ৮. 'ফীটা' মূল। ৯. 'লেঙ্গুরে' মূল, 'লেহুঁ রে' প্রতিলিপি। ১০. 'উঠে' মূল, 'উঠি' প্রতিলিপি।

পুড়ে না ভিজে না ছিঁড়ে না।
দেখ-মায়া-মোহে বারবার বদ্ধ হয়।
ছায়া মায়া কায়া — সমান,
বিনা[1] পক্ষে সেই বিজ্ঞান[2]।
চিত্ত তথতাস্বভাবে শোধন করিতে হয়।
ভনে জয়নন্দি স্পষ্ট করিয়া—অন্য কিছুতে নয়॥

১. অথবা দুই। ২. অথবা সেইই জ্ঞান।

৪৭

ধাম

গৃহদাহ চর্যা

কমল কুলিশ মাঝে হইলাম আমি মিলিত,
সমতা-যোগে চণ্ডালী জ্বলিত।
দাহ ডোম্বী-ঘরে, আগুন লাগিয়াছে।
শশধর লইয়া সিঁচিতেছি[1] জল।
না খর জ্বালা[2] না ধোঁয়া দেখা যায়,
সুমেরু-শিখর ধরিয়া গগনে পশে।
পুড়িতেছে হরি হর ব্রহ্মা ঠাকুর,
পুড়িয়া গেল ন-গুণ শাসনপাট্টা[3]।
ভনে ধাম স্পষ্ট করিয়া—জানিয়া লইলাম[4],
পাঁচ নালে জল (উর্দ্ধে) উঠিয়া গেল॥

১. অথবা সেচন কর (তিব্বতী অনুবাদ)। ২. অথবা খড়ের জাল (তিব্বতী অনুবাদ)। ৩. অর্থাৎ নয় ফলক বিশিষ্ট তাম্রশাসন-পট্ট, অথবা উপবীত ও তাম্রশাসন-পট্ট। ৪. অথবা জানিয়া লও।

৪৮

"কুক্কুরীপা"

রাগ পটমঞ্জরী

কুলিশ-ভর-নিদ বিআপিল
সমতা জোএ মণ্ডল সঅল ॥
বিষয় ইন্দিপুর সব জিতেল
শূনরাঅ মহাসুহেঁ ভইল ॥
তূর শাঙ্খ ধনি অনহা গাজই
মোহ ভববল দূরে ভাজই ॥
সুহ-নঅরীএ লই আগ থাতি
আঙ্গুলি উভ তোলি[১] কুক্কুরীপা ভণথি ॥
এ তৈলোএ মহাসুহেঁ লইঅ[২]
অথ নিনাদেঁ কুক্কুরীপাএঁ[৩] কহিঅ ॥ [৪]

১. "অঙ্গুলীমূর্দ্ধীকৃত্য" বৃত্তি।
২. "এতৎ ত্রৈলোক্যাম্…মহাসুখেন জিতঃ" বৃত্তি।
৩. "কুক্কুরীপাদেন" বৃত্তি।
৪. বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে পরিকল্পিত।

৪৯

ভুসুকু

রাগ মল্লারী

বাজ[১] ণাব পাড়া[২] পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ দঙ্গালে[৩] দেশ[৪] লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসুকু[৫] বঙ্গালী[৬] ভইলী
নিঅ ঘরিনী চণ্ডালেঁ[৭] লেলী ॥ ধ্রু ॥

১. 'রাজ' বাগচী তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।
২. 'পাড়ী' মূল, 'পাড়া' প্রতিলিপি।
৩. 'দঙ্গালে' মূল, 'দঙ্গাল' প্রতিলিপি, 'বঙ্গালে' শাস্ত্রী বৃত্তি অনুসারে। ("অদ্বয়-বঙ্গালেন")।
৪. 'দ্রেশ' মূল, 'দেশ' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে, 'ক্লেশ' শাস্ত্রী বৃত্তি অনুসারে ("ন ক্লেশাঃ…")।
৫. 'ভুস্থ' মূল, 'ভুসুকু' বৃত্তি অনুসারে।
৬. 'বঙ্গালি' প্রতিলিপি।
৭. 'চণ্ডালী' মূল ও তিব্বতী অনুবাদ, 'চণ্ডালে' বৃত্তি অনুসারে ("চণ্ডালে-নেতি")।

৪৮

কুক্কুরীপা

রাজ্যজয় চর্যা

বজ্র নিদ্রা ভরে ব্যাপৃত
সমতাযোগ (যুক্ত) সেনামণ্ডল।
বিষয়েন্দ্রিয়ের দুর্গসমূহ জিত হইল,
শূন্যরাজ মহাসুখী[১] হইলেন।
তূর্য্য-শঙ্খ-ধ্বনি অনাহত গর্জন করিল,
সংসার-মোহ (রূপ) সৈন্য দূরে পলাইল।
সুখনগরীতে অগ্র[২] স্থান সব জয় করা হইল।
আঙ্গুল উর্ধ্বে তুলিয়া কুক্কুরীপা বলিতেছেন,
এই ত্রৈলোক্যে (সব)[৩] মহাসুখের দ্বারা গৃহীত হইল,
তত্ত্বার্থ নিনাদ করিয়া কুক্কুরীপাদ কহিলেন॥

১. অথবা শূন্যে মহাসুখ রাজা হইলেন। ২. অথবা 'প্রধান। ৩. অথবা এই ত্রৈলোক্য। ৪. তিব্বতী অনুবাদ ও বৃত্তি অবলম্বনে।

৪৯

ভুসুকু

জলদস্যু চর্য্যা

বজ্র[১]-নওয়ারা[২]-পদ্মা[৩] খালে বাওয়া হইল,
নির্দয় দস্যু দেশ লুট করিল[৪]।
আজ ভুসুকু (আমি) বাঙ্গালি হইলাম,
নিজ গৃহিণী চণ্ডালে লইয়া গেল[৫]।

১. অথবা রাজ-নওয়ারা (তিব্বতী অনুবাদ)। ২. অথবা নৌকা পাড়ি দিয়া। ৩ অথবা পদ্ম। ৪. অথবা অদ্বয়-বাঙ্গাল দেশ (কিংবা ক্লেশ) লুট করিল (বৃত্তি অনুসারে)। অথবা নির্দয়ভাবে বাঙ্গাল দেশ লুট করিল (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)। ৫. অথবা চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণী করিলাম।

দহিঅ[১] পঞ্চ পাটণ ইন্দি-বিসআ[২] ণঠা
ণ জানমি[৩] চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
সোণ রুঅ[৪] মোর কিম্পি ণ থাকিউ
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ[৫] ॥ধ্রু॥
চউ-কোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস[৬]
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥ ধ্রু ॥

১. 'ডহি জো' মূল, 'উডি জো' প্রতিলিপি, 'দহিঅ' বৃত্তি। ২. 'পঞ্চ-ধাট ণই দিবি সংজ্ঞা' মূল, 'পঞ্চধাত শ ইদিবিসআ' প্রতিলিপি, 'পঞ্চপাটন ইন্দিবিসআ' বৃত্তি অনুসারে, ("পঞ্চপাটনমিতি…ইন্দ্রিয়বিষয়ঞ্চ")। ৩. 'জাণমি' প্রতিলিপি। ৪, 'সোণত রুঅ' মূল, 'সোন রুঅ' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ। ৫. 'বুড়িউ' বৃত্তি অনুসারে ("মহাসুখরত্ননিমগ্নোহং")। ৬. 'লই অশেষ' তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে।

৫০

"শবর"

রাগ রামক্রী

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী[১] হিএঁ[২] কুরাড়ী
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে সুঘাড়ী[৩] ॥ ধ্রু ॥
ছাড়[৪] ছাড় মাআ-মোহা বিষমে দুন্দোলী
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী[৫] ॥ ধ্রু ॥
হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ী খসমে[৬] সমতুলা
ষুকড়[৭] এবে[৮] রে কপাসু[৯] ফুটিলা[১০] ॥ ধ্রু ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না[১১] বাড়ী তাএলা
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ[১২] ॥ ধ্রু ॥ [১৩]

১. 'বাড্‌ডী' মূল, 'বাঢ়ী' প্রতিলিপি, 'বাড়ী' বৃত্তি অনুসারে ("তল্লগ্নবাটিকাসন্ধ্যয়া")। ২. 'হেঞ্চে' মূল, 'হিএঁ' বৃত্তি অনুসারে ("হৃদয়েনেতি")। ৩. 'উপাড়ী' মূল, 'সুঘাড়ী' বৃত্তি অনুসারে ("সুঘটং")। ৪. 'ছাড়ু' মূল, 'ছাড়' বৃত্তি। ৫. 'সুণমে হেলী' মূল, 'সুণ মেহেলী' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ। ৬. 'খঃসমে' মূল, 'খসমে' বৃত্তি অনুসারে। ৭. 'যুকড়এ সেরে' মূল, 'যুকড় এসে রে' প্রতিলিপি। ৮. 'এবে' বৃত্তি অনুসারে ("ইদানীং")। ৯. 'কপাসঁ এবে রে যুকড় ফুটিলা' বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে। ১০. 'ফুলিটিলা' মূল। ১১. 'জোহ্ন' বৃত্তি। ১২. = 'ফুলিলা'। ১৩. এই পদটি তিব্বতী অনুবাদে নাই।

পাঁচ পাটন দগ্ধ ইন্দ্রের বিষয়[1] নষ্ট।
না জানি চিত্ত মোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট।
সোনা রূপা মোর কিছুই থাকিল না,
নিজ পরিবারে মহাসুখে রহিলাম।
চারি কোটি ভাণ্ডার মোর লইয়া শেষ (করিল)[2]
জীয়ন্তে মরায় (ইতর-) বিশেষ নাই ॥

১. অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়। ২. অথবা সব লওয়া হইল (তিব্বতী অনুবাদ)।

৫০

"শবর"

মত্তশবরমুভ্যা চর্যা

গগনে গগনে তৃতীয় (বৃক্ষ) বাটিকা, হৃদয়ে কুঠার,
কণ্ঠে (লগ্ন) নৈরামণি বালিকা, জাগিয়া থাকিলে মঙ্গল।
ছাড় ছাড় মায়ামোহ (রূপ) বিষম গ্রন্থি।
মহাসুখে বিলাস করেন শবর শূন্য অবরোধ লইয়া।
এই সে আমার তৃতীয় বাটিকা খসমের সমতুল্য,
চমৎকার এখন ওরে কাপাস (ফুল) ফুটিল।
তৃতীয় বাটিকার পাশের জ্যোৎস্না বাটিকা (প্রস্তুত হইলে) তখন
দূর হইল অন্ধকার, ওরে আকাশ ফুল ফুটাইল।

কঙ্গুচিনা[১] পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা[২] ॥ধ্রু॥
চারিবাসে গড়িল[৩] রে[৪] দিআঁ চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা[৫] কান্দই[৬] সগুণ[৭] শিআলী ॥ধ্রু॥
মারিল[৮] ভবমত্তা রে দহ-দিহে দিধলি বলী
হেরি সে[১০] সবরো[১১] নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী ॥ ধ্রু ॥

১. 'কঙ্গুরি না' মূল, 'কঙ্গুচিনা' বৃত্তি অনুসারে ("কং...যস্ত অঙ্গচিনমিতি") ও শহীদুল্লাহ। ২. 'ভেলা' মূল, 'তোলা' বৃত্তি অনুসারে ("বিহ্বলীভূয়")। ৩. 'ভাইলা' মূল, 'গড়িল' বৃত্তি। ৪. 'রেঁ' মূল। ৫. 'হকএলা' মূল, 'ডাহ কএলা' বৃত্তি-অনুসারে ("দগ্ধ্যা")। ৬. 'কান্দশ' মূল। ৭. 'সগুণা' প্রতিলিপি। ৮. '=মরিল'। ৯. 'দিধ লিবলী' মূল। ১০. 'হে রসে' মূল, 'হেরে ষে' প্রতিলিপি। ১০. 'সবরো' মূল, প্রতিলিপি 'শবরী' ও তিব্বতী অনুবাদ।

কঙ্গুচিনা[১] পাকিল, ওরে শবরশবরী মাতিল।
দিনের পর দিন শবর কিছুই টের পায় না, মহাসুখে ভোর।
চারি বাঁশে[২] (খাট) গড়িল ওরে চেঁচাড়ি দিয়া।
তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল, কান্দিল শকুনি শৃগাল।
সংসারমত্ত মরিল, ওরে দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হইল।
এই যে শবর[৩] নির্মূল হইয়া গেল, শবরগিরি ছুটিয়া গেল॥

১. অর্থাৎ কাংনি দানা। ২. অথবা চারিপাশে (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে)
৩. অথবা শবরী।

পরিশিষ্ট

*১

দারক

ফোইরে[১] বংশা বাজিরে[২] বীণা
অনহা সাদেঁ[৩] তিহুঅন লীণা[৪] ॥
অনুপম বুঝি রে[৫] দারক লইআ
ভেদি রে[৬] রিদ্ধি সিদ্ধি লোহি[৭]-পসাআ ॥
গঙ্গা যমুনাএ দইরন্তি সখি রে
রবি শশি গগন-দুআরে
উদি গেল[৮] চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে
গগনশিখর মাঝে পবন হেণ্ডারে ॥
পবন পঞ্চাশত একু রে বদ্ধা
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

১. অথবা 'ফোইলে'। ২. অথবা 'বাজিলে'। ৩. 'অনুহত সর্ব্বদেব' শাস্ত্রী।
৪. অথবা 'রুণা'। 'রিণা' শাস্ত্রী। ৫. অথবা 'বুঝিলে'। 'বুজি রে' শাস্ত্রী।
৬. অথবা 'ভেদিলে'। ৭. 'রোহি' শাস্ত্রী। ৮. 'গের' শাস্ত্রী।

পরিশিষ্ট

*১

দারক

সঙ্গীত চর্যা

ফুঁ দেওয়া হইল বাঁশিতে, ওরে বাজান হইল বীণা,
অনাহত শব্দে ত্রিভুবন লীন (হইল)।
ওরে অনুপম বুদ্ধি লইল দারক,
লুই-প্রসাদে ঋদ্ধি-সিদ্ধি ভেদ করিল।
গঙ্গা যমুনায় (মিশিল ?) ওরে সখী,
রবি শশী গগনদ্বারে।
উদিত হইল চন্দ্র-রবি অষ্টাঙ্গে,
গগন-শিখর মাঝে পবন হাঁটরাইতেছে।
ওরে পঞ্চাশ[১] পবন একত্র বদ্ধ (হইয়াছে)।
বিপরীতকরণে দারক সিদ্ধ (হইল)॥

১. অথবা উনপঞ্চাশ (?)।

★

মীননাথ

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্মকুরঙ্গ সমাধি-কপাট[১]।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমলমধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥

১. 'সমাধিক পাট' শাস্ত্রী।

★৩

কাহ্নু

বামে দাহিনে গুম ঘাট
ভণই কাহ্নু অন্তরালেঁ বাট ॥

★৪

শান্তি

অম্বর ফুলিলা মাকাএ (?) অপতিঠাণ গরুআ
ভাবাভাববিমুক্কা রে সকল-ই সুদ্ধ-সরুআ।
চিন্তা চিন্ততে পোহাই গেলি রাতী[১]
দীবা জালী বাট চাহন্তি শান্তী ॥

১. 'রতী' পাঠ।

★৫

শান্তি

উইঅউ রে ভুসুকু তারা
শান্তি ভণই পোহান্ত পহারা ॥

*২

মীননাথ

কহেন গুরু পরমার্থের বত্ম
কর্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি কপাট[১]।
কমল ফুটিলে শামুক কহিবে না,
কমলমধু পান করিতে ভোমরা ধোকায় পড়ে না ॥

১. অর্থাৎ কর্মরূপ হরিণের ফাঁদের আগল। অথবা কর্মরূপ হরিণের সমাধির ব্যবস্থা।

*৩

কাহ্নু

বামে ডাহিনে গুল্ম[১] ঘাট[২],
কাহ্নু ভনে—মাঝ খানে পথ ॥

১. সিপাহীর থানা, অথবা ঝোপঝাড়। ২. তরপণ্য সংগ্রহকারীর ঘাঁটি, অথবা প্রপাত।

*৪

শান্তি

আকাশে ফুল ফুটিয়াছে...প্রতিষ্ঠানহীন (অথচ) গুরু।
ভাবাভাব-বিমুক্তের কাছে ওরে সকলই শুদ্ধস্বরূপ।
চিন্তা চিন্তিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল,
দীপ জ্বালিয়া শান্তি পথ খুঁজিতেছে॥

*৫

শান্তি

উদিত (হইল) রে ভুসুকু-তারা।
শান্তি ভনে—প্রহর পোহাইল ॥

★৬

শান্তি

কীস কএলেক অব্ ভুআ
চান্দ সুজ্জ বান্ধি জালিলিক দীপা।
হসই শান্তী সঅ আপণকরী সখী
আকাস বিআঅল দেখী॥

★৭

শান্তি

গম্ভীর ধর্ম সুনিআ বড় ভুট্‌ঠো
নিসি অন্ধারী কিম্পি ন দিট্‌ঠো।
গঅন-শিহরেঁ জই ফুল্লই ফুল্ল[১]
শান্তি ভণই তবেঁ তুউই ভুল্ল॥

১. 'ফুল্লা' পাঠ।

★৮

"শবর"

অপুব্ব বসন্ত ঢুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।
ভোড়িঅ[১] হাত্থে ন[২] চাহিঅই বিরহেঁ কেলি করেই॥

১.='ভোড়িঅ'? ২. 'হাত্থেন' পাঠ।

★৯

স তেতীসে ন বতীসে[১]।
এ তিঅ-মণ্ডল নাহি বিশেষে॥

১. 'আতেঁ তিসেঁ নব তিসীএঁ' শাস্ত্রী, 'স তেঁতীসে নবতিসি' প্রতিলিপি।

*৬

শান্তি

কীসে অদ্ভুত করিল,
চাঁদ সূর্য বাঁধিয়া দীপ জ্বালিল।
হাসে শান্তি আপনার সখী সহ
আকাশ বিয়াইল দেখিয়া॥

*৭

শান্তি

গম্ভীর ধর্ম (কথা) শুনিয়া মূর্খ তুষ্ট।
নিশি আঁধার, কিছুই দেখা গেল না।
গগনশিখরে যখন ফুল ফুটে,
শান্তি ভনে, তখন ভুল টুটে॥

*৮

"শবর"

অপূর্ব বসন্ত উদিত, শবর, আকাশ ফল ধরিয়াছে ফুল ফুলাইয়াছে।
হাতে ভাঙ্গিতে (?) চাহে না, বিরহে কেলি করে॥

*৯

সে তেত্রিশ, বত্রিশ নয়।
এ ত্রি-মণ্ডলে বিশেষ নাই।

★১০

খালত পড়িলেঁ কাপুর নাশই[১] ॥

১. 'নাশয়' পাঠান্তর।

★১১

ভব ভুঞ্জই ন বাজ্‌ঝই[১]রে অপূব বিনাণা।
জেব বি লোঅর[২] বান্ধন [তেব] বি জোইর[৩] মেলাণা ॥

১. 'বাস্‌সই' মূল, 'বাদ্ধই' প্রতিলিপি। ২. 'বিলোঅর' মূল। ৩. 'বিজোইর' মূল।

★১২

ঘাট ণ [১]গুম্মা খড়-তড়ি[২] বোহঅ।
অক্ষি বুঝিআ মাগ[৩] চালী ॥

১, 'ঘটমন' মূল। ২. 'খড়দতি' মূল। ৩. 'মাগ' মূল, 'আগ' প্রতিলিপি।

★১৩

মূঢ়ো অন্তরাল পরিমাণহ।
তুট্টই মোহজাল গুরু পুচ্ছিঅ জানহ ॥

★১৪

অনুভাব বোহ-রঅণ সুট্টু গূঢ়ো।
মুচ্চউ নাঅর বজ্‌ঝই মূঢ়ো।
ফুলিআ পঞ্চ ফুল্ল অব লীনা[১]
আকট চীঅ নিরালেঁ দীনা ॥

১. 'অবলীনা' পাঠ।

★১০

খালে পড়িলে কর্পূর নষ্ট হয় ॥

★১১

সংসার ভোগ করে (কিন্তু) বদ্ধ হয় না,—(এ) অপূর্ব বিজ্ঞান।
যাহাতে লোকের বন্ধন (তাহাতে)-ই যোগীর মুক্তি ॥

★১২

ঘাট গুল্ম খাদ তড় প্রতিভাত হয় না,
আঁখি বুজিয়া পথ[১] চলা যায়।

১. অথবা আগে।

★১৩

মূঢ়, অন্তরাল পরিমাণ কর।
মোহজাল (যাহাতে) টুটে—গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান ॥

★১৪

বোধরত্ন[১]-অনুভাব অত্যন্ত গূঢ়।
চতুর মুক্ত হইতে পারে, মূঢ় পড়ে বাঁধা!
প্রস্ফুটিত পাঁচ ফুল এখন লীন।
আশ্চর্য্য! চিত্ত নিরালম্বে দত্ত ॥

১. অথবা বুদ্ধরত্ন।

টিপ্পনী

১. বৃক্ষের সহিত দেহের উৎপ্রেক্ষা পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাধকদের কবিতায়ও মেলে। যেমন,

(শ্রীকৃষ্ণভজনে ভাই সংসারে আইনু
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষরূপ হৈনু।)
স্নেহলতা বেড়ি বেড়ি তরু কৈল শেষ
নারীরূপ কীড়া তাহে করিল প্রবেশ।
ফলরূপ ডাল ভাঙ্গি পুত্রকন্যা পড়ে
মাতা-পিতা বেঙ্গম উপরে বাসা করে।
বাড়িতে না পাইল বৃক্ষ গেল শুখাইয়া
সংসার-দাবানলে তাহাতে পড়িয়া।
দুরাশা দুর্বাসা মনে উঠি ধোঙাইয়া
লোচন পুড়িয়া মরে কহে ফুকারিয়া॥

দ্বিজ হরিদাসের অষ্টোত্তরশতনামে আছে,

ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে
কালরূপ সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।

'সহজ'-সাধনার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে লুইএর এই চর্যাটিতে। 'সহজ'-সাধনা সহজ সাধনা অর্থাৎ যে-সব ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তি দেহের সহজাত সেগুলির স্বাভাবিক বৃত্তি ও উপভোগ অস্বীকার না করিয়া সাধারণ জীবনচর্যার মধ্য দিয়া অনির্বচনীয় নির্বিকল্প মহাসুখতন্ময়তার সাধনা। এ সাধনাকে বৃত্তিকার বলিয়াছেন 'মহারাগনয়চর্যা' অর্থাৎ মহাঅনুরাগের পদ্ধতি। এই প্রাচীন সহজ-সাধনার পরিণতি যে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাধনায় লভ্য তাহা শুধু বিষয়ে নয়, 'সহজ' এই কথায়ও নয়, 'মহারাগনয়' এই নামেও। বৈষ্ণব-সাধনার 'রাগানুগা পদ্ধতি' মহারাগনয়েরই প্রতিশব্দ।

২. অসম্ভব-ঘটনামূলক প্রহেলিকা-পরম্পরা দ্বারা চর্যাগীতিটির রচয়িতা মহাসুখনয়ে যোগচর্যার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

ছত্র ১-২ : তুলনীয় শিবসংহিতা ৪৪

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনো দত্ত্বা চিত্তস্থৈর্যং লভেদ্ ভৃশম্॥

ছত্র ৩ : কর্তাভজার গানে আছে, "অন্দরেতে সদর হল।"

ছত্র ৭-৮ : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় এ বিষয়ে একটি প্রচলিত গল্প সঙ্কলিত আছে।

৩. মদ চোলাই ও শুঁড়ির দোকানে মদ বিক্রয়ের বর্ণনার দ্বারা সহজাবস্থা-প্রাপ্তির ইঙ্গিত আছে এই চর্যাগীতিতে।

ছত্র ১-২ : তুলনীয় ধর্মদাসের ধর্মমঙ্গল

মদ নাই ঘরে সুঁড়ি বলে জোড়হাতে।
পশ্চিমোদয় দিতে গেছে পাত্রের ভাগিনা
সেই হইতে ময়না-নগরে মদ মানা।
বৎসর অবধি হৈল নাই সান্ধা বান্ধা
জত কিছু রূপা সোনা সব গেল বাঁধা।
আপনার বৃত্তি রাখি পরবৃত্তি করি
অবশেষ তৈল ধন গেল ঘরগারি।
এত শুনি কালুবীর কোপে কম্পমান
কালু বলে সুঁড়ি বেটার কাট নাক কান।
লুকাইয়া মদ বেচে শহর ভিতর
সান্ধা বান্ধা নাই বলে মোর বরাবর।

ছত্র ৫ : সেকালে শুঁড়িঘরের বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল শ্বেত পতাকা।

৪. নৈরাত্মযোগিনীর সহিত হেরুকের প্রেমলীলার বর্ণনা করিতেছেন বজ্রধরাভিমানী গুণ্ডরী। সরহ দোহাকোষে বলিয়াছেন

জোইণিগাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উপসন্ন।

'যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনের দ্বারা বজ্রধর সহজে লভ্য।'

কমলকুলিস বেবি মজ্ঝঠিউ জো সো সুরঅবিলাস।
কো ন রমই তহ তিহুঅণেহি কস্‌স ন পূরই আস॥

'পদ্ম ও বজ্র দুইয়ের মধ্যস্থিত যে সেই সুরতবিলাস কে তাহাতে না মুগ্ধ হয়, ত্রিভুবনে কাহার আশা না পূর্ণ হয়!'

৫. নদী পার হইবার জন্য সেতু-নির্মাণের উপলক্ষ্যে চর্যাগীতি-কার গুরু-উপদেশের মাহাত্ম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৬. হরিণ-শিকারের বর্ণনা করিয়াছেন ভুসুকু এই চর্যাগীতিতে। হরিণ হইতেছে চিত্ত, হরিণী পবন। সাধক ভুসুকু নিজেকে ব্যাধ কল্পনা করিয়াছেন।

৭. চর্যাগীতিটির মূল উৎপ্রেক্ষা হইতেছে বাটপাড়ের দ্বারা পথিকের পথ-রোধ এবং নিকটে আশ্রয়স্থানের উদ্দেশ-প্রাপ্তি।

ছত্র ১ঃ বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে 'আলি' হইতেছে লোকজ্ঞান, 'কালি' লোকাভাস। কাহ্নের আর একটি চর্যায় (১১) আলি-কালির অর্থ করা হইয়াছে "পরিশোধিত চন্দ্রসূর্য্য"। অন্যত্র (চর্যা ১৭, সাধনমালা) আলি ও কালি যথাক্রমে "স্বরবর্ণ" (অকারাদি) ও "ব্যঞ্জনবর্ণ" (ককারাদি) বুঝাইতেছে। ইহাই মৌলিক অর্থ।

ছত্র ৫ঃ বৃত্তিকারের মতে এখানে তিন সংখ্যার সন্ধা বা সংকেত হইতেছে—বাহ্য অর্থে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল এই ত্রৈলোক্য; অধ্যাত্ম অর্থে কায় বাক্ চিত্ত, অথবা দিবা রাত্রি সন্ধ্যা, অথবা যোগ যোগিনী তন্ত্র।

জিনপুর অর্থাৎ মহাসুখপুর, সহজস্বভাবপ্রাপ্তি।

৮. চর্যাগীতিটিতে নায়ে ভরা দিয়া বিদেশি বন্দর হইতে সোনার মত মূল্যবান্ পণ্য আমদানির উৎপ্রেক্ষায় সহজাবস্থাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অধ্যাত্মসাধনার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ছত্র ১-২ঃ। 'সোনে' শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থ। এক অর্থ "সোণায়", আর অর্থ

"শূন্যদ্বারা"। "শূন্য" ও "করুণা" চর্যাগীতিকারদের ব্যবহৃত দুটি মৌলিক পারিভাষিক শব্দ। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, এবং বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া কতকটা শূন্য ও করুণার সঙ্গে তুলনা করা চলে। চর্যাগীতির সহজসাধনায় শূন্য নিরঞ্জন, করুণা নৈরাত্মা। আবার উলটা কথাও আছে, করুণা বা বোধিচিত্ত ভগবান, শূন্যতা ভগবতী।

এক অর্থে, সোনায় ভরতি করুণা-নৌকায় রূপা থুইতে ঠাঁই নাই। অন্য অর্থে, শূন্যে ভরা করুণা, অর্থাৎ শূন্য করুণাসমরস বা সহজাবস্থাপ্রাপ্ত, হওয়াতে রূপের জগতের (বা ভেদজ্ঞানের) বোধ নাই।

ছত্র ৯-১০ঃ তুলনীয় ৫. ৭-৮.

৯. মত্ত হস্তীর বাঁধন ছিঁড়িয়া যথেচ্ছ আচরণের এবং পরিশেষে তাহার দমনের উৎপ্রেক্ষায় মুক্ত যোগীন্দ্রের আচরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ছত্র ১ঃ 'এবংকার' পারিভাষিক শব্দ। অর্থ, দিবা-রাত্রি সদসৎ ইত্যাদি দ্বৈতবোধ।

ছত্র ২ঃ 'কাহ্নু' দ্ব্যর্থ। এক অর্থে পদকর্তা, অন্য অর্থে কৃষ্ণবর্ণ গজেন্দ্র।

ছত্র ৬ঃ 'তথতা' পারিভাষিক শব্দ। অর্থ, মৌলিক স্বভাব বা বিশুদ্ধ প্রকৃতি।

ছত্র ৭ঃ 'ছড়গই' বুঝাইতেছে ছয়প্রকারে উৎপন্ন তাবৎ জীব বা সত্ত্ব—অণ্ডজ, জরায়ূজ, স্বতউৎপন্ন, দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি।

ছত্র ৯ঃ 'দশবলরঅণ' বৃত্তিকারের মতে বল বৈশারদ্য প্রভৃতি দশ গুণযুক্ত তথতারত্ন বুঝাইতেছে। এই রত্নের প্রভাবে মত্ত অবিদ্যাহস্তী বশ মানে।

১০. নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের উৎপ্রেক্ষার দ্বারা সহজাবস্থাসিদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মনসা-মঙ্গলে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবসঙ্কীর্ত্তন কাব্যে শিবের সহিত নৌকাবাহিকা কোঁচ-তরুণী রূপে দেবীর প্রেম-লীলার পূর্বাভাস পাইতেছি এই চর্যাগীতিতে। সাধক এখানে নিজেকে নাঙ্গা কাপালিক কল্পনা করিয়াছেন।

ছত্র ১-২ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মপূজাপদ্ধতিতে এই দুই ছত্রের এই রূপান্তর রক্ষিত আছে

পখুর-পাড়েতে সদা-ডোমের কুড়িয়া
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ-বড়ুয়া।

ছত্র ১১-১২ঃ তুলনীয় কাহ্নের দোহা

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরিণী লই কেলি করন্ত।
ণিঅ ঘরে ঘরিণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই॥

'কিছুই করে না সে—না মন্ত্র না তন্ত্র, শুধু নিজ গৃহিণীকে লইয়া ক্রীড়ারসে মত্ত থাকে। গৃহিণী নিজ ঘরে যতক্ষণ না মজে ততক্ষণ কি পাঁচ-রঙা বিহার হয়!'

জেঁ কিঅ ণিচ্চল মণ-রঅণ ণিঅ ঘরিণী লই এত্থ।
সোহ বাজির ণাহু রেময়িঁ বুত্ত পরমত্থ॥

'যে নিজ গৃহিণীকে লইয়া এখানে মনরত্নকে নিশ্চল করিয়াছে, ওরে সেইই বজ্রধর-নাথ,—আমি পরমার্থ বলিয়া দিলাম।'

১১. সংসারের মায়ামোহমুক্ত হইয়া কাপালিক যোগীর পরিপূর্ণ বেশে নগরভ্রমণ উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে যোগসাধনার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

ছত্র ১ঃ তুলনীয় শিবসংহিতা ৩৬

পদ্মাসনস্থিতো যোগী জনসঙ্গবিবর্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়ম্ অঙ্গুলিভ্যাং নিরোধয়েৎ॥

ছত্র ৯ঃ 'শাসু' এক অর্থে শাশুড়ী, অপর অর্থে শ্বাস যাহা মুনিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন "মনঃ পবনং" বলিয়া। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী 'নণন্দ, শালী, মাঅ' বুঝাইতেছে "চক্ষুরিন্দ্রিয়াদিবিজ্ঞানবাতং নানাপ্রকারং বোদ্ধব্যং তং নিঃস্বভাবীকৃত্য অবিদ্যাং চ মায়ারূপাং"।

১২. চর্যাগীতিটিতে দাবা-খেলার রূপকের সাহায্যে সংসারমুক্তিরূপ পরমার্থসাধনের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ছত্র ১-২ : মুনিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "করুণেতি স্বাধিষ্ঠানচিত্তরূপং চিত্তং বোদ্ধব্যম্। পিড়ীতি তস্যাশ্রয়সপ্তদোষাঃ সমাধিমলা বোদ্ধব্যাঃ। তান্ ফাটয়িত্বা নিরাসীকৃত্য নয়ং মন্ত্রনয়রহস্যং তমেব বোধিচিত্তং বজ্রগুরোরুপদেশাৎ সম্যক্ কুলিশাব্জসংযোগেন উভয়োরেকতয়া অবিরতানন্দাভিযোগেন ক্রীড়াং কুর্বন্ সন্ ভববলং বিষয়াভাসমলং অক্লেশবশেন অস্মাভিঃ কৃষ্ণাচার্যৈর্জিতম্।" অতএব অনুমান করা যায় যে প্রথম ছত্রের এই পাঠ বৃত্তিকার পাইয়াছিলেন

করুণা পিড়ি ফাড়ি খেলহুঁ নঅ-বল।

ছত্র ৩ : মুনিদত্তের ব্যাখ্যায় 'ভূআ' "আভাসদ্বয়ং" এবং "ঠকুরমবিদ্যাচিত্তং"। 'মাদেসি' মুনিদত্তের ব্যাখ্যায় "মিলিতম্," তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে "অভিমুখ"। সুতরাং আসল পাঠ সম্ভবত ছিল 'মিলেসি'।

ছত্র ৪ : মুনিদত্তের ব্যাখ্যা অনুসারে পাঠ ছিল 'জিনবর' বা 'জিনঅর'।

ছত্র ৫ : বৃত্তি অনুসারে 'বড়িআ' সন্ধাসংকেতে বুঝাইতেছে একশ যাট প্রকৃতি ("ষষ্ট্যুত্তরশতপ্রকৃতয়ঃ")। 'তোড়িঅ' অর্থ তোড়ে ("বজ্রজপক্রমেণ")।

'মরাড়িইউ' ভ্রান্ত পাঠ মনে হয়। মুনিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন "নিঃস্বভাবীকৃত্য"। অতএব 'মারিউ' বা 'মাড়িউ' আসল পাঠ ছিল মনে করি।

ছত্র ৬ : মুনিদত্তের মতে "গঅবরেণেতি যোগীন্দ্রস্য তথতাচিত্তগজেন্দ্রেণ"! 'পাঞ্চজনা' অর্থ "পঞ্চস্কন্ধাত্মক-পঞ্চবিষয়স্য"।

ছত্র ৭ : 'মতিএঁ' এক অর্থে মন্ত্রীর দ্বারা, অন্য অর্থে বুদ্ধির দ্বারা ("মত্যা প্রজ্ঞাপারমিতানুবুদ্ধ্যা" বৃত্তি)।

'পরিনিবিত্তা' "পরিনির্বাণারোপিতং কৃতং"।

'অবশ করিআ' অর্থ সুনিশ্চিতভাবে (বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ)।

ছত্র ৮ : 'দায়' অর্থ দাঁও ("প্রাভৃতাশয়াভিপ্রায়ং")।

১৩. নৌকা করিয়া অভিসারযাত্রার রূপকে মহাসুখসাধনার বর্ণনা। চর্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

ছত্র ১ : ত্রিশরণের আদি অর্থ বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ—বৌদ্ধ অধ্যাত্মসাধনায় এই তিন আশ্রয়। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি"—ইহাই

ত্রিশরণ মন্ত্র। এখানে সহজসাধনায় অর্থ কায় বাক্ চিত্ত। মুনিদত্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে সন্ধাসংকেতে ত্রিশরণ নৌকা বুঝাইতেছে সেই চতুর্থ শরণ মহাসুখকায়, যাহাতে কায়-বাক্-চিত্ত লীন হইয়াছে।

'অঠকমারী' শব্দের অর্থ ও পাঠান্তর শব্দকোষে দ্রষ্টব্য।

ছত্র ৫ঃ 'পঞ্চ তথাগত' পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধ—এখানে বৃত্তি-অনুসারে "বিশুদ্ধ-পঞ্চতথাগতাত্মকং স্বদেহং"।

ছত্র ৬ঃ তুলনীয় বোধিচর্যাবতার

মানুষীং নাবমাসাদ্য তর দুঃখমহানদীম্।
মূঢ় কালো ন নিদ্রায়া ইয়ং নৌর্দুর্লভা পুনঃ॥

মানুষ-দেহ নৌকা পাইয়া দুঃখমহানদী উত্তীর্ণ হও। মূঢ়, ঘুমাইবার সময় নয়। পুনরায় এ নৌকা লাভ না হইতে পারে।'

১৪. ডোমনী পরিচালিত নৌকায় নদী-পারাপারের রূপকের দ্বারা সহজ-সাধনার বিশেষত্বের ও উৎকর্ষের দ্যোতনা রহিয়াছে এখানে।

ছত্র ১ঃ 'গঙ্গা, যমুনা' যোগসাধনার সঙ্কেতে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী বুঝায়। ইড়া বামনাসাপুটে চন্দ্রের অমৃতধারাবাহী, পিঙ্গলা দক্ষিণ-নাসাপুটে সূর্যের বিষধারাবাহী। তুলনীয় শিবসংহিতা ১৩২, ১৩৩

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসাং তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিম্॥
ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্লভঃ॥

'গঙ্গা-যমুনার মধ্যে এই সরস্বতী বহিতেছে। তাহাদের সঙ্গমস্থলে যিনি স্নান করেন তিনি ধন্য এবং তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। ইড়াকে বলে গঙ্গা পিঙ্গলাকে বলে যমুনা। মাঝখানে যাহা তাহাকে বলে সরস্বতী। এই তিনের একত্র সংযোগ অতিদুর্লভ।'

মূল পাঠ ছিল 'নঈ' অর্থাৎ নদী। তাহা না হইলে 'বহই' পদের কর্তা থাকে না এবং রূপকেরও সর্বাঙ্গীণতা থাকে না। মুনিদত্ত 'নাই' পাঠ

ধরিয়াছেন। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে পাই "মার্গ"। সুতরাং তিব্বতী অনুবাদক 'নাঙ্গ' পাঠ পান নাই, 'নঙ্গ' পাইয়াছিলেন।

বৃত্তিকার গঙ্গা-যমুনা বলিতে বুঝিয়াছেন "চন্দ্রাভাসসূর্য্যাভাসৌ গ্রাহ্য-গ্রাহকৌ"।

ছত্র ২ঃ বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা ("স্থিত্বা") এবং তিব্বতী অনুবাদ 'বুড়িলী' পাঠই সমর্থন করে। 'মাতঙ্গী' শব্দটি বৃত্তিকার "মত্তাঙ্গী" ("সহজযানপ্রমত্তাঙ্গী") বলিয়া ধরিয়াছেন।

ছত্র ৬ঃ 'পাণী ন পইসই সান্ধি' অর্থ "যোগীন্দ্রস্য কায়ে পানীয়ং বিষয়োল্লোলনং [ন] বিশতি"।

ছত্র ৭ঃ 'চান্দ' "প্রজ্ঞাজ্ঞানং", 'সুজ্জ' "উৎপাদাদ্বয়জ্ঞানং", 'পুলিন্দা' সন্ধাভাষায় "নপুংসক"। বৃত্তিকারের মতে এই ছত্রের অর্থ—চাঁদ, সূর্য্য এবং পুলিন্দ এই তিন সৃষ্টিসংহারকারক। নৌকার রূপকে এ অর্থ গ্রাহ্য নয়। আসল বাহ্য অর্থ হইতেছে—চাঁদ ও সূর্য্য দুই চাকা মাস্তুলে পাল মেলিবার ("সৃষ্টি") ও গুটাইবার ("সংহার") জন্য।

১৫. সহজসাধনমার্গ ঋজুবর্ত্ম। অন্য সাধনায় লোক বিপথে যায়। আর সংসার তো সমুদ্র, সেখানে ভেলা বা নৌকা কিছুই নাই। স্থলমার্গের রূপকে সাধনসঙ্কেতের দ্যোতনা আছে এই চর্যাগীতিতে। তুলনীয় চর্যা ২৬।

ছত্র ১ঃ 'স্বসংবেদন' অর্থে স্বয়ম্ভূয়মান নির্বিকল্প মহাসুখ। তীলপা দোহায় বলিয়াছেন

> চিত্ত মরই জহি পবণ তহি লীণো হোই ণিরাস।
> সঅ-সংবেঅণ তত্তফলু কস্স কহিজ্জই কীস।

'যেখানে চিত্ত মরে সেখানে পবন বিলীন ও আশা নিরস্ত হয়। সেই স্বসংবেদন-তত্ত্বের ফল কাহাকে কহা যায় কি করিয়া!'

> গুণদোস-রহিঅ এহু পরমথ।
> সঅ-সংবেঅণ কেণ বিণথ॥

'এই পরমার্থ গুণদোষরহিত। স্বসংবেদন কাহার বিন্যস্ত!'

সরহ স্বসংবিত্তির লক্ষণ দেখাইয়া দিয়া তাহার উপদেশ গুরুলভ্য বলিয়াছেন।

ণিত্তরঙ্গ চক্‌খ বিফল আসেঁ
পবণ বি তুট্‌টই ণিঅমণ ণাসেঁ।
চিত্ত বি গই অচিত্ত উএসহি
সদ্‌গুরু-বঅণেঁ ফুড় পড়িহাসহি॥

'ইন্দ্রিয় নিস্তরঙ্গ, আশা বিফল। নিজমন নাশের সঙ্গে সঙ্গে পবনও বিনষ্ট হয়। চিত্তও যায় অচিত্তের উদ্দেশে। এ তত্ত্ব পরিস্ফুট বোঝা যায় সদ্‌গুরুর বচনে।'

ছত্র ২ঃ 'অনাবাটা' অর্থ অপুনরাবর্তনকারী, তথাগত। সরহ দোহায় বলিয়াছেন স্বসংবিত্তির ফলে

অধ-উধ-মজ্‌ঝেঁ সঅল ভূঅ ণাসী।
হোসই তহিগত ওর পইসী॥

মধ্যদেশে অধোদেশে উর্দ্ধদেশে সকল উৎপাদ নষ্ট হয়। পারে পৌঁছিয়া হইবে সে তথাগত।'

ছত্র ৬ঃ 'নাহা' "সদ্‌গুরুনাথ"। তুলনীয় সরহের দোহা

বিণ্ণ বিবজ্জিঅ জোউ বজ্জই।
অচ্ছহ সিরিগুরুণাহ কহিজ্জই॥

'দ্বয়বিবর্জিত যে (অদ্বয়) যোগ তাহাও বর্জন করা হইলে শ্রীগুরুনাথ বলেন—আচ্ছা।'

ছত্র ১০ঃ 'আখি বুজিঅ' বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন "শুদ্ধোন্মীলিত-লোচনে"। তিব্বতী অনুবাদেও এই মানে নেওয়া হইয়াছে। সুতরং ইঁহারা পাঠ ধরিয়াছিলেন 'আখি বুঝিঅ'— চোখে বুঝিয়া।

১৬. চিত্তগজেন্দ্রের মত্তাবস্থার রূপকের সাহায্যে সহজাবস্থাপ্রাপ্তির ইঙ্গিত বর্ণিত হইয়াছে।

ছত্র ১ঃ তিন পাট হইতেছে কায় বাক্‌ চিত্ত। 'লাগেলি' স্ত্রীলিঙ্গ, 'অনহা'-র (প্রাপ্ত পাঠ 'অনহ') বিশেষণ বলিয়া।

'কসন ঘণ গাজই' এক অর্থে "কৃষ্ণ মেঘ গর্জন করিতেছে," অপর অর্থে "কৃষ্ণ (বর্ণ গজেন্দ্র) ঘোর গর্জন করিতেছে"। বৃত্তিকারের মতে "কসণ ভয়ানকং"।

ছত্র ২ : তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে 'বিসত্ত মণ্ডল'।

ছত্র ৩ : 'গঅন্দা' এক অর্থে গজেন্দ্র, অন্য অর্থে গুণ্ডা (তুলনীয় 'হিন্দু গন্দা' বিদ্যাপতির কীর্তিলতা)।

ছত্র ৪ : তুসেঁ = তিসেঁ (তৃষ্ণায়) ?

ছত্র ৬ : বৃত্তি ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে আসল পাঠ হইবে 'গঅণ টকা লাগেলি রে'।

ছত্র ৯ : তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে 'গঅণাঙ্গণ' আসল পাঠ।

তুলনীয় সরহের দোহা

মুক্কউ চিত্তগএন্দ করু এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅণ-গিরিণঈজল পিঅউ তহিঁ তড় বসই সইচ্ছ॥

'চিত্তগজেন্দ্রকে মুক্ত করা হোক। ইহাতে সংশয় তুলিও না। গগন-গিরিনদীর জল পান করুক, সেখানে তটে স্বইচ্ছায় যেন বাস করে।'

ছত্র ১০ : বৃত্তিতে চর্যাকারের নাম মহীধর। তিব্বতী-অনুবাদ অনুসারে মহীধর এবং মহেন্দ্র।

১৭. বীণাযন্ত্রের বর্ণনার ও নাচগানের রূপকের সাহায্যে অধ্যাত্ম-অনুভবের ইঙ্গিত। বৃত্তিকারের মতে ও তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে চর্যাকারের নাম বীণা। চর্যাগীতিতে কিন্তু কোন ভনিতা নাই। তৃতীয় ছত্রের 'বীণা' কবির নাম হইতে পারে না।

ছত্র ৩ : ছত্রটির আসল অর্থ, হেরুকের বীণা বাজিতেছে। বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চর্যাকার বীণাপাদ বীণাদ্বারা শ্রীহেরুক এই চারিটি অক্ষর অনাহত-ভাবে বাজাইতেছেন।

ছত্র ৫ : বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা, "আলি-কালিবর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং।"

১৮. ত্রিশরণ নৌকায় চড়িয়া (চর্যা ১৩) তিন ভুবন অতিক্রম করিয়া

সাধক মহাসুখদ্বীপে পৌঁছিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, বিবাহে আর বাধা নাই। পাত্রী হিসাবে ডোম্বীর উৎকর্ষবর্ণনার দ্বারা অধ্যাত্ম-অনুভরের ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

ছত্র ৪: মুনিদত্তের মতে কাপালিক শব্দের বুৎপত্তি "কং সংবৃতিবোধিচিত্তং পালয়তি"।

ছত্র ৭: তারানাথের মতে কাহ্নুর নামান্তর বিরুআ বা বিরূপপাদ। 'বিরুআ বোলই' এক অর্থে "মন্দ বলে", অন্য অর্থে "কুরূপ বলে"।

১৯. অতঃপর সাধক-বর বিবাহস্থানের উদ্দেশে বাজনাবাদ্য করিয়া গিয়া ডোম্বীকে বিবাহ করিলে পর এই উৎপ্রেক্ষায় যোগসাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২০. তরুণীর সন্তানপ্রসব রূপকের দ্বারা আধ্যাত্মিক-অনুভবের বর্ণনা। চর্যাগীতিটির ভাব ও ভাষা গ্রাম্য, নারীর রচনার মত।

ছত্র ৮: 'বাপ' মানে যাহা বপন করা হইয়াছে অর্থাৎ কর্তিত শস্য, ফসল, অথবা বপনভূমির (তুলনীয় 'কুল্যবাপ') বীজ। মুনিদত্তের বৃত্তিতে এই অর্থই পাই "বিষয়মণ্ডলোপসংহারকৃতং", এবং তিব্বতী অনুবাদ এই অর্থেরই কাছাকাছি—"যৎসমীপস্থং তৎ সংগৃহীতং" (বাগচী)।

২১. মূষিক সঞ্চিত শস্য নষ্ট করে এবং ঘরের ভিত খুঁড়িয়া বাড়ি জখম করে। মূষিককে জব্দ না করিলে রক্ষা নাই। এই রূপকের দ্বারা অধ্যাত্ম-সাধনার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই চর্যায়।

সন্ধাসংকেতে চঞ্চল মূষিক চিত্তপবন (বা চঞ্চলচিত্ত) বুঝাইতেছে। নিশ্চল মূষিক সংবৃতিবোধিচিত্ত দ্যোতনা করিতেছে।

২২. জন্মমৃত্যুসংসার কর্মজনিত এবং মানুষেরই আপনার সৃষ্টি। পরমার্থ-তত্ত্ববিদ্ জন্মমরণের অতীত। এই তত্ত্ব চর্যাগীতিটির প্রতিপাদ্য। তুলনীয় চর্যাপদ *১২।

ছত্র ২-৩: কাহ্ন দোহায় বলিয়াছেন

সহজে নিচ্চল জেণ কিঅ সমরসেঁ নিঅমণরাঅ।
সিদ্ধো সো পুণ তক্খণে ণউ জরামরণহ ভাঅ॥

'যিনি নিজ চিত্তরাজকে সমরসের দ্বারা সহজাবস্থায় নিশ্চল করিয়াছেন তিনি তখনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার জরামরণের ভয় নাই।'

ছত্র ৯-১০: তীলপা দোহায় বলিয়াছেন

দেব ম পূজহু তিত্থ ণ জাবা।
দেবপূজাহি মোক্‌খ ণ পাবা ॥

' দেবতা পূজিও না। তীর্থে যাইতে নাই। দেবপূজায় মোক্‌খ মিলিবে না।'

২৩. ব্যাধের হরিণ-শিকারের উৎপ্রেক্ষায় অধ্যাত্মসাধনার ইঙ্গিত আছে।

২৪. চন্দ্রসূর্য্যের উৎপ্রেক্ষায় সাধকের চিত্তশুদ্ধির ইঙ্গিত আছে। তুলনীয় সরহের দোহা

অরে বঢ়লোঅ ম করহু রে ভিন্না
সঅলাআরহি গঅণ সংপুন্না।
সঅ-সম্বিত্তিহি তুটই ণেহ
উইঅ চন্দ জিম রঅণিহ সোহ ॥

খিতিজলপবণহুআসণেহি ইন্দীবিসখহি জুত্ত।
পঞ্চজিণেহি বি বেঢ় কিউ সঅলগুণাঅর চিত্ত।

'ওরে মূর্খসব, ভেদ করিও না। সকলাকারে গগন সম্পূর্ণ। স্বসংবিত্তিতে স্নেহ টুটে, চাঁদ উঠিলে যেমন রজনীর শোভা।'
'ক্ষিতি জল পবন হুতাশনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়বিষয়ের দ্বারা যুক্ত এবং পঞ্চজিনের দ্বারাও বেষ্টিত হইয়াছে সকল গুণাকর চিত্ত।'

২৫, তাঁতে মাদুর বা কাপড় বোনার রূপকের দ্বারা অধ্যাত্মসাধনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৬. তুলা ধুনিয়া পাঁজ করার রূপকে স্বসংবেদনের আভাস দেওয়া হইয়াছে। তুলনীয় চর্যা ১৫।

ছত্র ৩: বৃত্তিকারের মতে 'যে' "তস্য চিত্তস্য", 'হেরুঅ' "হেত্বন্তরং" (তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে "হেতুরূপ")। আসল পাঠ কি ছিল 'তউ সেহো রূঅ'?

২৭. সহজানন্দ-লীলার বর্ণনা।

ছত্র ১-২: তুলনীয় বজ্রগীতিকাপদ

হলে সহি বিঅসিঅ কমলু পবোহিউ বজ্জে
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চেঁ।
রবিকিরণে পফুল্লিউ কমলু মহাসুহেণ
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চেঁ॥

'ওলো সই, বিকশিত কমল বজ্রের দ্বারা প্রবোধিত হইল। (উল্লাস ধ্বনি) মহাসুখে নাচ জুড়িল। রবিকিরণে প্রফুল্লিত কমল মহাসুখে। (উল্লাস ধ্বনি) মহাসুখে নাচ জুড়িল।'

ছত্র ৩: অবধূতী-মার্গ শৈব যোগশাস্ত্রে সুষুম্না নাড়ী।

ছত্র ৭: চারি ক্ষণ অনুসারে আনন্দের চারি অবস্থা—বিচিত্রানন্দ, বিপাকানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। হেবজ্রতন্ত্র অনুসারে

বিচিত্রে প্রথমানন্দঃ পরমানন্দো বিপাককে।
বিরমানন্দো বিমর্দে চ সহজানন্দো বিলক্ষণে ॥

সরহ বলিয়াছেন

সমরস সহজানন্দ জাণিজ্জই॥

'সমরস হইলে সহজানন্দ জানা যায়।'

২৮. শবর-শবরীর প্রেমলীলার রূপকে অধ্যাত্মসাধনার উপদেশ। এখানে 'শবর' চর্যাকারের নাম নয়, বজ্রধর হেরুকের (বা যোগীন্দ্রের) ভূমিকা। তুলনীয় কাহ্নের দোহা

বরগিরিসিহর উত্তুঙ্গ মুণি সবরেঁ জহিঁ কিঅ বাস।
ণউ সো লংঘিঅ পঞ্চাণণে করিবর দূরিঅ আস ॥

'বরগিরি-শিখর উত্তুঙ্গ জানিয়া শবর যেখানে বাস করিলেন। সে স্থান সিংহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই, করিবরের আশা তো বিদূরিত।'

ছত্র ৪: তুলনীয় কাহ্নের দোহা

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত।
ণিঅ ঘরিণী লই কেলি করন্ত॥

ছত্র ৫: তুলনীয় তীলপা ও সরহের দোহা

অদ্দঅ চিত্ত-তরুঅরহ গউ তিহুবণেঁ বিত্থার।
করুণা ফুল্লী ফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর॥

'অদ্বয়-চিত্ত তরুবরের বিস্তার হইয়াছে ত্রিভুবনে। করুণা ফুল ফুটিয়াছে, ফল ধরে—নাম পরত্র উপকার।'

ছত্র ১০: তুলনীয় সরহের দোহা

জোইণি-গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উপসণ্ণ।

'যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে বজ্রধর অচিরে উপসন্ন হন।'

ছত্র ১৪: তুলনীয় সরহের দোহা

অইসে বিসম সন্ধি কো পইসই।

২৯. পরমতত্ত্ব যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিবেচনার বাহিরে। ইহাই চর্যাটীর প্রতিপাদ্য।

ছত্র ১: তুলনীয় তীলপার দোহা

সহজে ভাবাভাব ণ পুচ্ছই।

'সহজাবস্থায় অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের প্রশ্ন নাই।'

সরহের দোহা

সরহেঁ [ণিত্তং] কড্‌ডিউ রাব।
সহজ সহাব ন ভাবাভাব॥

'সরহ নিত্য উচ্চরবে বলিতেছে, সহজ স্বভাবে অস্তি নাই নাস্তিও নাই।'

ছত্র ৫-৬: সরহের দোহা

জো অবাচ তহিঁ কাহি বখাণেঁ।

'যাহা অনির্বচনীয় তাহা কি করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।'

৩০. মেঘশ্যাম দিবসের অন্তে আকাশে চাঁদের উদয় লক্ষ্য করিয়া চর্যাগীতি-কার মহাসুখানন্দের অনুভব বর্ণনা করিতেছেন।

ছত্র ২: ভাবাভাব উৎপ্রেক্ষা আলো-অন্ধকার নির্দেশ করিতেছে। অন্য

অর্থে সহজাবস্থার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বর্জ্জিত।

ছত্র ৩-৫: তুলনীয় চর্যাপদ ৬৫।

৩১. ডমরু বাজাইয়া ভেলকি-বাজি দেখাইবার উৎপ্রেক্ষায় সহজাবস্থার কার্য্য অনুভবে বর্ণিত হইয়াছে।

ছত্র ২: অন্তর্ধান বাজি।

ছত্র ২৩: এই পদটি সেকোদ্দেশটীকায় নড়পাদ (বা নারোপাদ) উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ ৪৮-২)। পাঠ এইরূপ,

আকঢ় করুণা ডমরুলি বাজঅ।
আজ্জদেব নিরালেঁ রাজঅ॥

ছত্র ৪: শূন্যে-স্থিতি বাজি।

ছত্র ৬: জীবন্মৃত্যু বাজি।

ছত্র ৮: জিনিস উড়াইয়া দেওয়া বাজি।

৩২. অধ্যাত্মসাধনায় বাহ্য আড়ম্বরের অথবা দীর্ঘ কৃচ্ছ্র অভ্যাসের আবশ্যক নাই। শক্তি ও সামগ্রী সব কিছু সাধকের নিজের মধ্যেই আছে। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই সিদ্ধি। এইরূপ সহজ সরল অধ্যাত্মচর্যার ইঙ্গিত রহিয়াছে এখানে।

ছত্র ১-২: তুলনীয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদ্যে ভক্তি চিত্তে করয়ে উদয়॥

ছত্র ৫: বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট প্রবাদবাক্যে এটি। প্রাচীন মৈথিলীতেও আছে "হাথক কাঁকন অরসী কাজ" (বিদ্যাপতি ?)।

ছত্র ৯-১০: 'খাল' 'বিখলা' 'উজুবাট,' বৃত্তিকারের মতে যথাক্রমে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না (অবধূতী) নাড়ী বুঝাইতেছে।

৩৩. অসম্ভবসংঘটনার প্রহেলিকা-রূপকের দ্বারা অধ্যাত্ম সাধনার ও অনুভূতির বর্ণনা।

আনুমানিক দেড়শত-দুইশত বছরের পুরানো পুথিতে চর্যাটির এই কালোপযোগী হিন্দী-বাংলা রূপান্তর পাওয়া গিয়াছে কবীরের ভনিতায়।

রাগ বিভাষ

অব কেয়া করে গান গাঁব-কতুআলা
শ্ব মাংস পসারি গীধ রাক্ষউআলা।
মূষ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে॥

'এখন কে গান করে ?—গ্রামের কোতোয়াল। কুকুর দিয়াছে মাংসের পসরা, রাখোয়াল শকুনি। ইন্দুরের নৌকা, বিড়াল কাণ্ডারী। বেঙ শুইয়া আছে, সাপ পাহারা দিতেছে। বলদ বৎস প্রসব করিয়াছে, গাই রহিয়াছে বন্ধ্যা। বাছুর দোহা হয় দিনে তিন সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কবীর কয়—অতি অল্প লোকে বুঝে।'

ছত্র ১-২: এই দুই ছত্রের প্রতিধ্বনি রহিয়াছে ধর্মঠাকুরের পূজার এই ছড়ায়

পখুর-পাড়েতে সদা-ডোমের কুড়িয়া
ঘনঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।

ছত্র ২: এটি বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট প্রবাদবাক্য। তুলনীয় বীরভূমে প্রচলিত—হাঁড়িতে ভাত নাই নাঙ্গে ঢেলাচ্ছে।

ছত্র ৩: এই ছত্রের অর্থ লইয়া গোলমাল আছে। বৃত্তিকার 'বেঙ্গ' লইয়াছেন "ব্যঙ্গ" অর্থাৎ "বিগতাঙ্গ" অর্থে এবং টানা মানে করিয়াছেন "ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞানপরশ্চোদিতঃ"। সাদা কথায় "বেঙে তাড়া করে সাপকে"। তিব্বতী অনুবাদকারী এই অর্থই লইয়াছেন। কবীরের ভনিতায় প্রাপ্ত রূপান্তরের সঙ্গে মিলাইয়া লইলে এইপাঠ কল্পনা করিতে পারি

বেঙ্গ শোএ সাপ বেঢ়িল জাঅ।

বৃত্তিকার যে পাঠ পাইয়াছিলেন তাহাতে ছিল 'বেঙ্গ সয়' ("অঙ্গস্থ ষড়ঙ্গতো সয়তি গচ্ছতীতি সয়ঃ তদেব বায়ুরূপং তেন ব্যঙ্গেন প্রভাস্বরেণ বিজ্ঞান-পরশ্চোদিতঃ")। সুতরাং 'বেঙ্গ শোএ' এই আদি পাঠই সমর্থনযোগ্য।

ছত্র ৭: বৃত্তি হইতে মনে হয় মুনিদত্ত পাঠ পাইয়াছিলেন 'সোই নিবুধী' ("বালযোগিনাং যা বুদ্ধিঃ সবিকল্পকজ্ঞানং সা পরমার্থবিদাং প্রতি গুরু-প্রসঙ্গানিরূপলম্ভরূপা")। তিব্বতী অনুবাদকও এইরকম বুঝিয়াছিলেন।

৩৫. শূন্য-করুণার সমরস হইলে দুঃখসুখের ভেদ লুপ্ত হয়। সেই সহজাবস্থায় মহাসুখ লভ্য। গগন-সমুদ্রের ওপারে মহাসুখনীড়-বিলাসের উৎপ্রেক্ষায় সহজানুভবের বর্ণনা।

ছত্র ৫: তুলনীয় কাহ্নের দোহা

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত।

৩৫. গুরুর উপদিষ্ট সাধনায় চিত্ত স্থির হইলে মোহমুক্তি ঘটে। সে অবস্থায় অধ্যাত্ম-অনুভূতির বর্ণনা রহিয়াছে এখানে।

ছত্র ৭: মনে হয় মূল পাঠ ছিল 'বাজুলে দিল মোহকখু ভাঙ্গিআ'—"বাজুল মোহকক্ষ ভাঙ্গিয়াছিল"। তুলনীয় ৩৬।

ছত্র ৮, ১০: 'অহারিল' 'অহার কএলা' বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় "সংগ্রহ করিলাম," তিব্বতী অনুবাদে আধুনিক অর্থ নেওয়া হইয়াছে "ভক্ষণ করিলাম"।

৩৬. নির্বিকল্প সহজাবস্থায় সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ, উৎপাদ-অপায় বিনষ্ট হয়। নির্ভরনিদ্রার উৎপ্রেক্ষায় সেই সহজ অনুভূতির প্রকাশ এই চর্যা-গীতিতে।

ছত্র ১: 'বাহ' সম্ভবত বৃত্তিকারের দৃষ্ট পাঠে 'বাহর' ছিল, তাই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন "বাসন্যগার" বলিয়া। শূন্য ভাণ্ডাগার ভাঙ্গিয়া ধনরত্ন সব লুট করা হইল, ইহাই বাহ্য অর্থ। 'বাহর' পাঠ ধরিলে ছন্দেরও সুবিধা হয়। তিব্বতী অনুবাদ 'বাহ' বা 'বাহু' পাঠ সমর্থন করে।

ছত্র ২: 'লুই' পাঠ মৌলিক হইলে এখানে "আদি" (?) সিদ্ধাচার্যের উল্লেখ

পাইতেছি। তাহা হইলে নবম ছত্রে জালন্ধরিপাএর উল্লেখ সমস্যা উপস্থিত করে।

ছত্র ৯: জালন্ধরিপা সম্ভবত চর্যাকারের গুরু ছিলেন। "নাথ"-সাধনার ঐতিহ্যে কাহ্নের গুরু জালন্ধরিপা, নামান্তর হাড়িপা।

ছত্র ১০: লক্ষণীয়, বৃত্তিতে এবং অন্যত্র কাহ্ন ''পণ্ডিতাচার্য" রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

৩৭. সহজ-অনুভব সর্বসংস্কারবিমুক্ত। সহজাবস্থায় যোগী সংসারে থাকিয়াও সংসারপাশ হইতে মুক্ত থাকে। এ বোধ অনির্বচনীয়।

ছত্র ৯-১০: বৃত্তি অনুসারে অর্থ হইবে—মূর্খ যোগীর এ ধর্মে প্রবেশ নাই, এবং যাহারা বুঝে বলিয়া ভান করে তাহাদের গলায় দড়ি।

৩৮. দস্যু ও অন্য ভয়-সঙ্কুল নৌযাত্রার রূপকে অধ্যাত্মসাধনার নির্দেশ। চর্যা ১৩ তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথও এমনি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করিয়াছেন

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দুদিকের নদী হব পার গো।

ছত্র ১: তুলনীয় বৈষ্ণব পদ (হাল্‌হেডের ব্যাকরণে উদ্ধৃত)

হরিনামের নৌকাখানি নিতাই কাণ্ডারী।

ছত্র ৬: তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে পাঠকল্পনা করিতে হয়

মিলি মিলি সহজেঁ জাণহুঁ আণেঁ।

৩৯. গুরু-উপদেশ অগ্রাহ্য করায় শিষ্য বিহার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। জানিয়া শুনিয়া সে ভ্রান্তির পথ ধরিয়াছে। এই রূপক অবলম্বনে চর্যাগীতি-কার কিছু তত্ত্বকথা বলিয়াছেন।

ছত্র ১: তিব্বতী অনুবাদক পাঠকল্পনা করিয়াছিলেন 'সুণ বাহ বিদারিত'।

ছত্র ৩: তুলনীয় চর্যা ১৫

আজি ভুসু[কু] বঙ্গালী ভইলী।

ছত্র ৮: তুলনীয় সরহের দোহা

ঘরবই খজ্জই সহজেঁ রজ্জই কিজ্জই রাঅ বিরাঅ।

'গৃহপতিকে খাওয়া হয়, সহজে অনুরক্ত হয়, রাগ বিরাগ করা হয়।'

তিব্বতী অনুবাদক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া ("গৃহমিতি স্বকং কায়ং পীনকমিতি") ভ্রান্ত পাঠ কল্পনা করিয়াছিলেন 'ঘরেঁ পাণে'।

ছত্র ৯ঃ এ ছত্রে পাই একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালা প্রবচন।

৪০. সহজাবস্থা অনির্বচনীয়, সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। পণ্ডিতম্মন্য যদি কেউ তাহা ব্যাখ্যা করিতে যায় তবে তাহা কালা শিষ্যকে বোবা গুরুর উপদেশের মতই অলীক। সহজসাধনার ইঙ্গিত দিতে পারেন বজ্রগুরু আভাসে, যেমন কালা বোবাকে ইঙ্গিতে পথের হদিশ দেয়। চর্যাগীতিটির ইহাই তাৎপর্য্য।

তুলনীয় সরহের দোহা

ণউ তন্বাঅহি গুরু কহেই ণউ তম্বুজ্ঝই সীস।
সহজামিঅরসু সকল জগু কাসু কহিজ্জই কীস॥

'বাক্যের দ্বারা গুরু কখনই তাহা বলিতে পারে না শিষ্যও তাহা কখনই বুঝিতে পারে না। সকল জগৎ সহজামৃতরসময়, কাহাকে কি করিয়া বলা যায়।'

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিও স্মরণীয়

যদি হয় রাগদ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ সহজবস্তু যায় লিখন॥

ছত্র ১ঃ তুলনীয় সরহের দোহা

জো মণগোঅর পাঠিঅই সো পরমথ ণ হোন্তি॥

'মনোগোচর যাহা অধ্যাপিত হয় তাহা পরমার্থ নয়।'

৪১. পরমার্থে জগতের উৎপাদও নাই ভঙ্গও নাই। দেখা যায় যাহা কিছু, অনুভব করা যায় যত কিছু, সবই মিথ্যা আভাসমাত্র। কয়েকটি অসম্ভব ঘটনার উৎপ্রেক্ষার দ্বারা চর্যাগীতি-কার সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়াছেন।

ছত্র ৮ঃ তুলনীয় চর্যাপদ *৩, *৫।

৪২. সিদ্ধ যোগীর জন্ম-মৃত্যু সমান। তাঁহার আবির্ভাব-তিরোভাব

মায়ামাত্র। কাহ্ন যেন তাঁহার মৃত্যুসম্ভাবনায় কাতর শিষ্যদের প্রবোধ দিয়া এই চর্যাগীতিটি রচনা করিয়াছেন।

তুলনীয় সরহের দোহা

অণিমিসলোঅণ চিত্ত-ণিরোহেঁ
পবণ নিরূহই সিরিগুরু-বোহেঁ।
পবণ বহই সো নিচ্চলু জব্বেঁ
জোই কালু করই কি রে তব্বেঁ॥

'চিত্তনিরোধে হয় অনিমিষ লোচন, সদ্গুরুর উপদেশে পবন নিরোধ হয়। সেই পবন যখন নিশ্চল বয় তখন কি যোগী মারা পড়ে।'

ছত্র ৫-৬ঃ তুলনীয় সরহের দোহা

অণ্ণ তরঙ্গ কি অণ্ণ জলু ভবসম খসম-সরূঅ॥

'তরঙ্গ কি জল হইতে পৃথক? যিনি শূন্যস্বরূপ তিনিই ভবস্বরূপ।'

৪৩. সহজাবস্থা অস্তিনাস্তির দ্বন্দ্ববিমুক্ত। জন্ম-মৃত্যু, আত্ম-পর এ বিভেদ মিথ্যাপ্রপঞ্চ। ইহাই চর্যাটির বক্তব্য।

ছত্র ৩ঃ তুলনীয় সরহের দোহা

জিম জল জলহি মিলন্তে সোই॥

'যেমন জল জলে মিশিয়া যায় তেমনি সেই।'

ছত্র ৫-৬ঃ তুলনীয় সরহের দোহা

আই ণ অন্ত ণ মজ্ঝ ণউ ণউ ভব ণউ নিব্বাণ।
এহু সো পরমমহাসুহ ণউ পর ণউ অপ্পাণ॥

'আদি নাই অন্ত নাই মধ্য নাই উৎপাদ নাই বিনাশ নাই। এই সেই পরম মহাসুখ। পর নাই আত্মীয় নাই।'

৪৪. চতুর্থক্ষণে বিরমানন্দ-প্রাপ্তির অনুভব বর্ণিত হইয়াছে।

ছত্র ৫ঃ তুলনীয় চর্যা ৩২

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল
চিঅরাজ সহাবে মুকল।

ছত্র ৫ : বিন্দু ও নাদ যথাক্রমে গ্রাহকজ্ঞানবিকল্প (সূর্য্য) ও গ্রাহ্যজ্ঞানবিকল্প (চন্দ্র) বুঝাইতেছে।

৪৫. বাসনাজালসৃষ্টিকারী মন আগাছা রূপে উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। সেই গাছ-কাটার রূপকে অধ্যাত্মসাধনার সঙ্কেত রহিয়াছে।

ছত্র ১ : তুলনীয় চর্যা ১

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

৪৬. সংসারের বাস্তবতা ছায়াপ্রতিবিম্বের মত। মানুষ মোহবিমুক্ত হইলে জন্মমরণের গতায়াত এড়ায়। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি লইয়া চর্যাটি রচিত।

ছত্র ৫ : তুলনীয় সরহের দোহা

পবণ বহন্তে ণউ সো হল্লই
জলণ জলন্তে ণউ সো ডজ্ঝই।
ঘণ বরিসন্তে ণউ সো তিম্মই
ণ উবজ্জই ণউ খঅহি পইস্সই॥

'বায়ু বহিলে সে হেলে না। আগুন জ্বলিলে সে পুড়ে না। মেঘে বৃষ্টি হইলে সে ভিজে না। সে উৎপন্ন হয় না, ক্ষয়েও প্রবেশ করে না।'

৪৭. খড়ের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। যখন জল দিয়া আগুন নিভানো হইল তখন দেখা গেল ঠাকুর-দেবতা বৈষয়িক দলিল-পত্র সবই নষ্ট হইয়াছে। এই রূপকের সাহায্যে অধ্যাত্মসাধনার নিদেশ দেওয়া আছে এই চর্যায়।

ছত্র ২ : তুলনীয় তীলপার দোহাকোষের টীকার উপসংহার, "চণ্ডালীযোগ-ভাবনয়া মহাসুখচক্রে চিত্তস্থিরীকরণং হি সহজস্ফুটীকরণং কারণম্।"

ছত্র ৮ : 'নবগুণ শাসন-পাড়া' দুই অর্থে নেওয়া যাইতে পারে। এক অর্থে-নবগুণ (অর্থাৎ পইতা) এবং শাসনপট্ট, অপর অর্থে নয়-ফলক বিশিষ্ট শাসন-পট্ট। রাজপ্রদত্ত ভূমির পরিমাণ অথবা গ্রহীতার সংখ্যা বহু হইলে একাধিক ফলকে তাম্রশাসনপট্ট উৎকীর্ণ হইত। এগুলি ধাতুনির্মিত বলিয় একত্র গাঁথা থাকিত। শাসনপট্ট পুড়িয়া নষ্ট হওয়ার উল্লেখ পাই ভাস্করবর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে।

ভাস্করবর্মার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মা অনেকগুলি সদ্ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। গৃহদাহে বা গ্রামদাহে শাসনপট্টগুলি পুড়িয়া যাওয়ায় জমিগুলি কর-নির্ধারণযোগ্য হয়। ভাস্করবর্মা সেই সব শাসনপট্ট নূতন করিয়া লিখাইয়া জমিগুলিকে পুনরায় নিষ্কর করিয়া দেন। এই কথা অনুশাসনটির শেষে লেখা আছে

শাসনদাহাদ্ অর্বাগভিনবলিখিতানি ভিন্নরূপাণি।
তেভ্যোঽক্ষরাণি যস্মাৎ তস্মান্ নৈতানি কূটানি।

'শাসন-দাহের জন্য পরে নূতন করিয়া লিখিত হওয়ায় পূর্ববর্তী (শাসন) হইতে যেহেতু অক্ষরগুলি ভিন্নরূপ হইল, কিন্তু সেই-হেতু এগুলি জাল নহে।'

৪৮. আক্রমণ করিয়া পররাজ্য জয় করা হইল। এই উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে সহজসাধনার ও সিদ্ধির ইঙ্গিত দিয়াছেন চর্যাগীতি-কার।

ছত্র ৮-১০ঃ শুধু এই অংশের বৃত্তিটুকু পাওয়া গিয়াছে।

৪৯. জলদস্যুর লুণ্ঠনে সম্পন্ন গৃহস্থের ধনজন সর্ব্বস্ব গেল। নিঃস্ব হওয়ায় তাহার জীবনমরণ সমান হইল। এই রূপকের সাহায্যে সহজসাধনার ও সিদ্ধির নির্দেশ দিয়াছেন ভুসুকু। তুলনীয় চর্যা ৪৭।

ছত্র ২ঃ দঙ্গালিয়া যোগীর উল্লেখ আছে অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় গ্রন্থে। নেপালে কাঠমাণ্ডুর পশ্চিম দিকে 'দঁগালী' বা 'দাঁগ' নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় নিঃস্ব ভবঘুরে অর্থে 'ডাঙ্গালিয়া' শব্দ পাই ("মোরে বিভা দিল বাপ ডাঙ্গালিয়া বরে")।

ছত্র ৩ঃ তুলনীয় চর্যা ২৯

বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণা॥

৫০ শবর-শবরীর ঘরবাড়ি, মদমত্ততা, মদ্যপানে শবরের মৃত্যু এবং তাহার সৎকার—এই রূপকপরম্পরার মধ্য দিয়া পরমার্থসত্য-অনুভবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে এই কাব্যগুণযুক্ত চর্যাগীতিতে।

শবর-শবরীর পূর্বরাগ ও প্রথম বিরহ আটাশের চর্যায় বর্ণিত আছে। দুইটি চর্যাগীতিতেই রচয়িতার নাম নাই। চর্যায় উল্লিখিত 'শবর' শব্দটি বৃত্তিকার

এবং তাঁহার অনুসরণে তিব্বতী অনুবাদক চর্যাগীতিকারের ভনিতা বলিয়া ধরিয়াছেন।

ছত্র ১২ঃ 'কান্দই সগুণ শিআলী'—এখনো বাঙ্গালায় বিশিষ্ট প্রবচন রূপে চলিত আছে।

*১. এই চর্যাগীতিটি মুনিদত্তের ব্যাখ্যাত চর্যাগীতিকোষের পুথিতে মিলে নাই। নেপালের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে শুনিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৯ পৃ ৫১-৫২) ছাপাইয়াছিলেন। দারিকের যে চর্যাটি চর্যাগীতিকোষে আছে তাহাতে যেমন এখানেও তেমনি গুরু লুইয়ের উল্লেখ আছে। মুখে মুখে চলিয়া আসার জন্য চর্যাটির পাঠ অত্যন্ত বিকৃত।

*২. একুশের চর্যার সপ্তম-অষ্টম ছত্রের ব্যাখ্যায় "তথাচ পরদর্শনে। মীননাথঃ" বলিয়া মুনিদত্ত কর্তৃক এই চর্যাপদদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে। মুনিদত্ত "তথাচ" বলিয়া সর্বদা গ্রন্থের অথবা গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সুতরাং 'পরদর্শন' মীননাথের রচনার নাম বলিয়াই মনে করি।

ছত্র ২: তুলনীয় 'করণক পাটের আস' ১,৩.

*৩. চর্যাপদটি নড়পাদের সেকোদ্দেশটীকায় (মারীও ঈ. কারেল্লি সম্পাদিত, Gaekwad's Oriental Series vol. xc, পৃ ৪৮-২) উদ্ধৃত আছে।

তুলনীয় ১৫.১০; ৩২.৯; *১২.১.

*৪. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-১)।

মূলে 'অম্বর' স্থানে 'মম্বর'।

*৫. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-১)।

*৬. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-২)।

*৭. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-২)।

*৮. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-৪)।

*৯. সাতের চর্যার পঞ্চম-ষষ্ঠ ছত্রের ব্যাখ্যায় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত।

*১০. আটের চর্যার সপ্তম-অষ্টম ছত্রের এবং আঠারোর চর্যার পঞ্চম-ষষ্ঠ ছত্রের ব্যাখ্যায় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত।

*১১. সতেরোর চর্যার তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের ব্যাখ্যায় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত। তুলনীয় সরহের দোহা

জল্লই মরই উপজ্জই বজ্ঝই
তল্লই পরম-মহাসুহ সিজ্ঝই ॥

'যাহা দ্বারা (বা যেদিকে) লোক মরে উৎপন্ন হয় বদ্ধ হয় তাহা দ্বারাই (বা সেদিকেই) পরম-মহাসুখ সিদ্ধ হয়।'

*১২. বত্রিশের চর্যার শেষ দুই ছত্রের ব্যাখ্যায় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত। তুলনীয় ১৫.১০; ৩২. ৯; *৩.১.

*১৩. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ ৪৮-১)।

*১৪. সেকোদ্দেশটীকা (পৃ৪৮-২)।

শব্দকোষ

অর্ধ(তৎসম)
আধুনিক (বাঙ্গালা)
উত্তম (পুরুষ)
এক (বচন)
কর্ম্ম (বাচ্য)
তৎ(সম)
তু(লনীয়)
দ্র(ষ্টব্য)
পুং (লিঙ্গ)
প্রথম (পুরুষ)
বহু (বচন)
মধ্য (বাঙ্গালা)
মধ্যম (পুরুষ)
স্ত্রী (লিঙ্গ)
হেমচন্দ্র (প্রাকৃত ব্যাকরণ)

অইস ৪১ দ্র° আইস।

অইসন ২ দ্র° অইসণি।

অইসণি ২ এমন। স্ত্রী°।

অইসসি ১০ (=আইসসি) আসিস। <আবিশসি।

অকট ৩১, ৩৯ বিস্ময়কর, বিস্ময়কর ভাবে। দ্র° আকট।

অকট ৪১ অবিবেচক, আকাট, মূর্খ। "অকট পণ্ডিঅ ভন্তিঅ নাসিঅ" (সরহ, দোহাকোষ)।

অকাশ ৫০=আকাশ।

অকিলেসেঁ ৯ অক্লেশে। <অক্লেশেন।

অগে ১৫ দ্র° আগে।

অঙ্কবালী ৪ আলিঙ্গন, সঙ্গম। < * অঙ্ক-পালিকা। মধ্য° আঙ্কোআলি।

অঙ্গ ২৭।

অঙ্গন ২।

অচার ২১ চঙ্ক্রমণ, আহার বা ভিক্ষা অন্বেষণ। <আ+চার।

অচারেঁ ১১ ঐ। < আচারেণ।

অচিন্ত ২২ =অচিন্ত্য।

অচ্ছ ৩৭ থাক। অস্ ধাতু, অনুজ্ঞা বা বর্তমান। ছন্দের খাতিরে 'আছ' হইবে। তুলনীয় রোমনী 'অচ্' (যেমন, 'অচ্ ঘেরে' অর্থাৎ যাক ঘরে)।

অচ্ছই ৪১ আছে, থাকে। অস্ ধাতু বর্তমান প্রথম°।

অচ্ছন্তে ৪২ থাকিতে। অস্ ধাতু, শত্রন্ত অসমাপিকা, সপ্তমীর একবচন। দ্র° অচ্ছন্তেঁ, ছন্তেঁ।

অচ্ছম ২৯ (=অচ্ছমি) আছি। অস্ ধাতু, বর্তমান উত্তম°।

অচ্ছসি ৪১ আছিস। ঐ মধ্যম°।

অচ্ছহু ৬ আছ। ঐ।

অচ্ছহুঁ ৬ আছি। ঐ উত্তম°।

অছিলেস ৩৭ (=অছিলেসি) ছিলে। ঐ, অতীত মধ্যম°।

অচ্ছিলেঁ ৩৫ দ্র° অচ্ছিলেঁসু।

অচ্ছিলেঁসু ৩৫ ছিলাম। ঐ অতীত উত্তম°।

অজরামর ৩, ২২।

অট ১৫ দ্র° অঠ।

অঠ ১৫ আট। <অষ্ট।

অঠক মারী ১৩ আটকে মারিয়া। দ্র° অঠ-কমারী, অঠকুমারী।

অঠ-কমারী ১৩ আট-কামরাওয়ালা (নৌকা)। 'কমারা' (আধুনিক কামরা) আসিয়াছে গ্রীক komora হইতে ঈরানীয় ভাষার মধ্য দিয়া। তু° রোমনী (ওয়েল্‌শ্) 'বূৎ কমোরী সস্ ওজোই' "সেখানে অনেক কামরা ছিল।" দ্র° অঠকুমারী।

অঠকুমারী ১৩ বৃত্তির পাঠ। <অষ্ট-কুমারী। মূল পাঠ অঠক মারী। 'অঠকুমারী' যদি আসল পাঠ হয় তবে ইহা নৌকার নাম হইতে পারে।

অন ৪৪, ৪৬ অন্য।

অনহ ১৬, ১৭, ২৫ অনাহত, অশ্রুত ধ্বনি (যোগসাধনার)। <অনাহত, অনাঘাত। দ্র° অনহা।

অণুঅনা ৪১ অনুৎপন্ন। <অনুৎ+পন্ন।

অণুঅর ৪৪ যাহার-উপর-নাই। <অন্-উপর।

অণুদিণ ৫০, অনুদিন।

অদঅ ৪৯ দয়াহীন, অথবা অদ্বয়। <অদয়, অদ্বয়।

অদঅভুঅ=অদভুঅ।

অদভুঅ ৩৯ অদ্ভুত। অর্ধ°।

অদভুআ ৩০ দ্র° অদভুঅ।

অদশ ৪৬ আরশি, অথবা অ-দৃষ্ট।<আদর্শ, অদর্শ।

অধরাতি ২৭ অর্ধরাত্রি (ব্যাপিয়া)।

অধরাতী ২ অর্ধরাত্রিতে।

অন ৩৮ অন্য।

অনহা ১১, ২৫, *১ দ্র° অণহ।

অনাবাটা ১৫ অপুনরাবর্তনকারী। <অনাবর্তক। তু° উপনিষদ "ন স পুনরাবর্ততে"।

অনুত্তরসামী ৫ যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাঁই (গুরু) নাই। <অনুত্তরস্বামী।

অনুদিনং ৪২ দ্র° অণুদিণ।

অনুভব ৩৭ অনুভব কর। তৎ°।

অন্ত ১৫ শেষ, পার।

অন্তউড়ী ২০ গর্ভের ফুল (placenta) <*অন্তঃপুটিকা। তু° আঁতড়ি (মাধব-আচার্য, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)।

অন্তরাল *১৩।

অন্তরালে ৪৬ মাঝখানে।

অন্তরালেঁ *৩ মাঝখান দিয়া। <অন্তরালেন।

অন্তরেণ ১০ জন্য, নিমিত্ত, তরে।

অন্তে ১৮ একপাশে।

অন্ধকারা ৩০ অন্ধকার।

অন্ধারি ৫০. **অন্ধারী** ২১, *৭ অন্ধকারময়। স্ত্রী°।

অপতিঠাণ ৩১ যাহার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ অধিকরণ নাই। অর্ধ°।

অপতিঠাণ গরুআ *৪ প্রতিষ্ঠানহীন অথচ গুরু।

অপণা ৬ নিজের। ষষ্ঠী। <আত্মনঃ।

অপণা ২৬ নিজেকে। কর্ম। <আত্মানম্।

অপণা ৩৯ স্বয়ং, নিজে। কর্তা। <*আত্মানকঃ।

অপণে ৩, ২২, ৩২, ৩৭ আপনি, নিজে। করণ।

অপা ৩, ৩২, ৩৯ আত্মা, স্বয়ং। <আত্মা।

অপূব *১১। অপূর্ব।

অপুব্ব *৮ ঐ। অর্ধ°।

অপেঁ ৪১ জল দিয়া, জল হইতে। করণ। <অপ্+-এন।

অপ্‌পণা ৩৯ দ্র° অপণা। অর্ধ°।

অপ্‌পা ৪৩ দ্র° অপা। অর্ধ°।

অপ্যণা ৩৯=অপ্‌পনা।

অব *১৪ এখন। <*অদ্‌বৎ।

অবশ ১২ অবশ, অথবা অবশ্য।

অব্ভুআ *৬ অদ্ভুত। অর্ধ°।

অভঅ ৩৮=ভঅ।

অভাগে ৩৫ অভাগ্য দ্বারা। <অভাগ্যেন।

অভাব ২৯ অনুৎপত্তি।

অভিন বারেঁ ৩৪=অভিন চারেঁ।

অভিন-চারেঁ ৩৪ অভিন্ন আচারে।
অমন ২১ মনোহীন, অমনস্ক।
অমিঅ ২১, **অমিঅঁ** ৩৯ অমৃত।
অমিয়া ৩৯ ঐ।
অম্ভে ২২ আমরা, আমি। কর্তা। <অস্মাভিঃ।
অরু ৪ রাগিণীর নাম।
অলখ ৩৪ অলক্ষ্য।
অলক্খ ১৫ ঐ।
অলক্ষ ৩৪ ঐ।
অলিএঁ ৭ দ্র° আলিএঁ।
অলেঁ ৪০ দ্র° আলেঁ।
অলো ১০, ১৭ সম্বোধনে (নারী)।
অবকাশ ৩৭ স্থান।
অবণাগমন ৩৬, **অবণাগমণা** ২১, ৪৬, **অবণাগবন** ৩৬ আনাগোনা। <আগমনগমন।
অবণাগমণে ৭ আনাগোনায়। করণ, অধিকরণ।
অবধূই ২৭, **অবধুতী** ১৭ শরীরের তিন প্রধান সূক্ষ্ম নাড়ীর অন্যতম। বাঁদিকে (বামনাসাপুটে অমৃতধারাবাহী) চন্দ্র বা গঙ্গা বা ইড়া বা ললনা বা প্রজ্ঞা, ডানদিকে (দক্ষিণনাসাপুটে বিষধারাবাহী) সূর্য বা যমুনা বা পিঙ্গলা বা রসনা বা প্রজ্ঞোপায়, মধ্য-দেশে (শুক্রবাহী) অবধূতী বা সরস্বতী বা মহাসুখাধার। "বামনাসাপুটে চন্দ্রপ্রজ্ঞাস্বভাবেন ললনা স্থিতা দক্ষিণনাসাপুটে উপায়সূর্যস্বভাবেন রসনা স্থিতা। অবধূতী মধ্যদেশে তু গ্রাহ্যগ্রাহকবর্জিতা"।
অবর ১০, ৩৪ অপর।
অবশ ১২।
অবসরি ৩২ অপসৃত। <অপসরিত।
অবিদারঅ ৩৯ অবিদারত।
অবিদ্যা করী ৯ অবিদ্যা-রূপ হস্তী।
অহনিসি ১৯ অহর্নিশ।
অহার ৩৫ সংগ্রহ, একত্রকরণ; ভক্ষণ (?)। <আহার।
অহারিল ৩৫ ঐ, ক্রিয়া, অতীত।
অহারী ৩৬ ঐ। <আহারিতম্।
অহারিউ ১৯ ঐ। <আহারিতঃ।
অহিনিসি ১৯ অহর্নিশ।
অহেরি ৬ শিকার, শিকারী। <আখেটিক। তু° প্রাচীন গুজরাটী আহেড়ী।
অহ্মে ৪, আমরা, ২২, আমি। দ্র° অম্ভে।
আই-অনুঅনা ৪৩ আদিতেই অনুৎপন্ন। <আদি-+ দ্র° অনুঅণা।
আইএ ৪১ আদিতে। করণ, অধিকরণ।
আইল ৩, **আইলা** ৭ আসিল। <আয়াত+।
আইলেসি ৪৪ আসিয়াছে।
আইস ২৯, ৪১, ৪২ এমন, ঈদৃশ। <*অবাদৃশ, *অয়াদৃশ। দ্র° অইস।
আকট *১৪ দ্র° অকট।
আকাশ ৪১।
আকাশই ৪১ আকাশে। সপ্তমী।
আখি ১৫ অক্ষি।
আগ ৩২ অগ্র, অগ্রে। <অগ্রম্।
আগম-পোথা, আগম-পোথী ৪১ আগম-পুথি। <+পুস্তক, পুস্তিকা।

আগম-বেঞ ২৯ আগমবেদ দ্বারা। <+বেদেন।

আগলী ১৮ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী°। <*অগ্রলিকা।

আগি ৪৭ অগ্নি। স্ত্রী°। <*অগ্নিক।

আগে ১৫ অগ্রে। করণ, অধিকরণ।

আঙ্গন ২ অঙ্গন।

আছ দ্র° অচ্ছ।

অচ্ছন্তেঁ ৩৯ থাকিতে। অস্ ধাতু, শত্রর্থ অসমাপিকা। দ্র° (অ)চ্ছন্তে।

আছহুঁ, আচ্ছহুঁ ৪৪ আছি। ঐ, বর্তমান উত্তম°।

আজদেব ৩১ চর্যাকর্তার নাম। আর্যদেব।

আজদেবেঁ ৩১ ঐ। করণ।

আজি ৪৯ অদ্য। <*অদ্যিক।

আণ ৪৪, ৪৬ অন্য। দ্র° অণ

আণুত্তু ১৯ শ্রেষ্ঠ। <অনুত্তর, অন্যত্র।

আণে ৩৮ অন্যে, অন্যের দ্বারা। <অন্যেন।

আনন্দে ৩০।

আদয় ৫ অদ্বয়দৃষ্টি। "প্রজ্ঞাপারমিতাজ্ঞানং অদ্বয়ং সা তথাগতঃ।"

আন্ধীরী ২১ দ্র° অন্ধারী।

আপনকরি *৬ আপনার। স্ত্রী°।

আভরণে ১১ আভরণরূপে। করণ।

আলা-জালা ৪০ আলজাল, জঞ্জাল, তুচ্ছ বস্তু।

আলি কালি ১১, ১৭ পারিভাষিক অর্থ— শ্বাসগ্রহণ ("ধমন") ও শ্বাসত্যাগ ("চমণ")। মৌলিক অর্থে অ-কারাদি ও ক-কারদি বর্ণমালা বা মাতৃকা। "আলি-কালি উচ্যতে —তদ্‌যথা অ আ ই ঈ ঋ ৠ উ ঊ ঌ ৡ অ আ এ ঐ অর্ আর্ ও ঔ অল্ আল্ হ হা য় য়া র রা ব বা ল লা ইতি সৃষ্টিক্রমেণালি-জাপঃ শ্বাস-প্রবেশনে। শ্বাসনির্গমে কালিঃ— ক কা খ খা গ গা ঘ ঘা ঙ ঙা চ চা ছ ছা জ জা ঝ ঝা ঞ ঞা ট টা ঠ ঠা ড ডা ঢ ঢা ণ ণা ত তা থ থা দ দা ধ ধা ন না প পা ফ ফা ব বা ভ ভা ম মা স সা হ হা য যা শ শা ক্ষ ক্ষা ইতি"। (সাধনমালা ২৪।) "আলিকালি-সমাবেশো বজ্রসত্ত্বস্য বিষ্টরম্"; তুলনীয় "ধমণ-চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা"(১)।

আলিএঁ কালিএঁ ৭ আলি-কালির দ্বারা। করণ।

আলে, আলেঁ ৪০ বৃথা। করণ। <অলম্ = +এন। দ্র° আলা-জালা।

আলো ১০ দ্র° অলো।

আবই, আবয়ি ৪২ আসে। বর্তমান প্রথম°। <আয়াতি।

আবেশী ৩৩ বেশ্যার প্রণয়ী। <আবেশিক। তু° প্রাচীন গুজরাটী "আইসি পাড়এ সাদু" (বসন্তবিলাস)। আধুনিক বাঙ্গালা প্রবচন (উপভাষায়)— হাঁড়ীতে ভাত নাই নাঙ্গে ঢেলাচ্ছে।

আস ১, **আসা** ৪৫ আশা।

আসবমাতা ৯ মদমত্ত। <+-মত্ত।

আহারা ২১। দ্র° অহার।

আহ্মে ১২ আমরা, আমি। দ্র° অম্‌হে।

আঁসু ২৬ আঁশ, রোঁয়া। <অংশু।

ই, ঈ ৩, ১৫, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৬

"অপি"- বাচক প্রত্যয়। <অপি। দ্র° বি, বী।

ইন্দি ৪৫, **ইন্দি** ৩৪ ইন্দ্রিয়। <ইন্দ্রিয়।

ইন্দিঅবণ ৩১ ইন্দ্রিয় ও চিত্ত। <ইন্দ্রিয়পবন।

ইন্দিআল ৩০ ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রজাল। <ইন্দ্রিয়জাল।

ইন্দি-বিসআ ৪৯ ইন্দ্রিয়-বিষয়, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য।

ইন্দ্রতাল ২৪ (তিব্বতী অনুবাদে) রাগিণীর নাম।

ইষ্টা ৪০ দ্র° ঠ্ঠা।

উআরি ১২ কাছারি, সদরমহল। <উপকারিকা।

উআস ৭ উদাসীন। <উদাস।

উইঅউ *৫ উদিত। <*উদিতকঃ।

উইআ ৩০ উদিত।

উইএ ৩০ উদিত, উদিত হয়। <উদিত, উদয়তি।

উইত্তা ৩০। দ্র° উইআ।

উইজঅ ৪৫ (=উইজই) উৎপন্ন হয়। <উদ্বীজয়তি।

উএখী ১৬ উপেক্ষিত হইল। <উপেক্ষিত।

উএস ১২ উপদেশ, নির্দেশ। <উপদেশ।

উএসই ৪০ উপদেশ দেয়। <উপদিশতি, উপদেশয়তি।

উছলিআঁ ১৯ উচ্ছলিত হইল। <উৎসারিত। তু° "কোলাহলু উছালিউ", "জয়জয়রব উছলিউ" (প্রাচীন গুজরাতী গদ্যসন্দর্ভ)।

উছারা ১৪ পড়ন্ত বেলা। <উৎসার।

উজাঅ ৩৮ (=উজাই) উজানে যায়। <উদ্‌যাতি।

উজু ৩২ সোজা, ঋজু। <ঋজুক।

উজুবাট ১৫, ৩২ সোজা রাস্তা। <ঋজুক-বর্ত্ম।

উজুবাটেঁ ১৫ ঐ। করণ।

উজোলি ৩০ দীপ্ত হইল। <উদ্‌-দ্যোতিত+।

উঞ্চল-পাঞ্চল ২১ দ্র° হুঞ্চল-পাঞ্চল।

উঞ্চা ২৮ উঁচা। <উচ্চ। দ্র° উঁচা।

উঠি ২১, ৪৭ উত্থিত উঠিয়া। <উৎ+স্থিত।

উঠে ৪৭ =উঠি।

উদকচান্দ ২৯ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র। তু° "নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্" (রঘুবংশ)।

উন্মত্তো ১৯ উন্মত্ত।

উপাড়ী ৮ উৎপাটিত।

উপাড়ী ৫০ =সুপাড়ী।

উপায়ে, উপায়েঁ ৩৮। করণ।

উভিল ৪ তুলিয়া ধরিল, তুলিয়া ধরা হইল। <ঊর্ধ্ব+।

উমত ২৮ উন্মত্ত।

উলাস ৩৫ উল্লাস।

উবেসেঁ ৮ উদ্দেশে, উপদেশে। <উপদেশেন। দ্র° উএস।

উহ ১৫, ২১, ২৯ (=উহই) লক্ষিত বা অনুমিত হয়। <উহতে।

উহ্লসিউ, উহ্ললসিউ ২৭ উল্লসিত। <উল্লসিতঃ।

উঁচা ২৮ দ্র° উঞ্চা।

উইআ ৪৪ দ্র° উইআ।

এ ৬,৭,১০,২৮,৩০,৩৩,৩৯,৪১, *৩,৪৯ এই, ইহা। <এতৎ।

এক ৩, ১০।

একারেঁ ১১ একাকারে। করণ। সমাক্ষরলোপ।

একু ২,১৫,৩৪, *১ এক, একত্র। তু° "একু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত" (কাহ্ন, দোহাকোষ)।

একু ড়িঅহিঁ ২ = একু হিঅড়ি।

একুমণা ২৩ একমন।

একে ২৮। করণ।

একেলী ২৮ একাকিনী। স্ত্রী°।

একেলে, একেলেঁ ৩৯ একেলা, নিজে নিজে। করণ।

এড়িএউ ১ ছাড়া হউক। অনুজ্ঞা কর্ম্ম°।

এত ৩০। <*এত্তক = এতাবৎ।

এত-কাল ৩৫ এত দিন।

এথা ১৫ এখানে, ইহজন্মে। <*এত্র = অত্র।

এথু ১৬,২০,২২,৩৭,৪২। ঐ।

এবেঁ ৩৫ এখন। <*এতদ্বৎ।

এবংকার ৯ পারিভাষিক শব্দ— দ্বৈতবোধ।

এষা ১৫ = এথা।

এস্থু ৪২ = এথু।

এহু ৪৩ ইহা। <এতস্য।

এহু ২৬ ঐ।

ওড়িআনে ৪ পারিভাষিক শব্দ— উড্ডিয়ানে, মহাসুখচক্রে। সপ্তমী।

কইসণ ২২ কি রকম। <*কাদৃশ।

কইসনি ১৮ ঐ। স্ত্রী°।

কইসা ৪০ কিরকম। <*কাদৃশ।

কইসে ২৮,২৯,৩৯. ৪২, **কইসেঁ** ৮,৪০ কি প্রকারে। করণ।

কএলা ৩৫ (আহার+), ৫০ (ডাহ+) করিল। <কৃত+।

কএলেক *৪ করিল। আধুনিক° করিলেক।

কঙ্কণ ৪৪ চর্যাকর্তার নাম। দ্র° কাঙ্কাণ।

কখা ২২ = কংখা।

কংখা ২২,৩৭ কাঙ্ক্ষা।

কঙ্গুচিনা ৫০ কাংনি দানা, শ্যামাক জাতীয় ধান।

কঙ্গুরিনা ৫০ = কঙ্গুচিনা।

কট ৪১, ৪৩ নির্বন্ধ করিয়া, নিশ্চিতভাবে।

কণ্ঠ ১৮।

কণ্ঠে ২৮, ৫০। সপ্তমী।

কণ্টারা ১৫ রাজার গমনপথের দুইপাশে বস্ত্রাবরণ। <কাণ্ড+ধার। মধ্য° কাণ্ডার।

কন্নহার ১৩ যে মাঝি হাল ধরিয়া থাকে। <কর্ণধার।

কদিনি ২৩ = কহানী।

কন্থা ৩৭ = কংখা।

কপাট *২।

কপালী ১০ কাপালিক।

কমন্তে ৩৪ = মন্তে।

কমল ৪,২৭,৪৭, *২।

কমল-মধু *২।

কমল-রস ৪

কমলিনী ২৮ পদ্মলতা।
কমারী ১৩ দ্র° অঠ-কমারী।
করঅ ২১ (=করই) করে।
করই ৪১ (কেলি+) ঐ। <করোতি।
করউ ২২ (কংখা+) করুক। অনুজ্ঞা।
করণ ১ ইন্দ্রিয়সমূহ।
করণক ১ ইন্দ্রিয়সমূহের। ষষ্ঠী।
করণ্ড ১৯ বাদ্য বিশেষ, ঢোল (?)। সর্বানন্দ ও মধ্য° করড়।
করহকলে ১৭ একতারার যে অংশে পাণিপার্শ্ব দিয়া চাপ দেওয়া হয়। সপ্তমী। <করভ+কল।
করহা ১৭ পাণিপার্শ্ব। <করভ। আধুনিক° কলই।
করহু ৪ (তোমরা বা তুমি) কর। <*করোথঃ=কুরুথঃ।
করহুঁ ৪ (আমরা বা আমি) করি। <*করোমঃ=কুর্মঃ।
করি ১৩ (জিম+), ৩৬, ৩৮ করিয়া। <*করিত=কৃত।
করী ৩ (থির+) ঐ।
করিঅ ১ (দিঢ+) ঐ।
করিআ ১২ (অবশ+), ৩৪ (একু+) ঐ।
করিঅই ১ করা হয়। কর্ম°। <*কর্যতে=ক্রিয়তে।
করিয়া ৯ মদ্দা হাতী। <*করিক।
করিণা ৯ =করিআ।
করিণিভেঁ ৯ দ্র° করিণিরেঁ।
করিণিরেঁ ৯ করিণীতে, করিণীর প্রতি।
করিব ৭ (নিবাস+), ১০ (সাঙ্গ+), ৩৬ (শাখি+) করা হইবে। <*করিতব্য=কর্তব্য।
করিহ ২১ (নিচ্চল+) করা হইবে। কর্ম° ভবিষ্যৎ প্রথম°। <করিষ্যতে।
করুণমেহ ৩০ করুণারূপ মেঘ। দ্র° করুণা।
করুণা ১২, ১৩, ৩১ পারিভাষিক শব্দ। শূন্য ও করুণার সমরস হইলেই সহজাবস্থা। "সর্বব্যাপি নিরাভাসং করুণৈকরসং মনং। আলিঙ্গতি ঝটিত্যেবা বৃষস্তন্তী চ শূন্যতা॥" (রত্নাকরগুপ্ত)।
করুণা-নাবী ৮ করুণারূপ নৌকা। দ্র° নাবী।
করেই (পার+) ১৪, (কেলি+) *৮ করায়, করে। <করোতি, কারয়তি।
কর্ণ-কুণ্ডল-বজ্র-ধারী ২৮।
কর্ম-কুরঙ্গ *২ কর্মরূপ হরিণ।
কলএল-সাদেঁ ৪৪ কলকল শব্দে। করণ।
কলা ২১=কালা।
কলিআঁ ২১ জানিয়া। <কলিত।
কবড়ী ১৪ কড়ি, পয়সা। <কপর্দিক।
কবালী ১১ কাপালিক। দ্র° কপালী।
কশালা ১৯ কাঁসি অথবা করতাল। <কাংস্যতাল। তু° "ঢোল কঁসালা" (কাহ্নড়দেপ্রবন্ধ ১. ৩৯)।
কসন ১৬ কৃষ্ণ, কালো। বিশেষণ। অর্ধ°।
কহণ ন জাই ২০ কহা যায় না।
কহন্তি *২ কহেন। গৌরবে বহু°। <কথয়ন্তি।

কহিহ *২ কহিবে। ভবিষ্যৎ প্রথম°। <কথয়িষ্যতি।

কহিঁ ৭, ৩১, ৪৯ কোথায়। <*কধি।

কহুঁ-গুঞ্জরী ৪১ মিশ্র রাগিণীর নাম। <ককুভ গুর্জরী

কা ২, ৩৯ কি, কাহাকে। <কস্য।

কাঅ ১৩, ৩৮, ৪৬ কায়।

কাঅ-বাক্-চিঅ ৩৪, ৪০ কায় বাক্ চিত্ত।

কাঅর ৪২ কাতর।

কাআ ১ কায়। দ্র° কাঅ।

কাউই ২ কাকে, কাক হইতে। সপ্তমী।

কাঙ্কাণ ৩১ কঙ্কণ, চুড়ি।

কাচ্ছি ৮, **কাচ্ছী** ১৪ কাছি, মোটা দড়ি। <*কক্ষিকা।

কাজ ১৮, ২৬ কার্য।

কাড়ই ২ =কাউই।

কানেট ২ কন্থাপট্ট।

কান্দই ৫০ কাঁদে। <ক্রন্দতি।

কান্দশ ৫০ =কান্দই।

কান্ধ ১, ৪২ দেহ। পারিভাষিক শব্দ বৌদ্ধ মতে আত্মা নাই। যাহাকে আত্মা বলা হয় তাহা রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধের সমবায় সংজাত।

কাপালি ১০, **কাপালী** ১১ দ্র কপালী।

কাপুর ২৮ কর্পূর।

কাপুর *১০ পারিভাষিক শব্দ—শুক্র।

কাবালী ১৮ দ্র° কবালী।

কাম ২২ কর্ম।

কামে ২২ কর্ম দ্বারা বা হইতে। করণ, অধিকরণ।

কামচণ্ডালী ১৮ কর্মচণ্ডালিকা।

কামলি ৮ চর্যাকর্তার নাম। <*কম্বলিক।

কামরু ২ স্থানের নাম। <কামরূপ।

কামোদ ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২ রাগিণীর নাম।

কারণ ১৮, ২৬।

কাল ১ সময়, ধ্বংসবীজ।

কাল ৪০ বধির কালা।

কালা ২১ কৃষ্ণকায়, কালো।

কালেঁ ৪০ বধিরের দ্বারা। করণ।

কালিএঁ ৭ দ্র° আলিএঁ।

কাসু ২৩ কাহার। <কস্য+।

কাহরি ১০ কাহার। স্ত্রী°। <কস্য+।

কাহি ১, ৪৩ কি, কি করিয়া। <কস্য+।

কাহিব ৪০ কহা যাইতে পারে। <কথয়িতব্য।

কাহেরি ৩৭ দ্র° কাহরি।

কাহের, কাহেরে ৬ কাহার, কাহাকে। ষষ্ঠী, চতুর্থী। <কস্য+।

কাহৈরি ৯ ঐ।

কাহ্ন, কাহ্ন ৭, ৯, ১১, ১২ চর্যাকর্তার নাম। <কৃষ্ণ।

কাহ্নি ৭ ঐ। অবজ্ঞায় সম্বোধন। <*কৃষ্ণিক।

কাহ্নিল, কাহ্নিল, কাহ্নিলা ১৩, ৩৬, ৪২ ঐ। আদর বা অবজ্ঞাসূচক। <কৃষ্ণ ইল (+ক)।

কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্নু ৭, ৯, ১২ ঐ। <*কৃষ্ণুক।

কাহ্নে ১৮। ঐ। তৃতীয়া <কৃষ্ণেণ।
কাঁহি ৩৭ কি করিয়া।
কি ২২, ২৬, ৩৯ অথবা। <কিম্।
কি ৮, ৩৩, ৪২ প্রশ্নসূচক। <কিম্। দ্র° কিমো।
কিং ৪১ ঐ। দ্র° কিন্তো, কিম্পি।
কিঅ ১৩, ১৯ কৃত। <কৃতম্।
কিঅত ১৭ (কিঅ ত) ঐ।
কিণ ২৬ কি করিয়া। অবহট্‌ঠ। <কেন।
কিন্তো ৩৪=কিং তো।
কিমো ৩৯=কি মো।
কিম্পি ১৬, ২২, ৪৯, ৫০, *৭ কিছুই। অবহট্‌ঠ। <কিম্+অপি।
কিরণ ১৬।
কিষ ২৯, **কীষ** ২৯, **কীস** ৬, ৪০, *৬ কি, কি করিয়া। <*কিষ্য=কস্য।
কুক্কুরীপা ২০ চর্যাকর্তার গুরুর নাম।
কুক্কুরীপাএঁ ২ ঐ। করণ।
কুঠার ৪৫।
কুঠারেঁ ৪৬ ঐ। করণ।
কুড়ম্বা (?) ৩৯ কুটুম্ব। তু° কুড়ুম্ব (হেমচন্দ্র ৪২২. ১২)।
কুড়ারী ৫০ কুড়ুল। <কুঠারিকা।
কুড়িআ ১০ কুঁড়ে ঘর। <কুটিকা।
কুণ্ডবাঁ ৩৯ কুটুম্ব। তু° গুজরাটি কুণবা, কুণবী।
কুণ্ডল ১১,২৮।
কুন্দুরে ৮। সপ্তমী। "কুন্দুরু-খণহি মহাসুহ সাহই" (সরহ, দোহাকোষ)।
কুম্ভীরে ২। করণ।

কুরুণ্ড ৩৭।
কুরাড়ী ৫০=কুড়ারী।
কুল ১৪, ১৫, ৩৪ কূল।
কুলিণজণ ১৪ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
কুলিশ ৪, ৪৭ বজ্র (পারিভাষিক শব্দ)।
কুলেঁ ১৪, ১৫ কূলে। করণ, অপাদান।
কে ৮ কোন। <কঃ।
কেঁ ৮ কাহার দ্বারা। <কেন।
কেড়ুআল, ৮, ১৩, ১৪, ৩৮ দাঁড়, বৈঠা।
কেলি ৪১, *৮ খেলা। <*ক্রেড়ী=ক্রীড়া।
কেহে ১৮ =কেহো।
কেহো কেহো ১৮।
কো ২৯ কে। <কঃ।
কোই ৪২, **কোএ** ৪৩ কেউ। <কোঽপি।
কোবী ১৮ ঐ। অবহট্‌ঠ।
কোঞ্চা তাল ৪ চাবি তালা। তু° "ভাঁগাঁ কুঞ্চী তালাঁ" (কাহ্নড়দেপ্রবন্ধ ১.৯৩)।
কোঠা ১২ দাবার ছক, ঘর। <কোষ্ঠক।
কোড়ি ২ কোটি।
কোড়িঅ ৫ কোড়া হইল, আঘাত করা হইল। <কুটিত।
কোহিঅ ৫=কোড়িঅ।
ক্লেশ ৪৯= দেশ।
খট্টে ১১ খট্টা বা পর্যঙ্কবন্ধ রূপে। করণ।
খড় ৪৭।
খড়তড়ি ১৫, *১২ খাদ ও তড়, ডাঙ্গা-ডহর।
খণঅ ২১ (=খণই) খনন করে।<খনতি।

খণহ ৬,১৯ মুহূর্তের জন্য। ষষ্ঠী। <ক্ষণস্থ।

খণহিঁ ৪ ঐ। করণ, অধিকরণ।

খন্ট ৩৮ দ্র° খাণ্ট।

খণ্ডই ৬ (দাঁতে) কাটে। <খণ্ডয়তি। তু° হেমচন্দ্র ৩৬৭.১।

খমণ ২০ জৈন ভিক্ষু। <ক্ষপণক।

খম্ভাঠাণা ১৬ স্তম্ভ-আস্থান হইতে। <স্কম্ভাস্থানাৎ। হিন্দী কমঠান।

খর ১৬,৪৭।

খরে ৩৮। করণ।

খসম ৪৩ পারিভাষিক শব্দ—শূন্যতা। আক্ষরিক অর্থ—আকাশতুল্য। "খসম ভঅবই" (তীলপা, দোহা)।

খসমে ৫০ ঐ। করণ।

খাঅ ২, ১০ (=খাই) খাওয়া হয়। কর্ম°। <খাদ্যতে।

খাই ২৮ ঐ।

খাই ৪১ খায়। কর্তৃ°। <খাদতি।

খাইব ৩৯ খাওয়া হইবে। কর্ম°। <খাদিতব্য।

খাট ২৮ খট্টা।

খাণ্ট ৩৮ ১ ঠক, দস্যু, ডাকাত। মধ্য° খণ্ড, খাণ্ট।

খাণ্টি ৩৮=খাণ্ডি।

খাণ্ড ৩৮ দ্র° খাণ্ট।

খাণ্ডি ৩৮ খানি। <খণ্ডিকা।

খাল-বিখলা ৩২ খাল-জোল। অর্বাচীন সংস্কৃত খল্ল-বিখল্ল।

খালত *১০ খালে। অধিকরণ।

খুণ্টি ৮ খুঁটি, কাঠের থাম। তু° "খুণ্ট-মোড্ডকে ণাম ত্রুট্‌ঠহত্থী" (মৃচ্ছকটিক)।

খুর ৬ ক্ষুর।

খেড় ৪১ খেলা। তু° "ক্রীড়ায়াং খেড্‌ড" (হেমচন্দ্র ৪৪২,৯)।

খেপহুঁ ৪ ক্ষেপ হইতে। অপাদান। <ক্ষেপেভ্যঃ।

খেঁপহু ৪=খেপহুঁ।

খেলই ৪১ খেলা করে। <ক্রীড়তি।

খেলহুঁ ১২ ঐ। উত্তম°।

গঅন ৮, ১৪, ১৬, ৩০, ৩৫, ৪৩, ৪৫, ৪৭ গগন (পারিভাষিক)।

গঅন-শিহরেঁ *৭ গগন-শিখরে। করণ, অধিকরণ।

গঅনত ২৮,৩৪,৩৫,৫০ গগনে। অধিকরণ।

গঅণন্ত ১৬ ঐ। অধিকরণ।

গঅণহ ৩০ ঐ। ষষ্ঠী। <গগনস্থ।

গঅনেঁ ৩৮ ঐ। করণ, অধিকরণ।

গঅবর ১৭ শ্রেষ্ঠ হস্তী; এখানে পারিভাষিক অর্থে—শোধিত চিত্ত। <গজবর।

গঅবরেঁ ১২ ঐ; পারিভাষিক—দাবার ঘুঁটি বিশেষ। করণ।

গই ২, ৭, ১৬, ৩৩, ৪৯ গিয়া। <গমিত। তু° গইঅ (হেমচন্দ্র ৩৬৭.৪)।

গউ ২৭ গত। <গতঃ।

গউড়া ২,৩, ১৮, ৪০ রাগিণীর নাম, গৌড়। দ্র° গবড়া।

গগণাঙ্গন ১৬=গগনগঙ্গা।

গগনগঙ্গা ১৬

গগন-দুআরে *১ গগনদ্বারে।

গগন-শিখরে *১।

গঙ্গা ১৪, *১ এখানে পারিভাষিক অর্থ। দ্র° অবধূতী।

গজিই ৩২=গমিই।

গটই ৫=গঢ়ই।

গড়িল ৫০ গড়া হইল। <গঠিত+।

গঢ়ই ৫ গড়ে। <*গ্রথতি।

গন্ধপরসরস ১৩ গন্ধ স্পর্শ রস।

গন্ধ[ব]নইরি ৪১ গন্ধর্বনগরী।

গবড়া ২, ৩ দ্র° গউড়া।

গবিআ ৩৩ দ্র° গাবী।

গম্ভীর ৫,*৭।

গরাহক ৩ গ্রাহক। অর্ধ°।

গরুআ ২৮ গুরু, অতিশয়। <*গরুক =গুরু।

গলপাস ৩৭ গলায় দড়ি। আধুনিক° গলাশী, গলশী।

গলেঁ ৩৭ গলায়। করণ, অধিকরণ।

গবড়া, গবুড়া দ্র° গউড়া।

গহন ৫ গহন, গভীর।

গাইউ ২,১৮ গাওয়া হইল। <গাথিতঃ।

গাইড় ২=গাইউ।

গাইতু ১৮=গাইউ।

গাজই ১৮ গর্জন করে। <গর্জতি।

গাতী ২১ দেয়াল, ভিত্তি। <গাত্র+।

গান্তি ১৭ গান করেন। গৌরবে বহু°। <গায়ন্তি।

গাবিআ ৩৩ দ্র° গাবী।

গাবী ৩৩ গাভী। <*গাবিকা। আধুনিক° গাই।

গিবত ২৮ গ্রীবায়, কণ্ঠে। অধিকরণ।

গিরিবর-শিখর-সন্ধি ২৮।

গিলেসি ৩৯ গিলিয়াছ, গিলিতেছে। অতীত মধ্যম°, প্রথম°।

গীত ৩৩।

গুঞ্জরী ৫,২২,৪১,৪৭ রাগিণীর নাম, গুর্জরী।

গুঞ্জরী ২৮ গুঞ্জার। ষষ্ঠী। স্ত্রী°।

গুডরী ৪ চর্যাকর্তার নাম।

গুণন্তে ৩০ প্রতীক্ষা করিতে করিতে। <গুণন্ত্।

গুণিআ ১৭ প্রতীক্ষিত। <গুণিত।

গুণিয়া লেহুঁ ১২ গুণিয়া লই।

গুণে ৩৮ দড়ির দ্বারা। করণ। <গুণেন।

গুণ্ডরী ৪ দ্র° গুডরী।

গুম *৩, **গুমা** ১৫, **গুম্মা** *৩২ থানা পাহারা। <গুল্ম।

গুরু ১,২৮,৩৯,৪০,৪৫, *২ অধ্যাত্ম-উপদেষ্টা।

গুরুবচন-বিহারেঁ ৩৯, গুরুবাক্যরূপ মঠে। করণ, অধিকরণ।

গুরু-বাক ২৮ গুরুবাক্য।

গুরু বোধসে ৪০=গুরু বোব সে।

গুলি ২৮ গোলমাল। তু° রোমনী (ওয়েল্‌শ্‌) 'গোলী'।

গুহাড়া ২৮ সনির্বন্ধ অনুনয়। মধ্য° গোহারী।

গেল ২ (নিদ+), ৭,৮, ১৫, ৪৭ (উঠি+)।

গেলি *৪ (পোহাই+), **গেলী** ৮, ৩৭ (টুটি+) ঐ। স্ত্রী°।

গো ২০ সম্বোধনে।

গোহালী ৩৯ গোয়াল। <গোশালা+।

ঘড়িএ ৩ ঘটিকায় (অর্থাৎ ঘণ্টায়), ঘড়ায়। করণ, অথিফরণ। <ঘটী, ঘটিকা।

ঘড়ুলী ৩ ছোট ঘড়া, গাড়ু। তু° ডমরুলি।

ঘণ ২৬ মেঘ।

ঘণ্টা-নেউর ১১ বাজন-নূপুর।

ঘর ৩৩ গৃহ।

ঘরপণ ২ ঘরসংসায়। <*গৃহত্বন।

ঘরিণী ২৮,৪৯ গৃহিণী।

ঘরে ৩,১১। সপ্তমী।

ঘরেঁ পরেঁ ৩৯ ঘরে পরে। করণ।

ঘলিলি ১০ লইলাম। অতীত উত্তম°।

ঘাট ১৫, *৩, *১২ তর-শুল্ক আদায়ের থানা

ঘাণিঅ ৩৬ ঘানী। তু° "তিলহঁ জিম ঘাণই ঘাতী" (প্রাচীন গুজরাতী গদ্য-সন্দর্ভ)।

ঘাণ্ট ৪ দ্র° ঘাণ্টে।

ঘাণ্টে ৪ ঘাঁটাঘাঁটিতে। করণ, অধিকরণ।

ঘারেঁ পারেঁ ৩৯ =ঘরেঁ পরেঁ।

ঘালি ৪ লাগানো হইল। দ্র° ঘলিলি।

ঘালিউ ১২ দূর করা হইল। <ঘাত+।

ঘিণ ৩১ ঘৃণা।

ঘিনি ৬ লইয়া। <* গৃহ্নিত=গৃহীত।

ঘুণ্ড ৩৯ পর্যটক।

ঘুমই ৩৬ ঘুমায়।

ঘেণি ১৯ গৃহীত হইল। দ্র° ঘিনি।

ঘোরিঅ ৩৬ ঘূর্ণ্যমান।

ঘোলই ১৬ ঘোলায়।

ঘোলিউ ১২ ঘোলাইয়া দেওয়া হইল।

চউকোড়ি ৪৯ চারি কোটি, সর্ব্বসম্পূর্ণ। <চতুষ্কোটি। দ্র° চৌকোড্ডি।

চউখণ ৪৪ <চতুঃক্ষণ।

চউদিস ৮ চারিদিক। <চতুর্দিশ। দ্র° চৌদীস।

চউশঠী ৩, **চউষঠ্‌ঠি** ১২ চৌষট্টি। < চতুঃষষ্টি। দ্র° চৌষট্‌ঠী।

চকা ১৪ চাকা। <চক্র।

চঙ্গতা ২১ =চাঙ্গড়া।

চঞ্চল ২১।

চঞ্চালী ৫০ চাঁচাড়ি, বাঁশের সরু ফালি।

চণ্ডালী ৪৭,৪৯ চণ্ডালনারী। পারিভাষিক অর্থ—তেজঃস্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনী; "তেজশ্চণ্ডালিনী জ্ঞেয়া"। তু° রোমনী 'চোরোরী'।

চণ্ডালেঁ ৪৯ চাঁড়ালের দ্বারা। করণ। তু° রোমনী 'চোরোর' "নিঃস্ব, ভবঘুরে, হতচ্ছাড়া"।

চটারিউ ২৬ নিঃশেষিত হইল।

চড়ি ১০ চড়িয়া। তু° চড়িআ (হেমচন্দ্র ৪৪৫.৩)।

চড়িলা ১৪ উপবিষ্ট। বিশেষণ। পুং°।

চড়িলে ৫, **চঢ়িলেঁ** ৮ চড়া হইলে।

চন্দ ১৪ চাঁদ। দ্র° চান্দ।

চন্‌হিলে ৮ =চড়িলে।

চমকিই ৪১ চমকিত হয়। <চমৎকৃত।

চমণ ১ রেচক বা শ্বাসত্যাগ।

চরঅ ২১=করঅ।

চরণে ১১। অধিকরণ।

চর্যা ২ অধ্যাত্মসঙ্গীত।

চলিআ ১৯ চলিয়াছে। <চলিতক।

চলিল ১৩ ঐ। <চলিত+।

চা ২১=চার।

চাকি ১৭ চাকৃতি। <চক্রিকা।

চাঙ্গড়া ১০ চাঙ্গারি, বাঁশের তৈয়ারি শক্ত ধামার মত ঝুড়ি।

চাঙ্গিত ১০ দ্র° চাঙ্গড়া।

চাটিল, চাটিল্ল ৫ চর্যাকর্তার গুরুর নাম। <চট্ট+

চান্দ ৪, ১৪, *৬ চাঁদ। পারিভাষিক অর্থের জন্য দ্র° অবধুই।

চান্দকান্তি ৩১ চন্দ্রকান্তি।

চান্দরে ৩১ চান্দেরি।

চান্দে ৩০ চাঁদের দ্বারা। করণ, অধিকরণ।

চান্দেরি ৩১ চাঁদের। ষষ্ঠী। স্ত্রী°।

চাপিউ ১৭ চাপা হইল।

চাপী ৪, ৮ ঐ।

চার, চারা ২১ চরা, পশুপক্ষীর আহার অন্বেষণ। <চার।

চারি ৫০ <চত্বারি।

চাল ৩। অনুজ্ঞা, মধ্যম°। <চালয়।

চালিঅ ২৭ চালিত। <চালিতম্।

চালিঅউ ২৭ চালিত হউক। কর্ম°। অনুজ্ঞা প্রথম°। <*চাল্যতু = চাল্যতাম্।

চালিউ ২৭ চালিত। <চালিতঃ।

চালিউঅ ২৭ = চালিঅউ।

চালী *১২ চালিত হয়। <চালিতম্।

চাহঅ ৮, ৩৬ (?) খোজে, দেখে। <চক্ষতে।

চাহন্তি *৪ খোঁজে, দেখে। বর্তমান। গৌরবে বহু°।

চাহন্তে ৩১, ৪৪ খুঁজিতে খুঁজিতে, খুঁজিতে গেলে। শতৃজাত অসমাপিকা।

চাহমি ২০ (আমি) খুঁজি। বর্তমান। উত্তম°।

চাহি ২০ খোঁজা হইল। <*চক্ষিতম্।

চাহিঅই *৮ চাওয়া হয়, খোজা হয়। কর্ম°, বর্তমান। প্রথম°। <চক্ষ্যতে।

চিঅ ১৩, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৯, ৪২, ৪৬, ৪৯, *৪ চিত্ত। পারিভাষিক অর্থে "চিত্তমাসঙ্গ-লক্ষণম্।" <চিত্ত+চেতঃ।

চিঅ-রাঅ ৩২, ৩৫ চিত্তরাজ। দ্র° চিঅ।

চিঅ-বিকরণে ৩১ চিত্ত ইন্দ্রিয়প্রভাব-বর্জিত হইলে। অধিকরণ।

চিখিল ৫ কর্দমাক্ত। অবহট্‌ঠ চিখিল্ল। তু° রোমনী 'চিকলো পানী' "কাদাঘোলা জল"।

চিত্তা ১৬, ৩৪। দ্র° চিঅ।

চিহ্ন ২৯, **চিহ্ণ** ৩।

চিন্তন্তে *৪ চিন্তা করিতে করিতে। শতৃজাত অসমাপিকা।

চিন্তা *৪

চীঅ ৩৮। দ্র° চিঅ।

চীঅ-গঅন্দা ১৬ চিত্তরূপ গজেন্দ্র।

চীঅন ৩ মদ পচাইবার দ্রব্য বিশেষ। আধুনিক° চিয়ান।

চীএ ১ চিত্তে। সপ্তমী।

চীরা ৪ সূক্ষ্মবস্ত্র যাহাতে পাগড়ি বা পতাকা হইত, এখানে পতাকা।

চুম্বী ৪ চুম্বন করিয়া। <চুম্বিত।

চেঅণ ৩৬ চেতনা।

চেবই ৩৪, ৩৬, ৫০ বুঝিতে পারে। <চেতয়তি।

চোরে ২ চোরের দ্বারা। করণ।

চৌকোড়ি ৩৭। দ্র° চউকোড়ি।

চৌদীস ৬। দ্র° চউদিস।

চৌর ৩৩।

চৌরি ২ চোরে। দ্র° চোরে।
চৌষঠ্ঠি। দ্র° চউষঠ্ঠি।
ছই ১০=ছোই।
ছড়গই ৯ ষড়্গতি, জীবের ছয় জাতি। "অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকাঃ সংস্বেদজা দেবাসুরাদিপ্রকৃতিকাঃ।"
ছড়িগই ৯ ঐ।
ছন্তেঁ, চ্ছন্তেঁ ৪২ থাকিতে। অস্ ধাতু, শতৃজাত অসমাপিকা। তু° ছিতে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।
ছন্দা ১৪ ইচ্ছামত।
ছাঅ ৪৬ ছায়া।
ছাইলী ১৮ ছাওয়া হইল। স্ত্রী°। <ছাদিত+।
ছাড় ৫০। অনুজ্ঞা।
ছাড়ই ৬, ১৯ ছাড়ে। বর্তমান।
ছাড়ি, চ্ছাড়ি ৬,১০,১৫, ৩২ পরিত্যক্ত হইল। <ছর্দিত
ছাড়অ, ছাড়িল ৩১ ঐ।
ছান্দক ১ ছন্দের অর্থাৎ বাসনার; ছাঁদার। ষষ্ঠী।
ছায়া ৪৬।
ছার ১১ ছাই। <ক্ষার।
ছিজঅ ৪৬ দ্র° ছিজই।
ছিজই, চ্ছিজই ৪৬ ছেদ করা হয়। কর্ম্ম°। <ছিদ্যতে।
ছিণালী, চ্ছিণালী ১৮ ভ্রষ্টা, বিলাসিনী নারী, ছেনাল। অবহট্ঠ ছিন্নালিআ।
ছুধ ৯ অপবিত্র, ছুত। <ক্ষুব্ধ।
ছুপই, চ্ছুপই ৬ ছোঁয়। <*ক্ষুভ্যতি।
ছেব ৪৫ ছেদ। তু° ছেয়উ (হেমচন্দ্র ৩৭০.১)।
ছেবই ৪৫ ছেদ করে। <ছেদয়তি।
ছেবহ ৪৫ ছেদ কর। <ছেদয়থ।
ছোই ১০ ছুঁইয়া। <ক্ষুভিত।
জ ২৬ যাহা। <যৎ।
জমরা ৫২ জোংড়া, শামুক-গুগলি। তু° জোঙ্গড়া (সর্বানন্দ)।
জঅ ১৯ জয়।
জঅতি ২৬, জুঅতি = জুতি।
জঅনন্দি ৪৬ চর্যাকর্তার নাম।
জই ৫,২৩,৪০,৪১, ৪৬,*৭ যদি।
জইসনি ৩৭ দ্র° জইসনে।
জইসনে ৩৭ যেরূপে তু° জৈসাণে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)। <*যাদৃশ্ন।
জইসা ৪০,৪১ যেরূপ। <যাদৃশ।
জইসো ১৩,২২,৩৭, **জইসেঁ।** ১৩ ঐ।
জউতুকে ১৮ যৌতুক রূপে। করণ।
জউনা ১৪ যমুনা। পারিভাষিক।
জএহু ২৬=জ এহু।
জগ ৩৯, ৪১ জগৎ।
জথাঁ ৪৪ যেথা, যেথা হইতে।
জবে ১৭, **জবেঁ** ১৭, ২১, ৪৪ যখন।
জলবিম্বাকারে ৩৯। করণ।
জলিঅ ৪৭ প্রজ্বলিত। <জলিত।
জস্তু ৪০ যাহার। অবহট্ঠ। <যস্তু।
জহি ৩১ যেখানে। <*যধি=যত্র।
জা ২০ যে। কর্তা, বিশেষণ। <যস্য।
জা ২০, ২৯ যাহা, যাহাকে। কর্ম। <যস্য।
জা ২৯ যাহার। ষষ্ঠী। <যস্য।
জাঅ ২,২৯, ৩৩, ৪২ ৪৩ (=জাই) যায়।

=কর্তৃ°। <যাতি।

জাঅ ৩৮ (=জাই) যাওয়া যায়। কর্ম°। <যায়তে।

জাই ১৪ =জোই।

জাই ২ (ধরণ ন+), ১৫ (লকৃখণ ন+) ২০ (কহণ ন+), ৩২ (অবসরি+), ৪০ (বোলব+),৪৫ যায়। <যাতি। তু° "অকৃখণহ (অকখনউঁ) ন জাই," "ভুঞ্জণহিঁ ন জাই" (হেমচন্দ্র ৪৪১.১)।

জাইউ ১৫, ৩৮ যাওয়া হউক। অনুজ্ঞা। কর্ম°। প্রথম। <যায়তু=যায়তাম্।

জাইণ ৪৫=জাণই।

জাইব ১৪ যাইতে হইবে। <যাতব্য।

জাইবেঁ ২৩ যাইবে। মধ্যম°।

জাউ ৩৮=জাইউ।

জাএথু ২২=জা এথু।

জাগঅ ২ (=জাগই) জাগে। <*জাগ্রতি =জাগর্তি।

জাগন্তে ৫০ জাগিয়া থাকিতে। শতৃজাত অসমাপিকা।

জাণ ২০ জাণ।

জাণ ১ জানো। অনুজ্ঞা। মধ্যম°।

জাণমি ৪৯ জানি। উত্তম° এক°।

জাণহুঁ ২২ জানি। ঐ বহু°।

জাণী ৬, ২৯, ৩৪, ৩৭, ৪৪, ৪৭, জ্ঞাত। <*জানিত।

জান ৪৪ দ্র° জাণ।

জানমি ৩১ দ্র° জানমি।

জানহ *১৩ জানো। অনুজ্ঞা। বহু°

জান্তে ১৫ দ্র° জাঅন্তে।

জাম ৮, ১৯,২২, ৪৩ জন্ম।

জামমরণে ২২ জন্মমরণে। সপ্তমী।

জামে ২২ জন্মে। করণ, অধিকরণ, অপাদান।

জায় ৪ (লেপন+) দ্র° যাই।

জায়া ৩৯ পত্নী।

জালই ২৯ জা লই।

জালন্ধরিপাএ ৩৬ চর্যাকর্তার গুরু। করণ।

জালা ৪৭ অগ্নিশিখা। <জ্বালা।

জালিলিক *৬ <জালিল।

জালী ৫৪ জ্বালিয়া। <জ্বালিত।

জাসি ১০ যাও। বর্তমান। অনুজ্ঞা। <যাসি।

জাসু ৩০, ৪৩ যাহার। দ্র° জাসু।

জাহী ৫ (মা+) যাও। অনুজ্ঞা। এক°। <যাহি।

জাহু ৩২ (মা+) যাইও। অনুজ্ঞা, ভবিষ্যৎ। <যাস্যথ।

জাহের ২৯ যাহার।

জিণউরা ১৪, **জিনউর** ৭, ১২ জিনপুর, জয়স্কন্ধাবার। পারিভাষিক শব্দ। "পরিশুদ্ধবুদ্ধক্ষেত্রং সংক্ষেপরূপং মহামোক্ষপুরং বৈরোচনস্বভাবং নানারত্নময়ং কূটাগারম্
চতুরস্রং চতুর্দ্বারম্ অষ্টস্তম্ভোপশোভিতম্।
চতুর্বেদীপরিক্ষিপ্তং চতুস্তোরণমণ্ডিতম্॥"
(রত্নাকরশান্তি, বজ্রতারাসাধন)।

জিণ-রঅণ ৪০ জিনরত্ন। পারিভাষিক। দ্র° জিনউরা।

জিতা ১২। জিত।

জিতেল ১২ জয় করা হইল।

<জিত+।

জিম ৯,১৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৪১, ৪৩ যেমন। দ্র° তিম।

জীবন্তে ২, ২৩ জীবন্ত থাকিতে। শতৃজাত অসমাপিকা।

জীবমি ৪ বাঁচিয়া থাকি। উত্তম° এক°।

জুঝঅ -৩ (=জুঝই) যুঝে। <যুধ্যতে।

জে ৭, ১৫, ২২, ৪০ যে, যে কেউ। <যঃ, যেন। দ্র° তে।

জেতই ৪০=জেত-ই।

জেত-ই ৪০ যতই। দ্র° তেতবি।

জেণ ২১ যেন।

জেব *১১ যেমন। দ্র° জিম।

জেঁ ৩ যেন। <যেন।

জেঁণ ২১=জেন।

জো ৭, ১৪, ১৯, ২০, ২৭, ৩২, ৪৭, ৩০, ৩৩, ৪৫ যে। <যঃ।

জোই ২২ যে কেহ। <যোঽপি।

জোই ১০, ১৪, ১৯, ২২, ৩০, ৩৭, ৪২ যোগী।

জোইর *১১ যোগীর।

জোইআ ২১, ৪১ যোগী (অনাদরে, অনুকম্পায়)। <যোগিক।

জোইণিজালেঁ ১৯ যোগিনীসমূহ পরিবৃত হইয়া। করণ।

জোইনী ২৭, **জোইনি** ৪ যোগিনী।

জোড়িঅ ৫ জোড়া হইল।

জোহ্না ৫০ জ্যোৎস্না। তু° জোহ্ন (হেমচন্দ্র)।

জোবণ ২০ যৌবন।

ঝাণ-বখাণেঁ ৩৪ ধ্যান-ব্যাখ্যানের দ্বারা। করণ।

ঝাণে ১ ধ্যানের দ্বারা। করণ। <ধ্যানেন।

টকা ১৬ দ্র° টাকলি।

টলি ১৩ টলিয়া। <টলিল।

টলিআ ৩৫, ৪৩ ঐ।

টাকলি ১৬, টক্‌টক্ শব্দ।

টাগুঅ ৩৮=টানই।

টাঙ্গী ৫ ছেদন অস্ত্র বিশেষ।

টানই ১৮ টানে।

টাল ৪০ ভুল, ভুল করে।

টালত ৩৩ টোলায় (অর্থাৎ বস্তিতে) বা টিলায়। অধিকরণ।

টালিউ ১৮ টালা অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত হইল। <*টালিতঃ।

টুটি ৩৭ টুটিয়া। <ত্রোটিত।

ঠষ্ঠা ৩০ ঠাট, আড়ম্বর।

ঠাকুর ১২ রাজা, কর্তা। বিদেশী শব্দ-জাত।

ঠাকুরক ১২ ঠাকুরের। ষষ্ঠী।

ঠাবি ৮ স্থান, ঠাঁই। তু° ঠাই (=তিষ্ঠতি) (হেমচন্দ্র ৪৩৬.১)।

ডমরু ১১।

ডমরুলি ৩১ ছোট ডমরু। তু° ঘড়ুলী।

ডরে ২ ভয়ে। করণ, অধিকরণ।

ডহি জো ৪৯ =দহিঅ।

ডাল ১, ৪৫ বৃক্ষশাখা। তু° ডালই (হেমচন্দ্র ৪৪৫.৩)।

ডালী ২৮ ঐ। স্ত্রী°।

ডাহ ১৭, ৫০ দাহ, অগ্নিকাণ্ড। তু° গামডাহ (গাথাসপ্তশতী)।

ডোম্বি ১০, **ডোম্বী** ১০, ১৪,১৮,১৯,৪৭ ডোমজাতীয় নারী (তু° রোমনী 'রোম্‌নি')। পারিভাষিক অর্থ—বায়ুস্কন্ধের অধিদেবতা যোগিনী। "বায়ুঃ ডোম্বী প্রকীর্তিতা''।

ডোম্বীত ১৮ ঐ। অধিকরণ।

ডোম্বীএর ১৯ ঐ। ষষ্ঠী।

ডোম্বী-ঘরে ৪৭।

ডোম্বী-বিবাহে ১৯ ডোম্বীর সঙ্গে বিবাহের জন্য।

ঢেণ্‌ঢণপাএর ৩৩ চর্যাকর্তার গুরুর নাম। ষষ্ঠী।

ণ ১৫, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৪ নিষেধে।

ণ ২০ নূতন। <নব।

ণঅনি ২৩ দ্র° **ণঅলি**।

ণঅলি ২৩ লইয়া আসিলি (?)।

ণইরামনি ২৮। পারিভাষিক শব্দ—নৈরাত্ম্যযোগিনী, বিজ্ঞান স্কন্ধের অধিদেবতা।

ণচ্ছন্তেঁ ৪২=ছন্তেঁ ণ।

ণঠা ৩১,৩৫, ৪৯ নষ্ট।

ণবগুণ ৪৭ নগুণ, পইতা।

ণহিএঁ ৪৪=ণ হিএঁ।

ণাণা ২৮ নানা।

ণাবড়ি-খাণ্ডি ৩৮ ছোট নৌকাখানি। <*নাবটিকা-খণ্ডিকা।

ণাবী ১৩ নৌকা। <নাবিকা।

ণামেঁ ২৮ নামে। করণ।

ণাহি ২২, ৪৩ নাই। <নাসীৎ।

ণিঅ ২৮, ৩০, ৪৯ নিজ।

ণিঅমণে ২৮ নিজমনে। করণ।

ণিঅ মন ৩০ নিজমন।

ণিঅড় ১২ নিকট।

ণিঅড়ি ৭ নিকটে। অধিকরণ।

ণাব পাড়ী ৪৯ দ্র° ণাব-পাড়া।

ণাব-পাড়া ৪৯ নওয়ারা, নৌবাহিনী। <নৌবাটক।

ণিবানা ১৬ নির্বাণ, শূন্যতালক্ষণ।

ণিবাণে ২৭, **ণিবানে** ১৬ ঐ। করণ, অধিকরণ।

ণিবারিউ ৩১ নিবারিত।

ণিরবর ২৬ নিরবয়ব (?)।

ণিরালে ৩১ নিরালম্বে। করণ, অধিকরণ।

ণিরাসে ৩১ =নিরালে।

তআরি ১২ =উআরি।

তং ৪১ তাহাকে। <তম্‌।

তই ৩৯ তোমার দ্বারা, তুমি। করণ। <ত্বয়া।

তই ৪০ তবু।

তইছন ৩৭ দ্র° তইসন।

তইলা ৫০ তৃতীয়। <ত্রিক+।

তইসন ৩৭, তেমন। <*তাদৃশ্ন। দ্র° জইসন।

তইসা ৪৬ ঐ। <তাদৃশ। দ্র° জইসা।

তইসো ২২, ৩৭, **তইসোঁ** ১৩ ঐ। দ্র° জইসো, জইসোঁ।

তইঁ ৪, ১৮ তোমার দ্বারা তুই। দ্র° তই।

তউ ২৬ = তবু।

তউষে ২৬ তউ সে।

তড়ি ১৫। দ্র° খড়তড়ি।

তথতা, তধতা ৯, ৩৬, ৪৪, ৪৬ পারিভাষিক শব্দ—প্রজ্ঞাপারমিতাবস্থা।

তথতাণাদেঁ ৪৪। করণ।

তথতাস্বভাবে ৪৬। করণ, অধিকরণ।

তথা ৪৪।

তথাগত ১৩ বুদ্ধ, বোধিসত্ব। পঞ্চ তথাগত হইতেছেন অক্ষোভ্য অমিতাভ রত্নেশ বৈরোচন এবং অমোঘ।

তন্তেঁ ৩৪ তন্ত্র দ্বারা। করণ।

তন্ত্রী ২৫ চর্যাকর্তার নাম।

তব ২১ তখন, সে পর্যন্ত।

তবসে ২১ = তব সে।

তবেঁ ২১, ৪৪, ৪৬ তখন। দ্র° জবেঁ।

তরই ৫ উত্তীর্ণ হয়। <তরতি।

তরঙ্গ ৫।

তরঙ্গম ৫ = তরঙ্গ ম।

তরঙ্গন্তে ৬ তরঙ্গের দ্বারা, লাফ দিয়া। করণ, অধিকরণ।

তরঙ্গতেঁ ৬ ঐ।

তরিত্তা ১৩ (= তরিতা) উত্তীর্ণ। <*তরিত্ত।

তরু ৪৫।

তরুবর ১,২৮,৪৫।

তরুঅ ৪৯ = রুঅ।

তসু ২৭,৪৫ তাহার। <তস্য।

তহি ৩১, **তহিঁ** ১০, ১৪, ২৮ তাহাতে, সেখানে। দ্র° জহি, জহিঁ।

তংহি ৪৩ = তঁহি।

তঁই ৪, ১৮। দ্র° তইঁ।

তঁহি ৫০, **তঁহী** ২৮। দ্র° তহিঁ।

তা ৭, ১৬, ৪৫ তাহা। কর্ম। <তস্য।

তা ৩৭ তাহার। ষষ্ঠী। <তস্য।

তা ৩৭, ৪৫ তখন, ততক্ষণ। <তাবৎ, তাৎ। তু° "ইষ্ট বিরোধু তাঁ হুয়ই জাঁ দর্শন্থু ন হোইঁ সন্তহঁ রঙ্গহিঁ" (প্রাচীন গুজরাতী গদ্যসন্দর্ভ)।

তাএলা ৫০ তখন (বৃত্তি "তস্মিন্ সময়ে")। তু° অপভ্রংশ (ভবিসথকহা) তাবেলা <তদ্‌বেলা।

তাড়ক ৩৭ চর্যাকর্তার নাম। <তাটঙ্ক।

তান্তি ১০, ১৭, **তান্তী** ১৭ তাঁত। <তন্ত্রিকা।

তান্তি-ধনি ১৭ তন্ত্রীধ্বনি।

তাব ২১ <তাবৎ।

তাল ৪ তালা।

তাসু ৪৩ তাহার। দ্র° তসু।

তাহের ২৯ তাহার। ষষ্ঠী।

তাঁবোলা ২৮ তাম্বুল।

তিঅড়া, তিঅড্‌ডা ৪ জঘন। <ত্রিবৃতক, ত্রিপুটক। তু° মধ্য° তিহড়ী (উনান অর্থে)।

তিঅ ধাউ ২৮ ত্রিধাতু—কায় বাক্ চিত্ত। <ত্রিক+ধাতু।

তিঅধাএ ২৯ ঐ। করণ, অধিকরণ।

তিঅ মণ্ডল ৫৭ ত্রিমণ্ডল— স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।

তিঅস ২৩ দেবসত্ত্ব, দেবতা। <ত্রিদশ।

তিড়িঅ ১৬ = তোড়িঅ।

তিণ ৬ তৃণ।

তিনি ১৮ তিন। দ্র° তিনি।

তিনা ৩৩ তিন।

তিনি ৭ তিন। <ত্রীণি।

তিনিএঁ ১৬ ঐ। করণ, অধিকরণ।

তিম ৯, ৪৩ তেমন, তেমনি। দ্র° জিম।

তু° তিবঁ, তিম্ব (হেমচন্দ্র)।

তিমই ৪৬ ভিজে। কর্ম°। <তিম্যতে।

তিল ১৫।

তিলোএ ৩০=তৈলোএ।

তিশরণ ১৩ পারিভাষিক শব্দ—বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ এই তিন শরণস্থান। "আবোধেঃ শরণং যামি বুদ্ধং ধর্মং গণোত্তমম্।"

তিহুবণ ৩৬, **তিহুঅণ** ১৬, ৫১ ত্রিভুবন।

তু ৫,১০,২৮ তুই, তুমি। <ত্বম্।

তুট ৪১। দ্র° তুটই।

তুটঅ ২১। দ্র° তুটই।

তুটই ৪৬ টুটে। <ত্রুট্যতে।

তুউই ৩০, *৭, *১৩। ঐ।

তুট্‌ঠৌ *৭ তুষ্ট। অর্ধ°।

তুম্হে ৫ তোমরা। <*তুষ্মাভিঃ= যুষ্মাভিঃ।

তে ৭,২২,৪০ সে, তাহারা। দ্র° জে।

তেজই ৪০=জেতই।

তেতীসেঁ *৭ তেত্রিশ। করণ।

তেতিনি ৭=তে তিনি।

তেতবি ৪০ ততই। দ্র° জেতই।

তেন্তলি ২ তেঁতুল।

তোলাএ ৩০, ৪৩। দ্র° তৈলোএ।

তৈলোএ ৩০, ৪২, ৪৩ <ত্রৈলোক। ত্রৈলোকে। তু° "মো তইলোয়হিঁ সারু" (পাহুড়দোহা)।

তো ৪, ১৮, ৩৪ তোমার। <তব।

তো ৬,৪৯ তুই, তুমি। কর্তা। দ্র° তু।

তো ১০ ঐ। কর্ম।

তোএ ১০ (+সম) ঐ। করণ।

তোড়ি ২৫ তোড়িঅ।

তোড়িঅ ৯, *৮, দ্র° ভাঙ্গা হইল। <ত্রোটিত।

তোড়িঅ ১২

তোড়িউ ৯ দ্র° তোড়িঅ।

তোরা ৪১ তোর।

তোরেঁ *৮ তোকে। কর্ম।

তোলি ৫০ তুলিয়া। <তুলিত।

তোলিআ ১২ তোড়িআ।

তোহার ৩৯, **তোহোর** ১০ তোর, তোমার। দ্র° তোরা।

তোহোরি ১০, ১৮, ২৮ ঐ। স্ত্রী°।

তোহোরে ১৮, **তোহোরেঁ** ২৯ তোর, তোমার। করণ।

তোহৌরি ২৮=তোহোরি।

থাকিউ *৯ থাকিল। অতীত। <*স্থক্কিতঃ।

থাকিব ৩৯ থাকা হইবে। <*স্থক্কিতব্য।

থাকী ৪৪ দ্র° থাকিউ।

থাতী ২১ স্থিতি।

থাহা ১৫ গভীরতার অন্ত। <*স্থাঘ।

থাহী ৫ ঐ। *স্থাঘিক। আধুনিক° থই।

থির ৩, ৩৮, **থিরা** ২০ স্থির।

থোই ৮ থুইতে, রাখিতে। নিষ্ঠাজাত অসমাপিকা। <*স্থপিত।

দঙ্গালে ৪৯ দস্যু, বোম্বেটে, নিঃস্ব, ভবঘুরে। করণ। তু° দঙ্গালিয়া যোগী (অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়); "ডেঙ্গালিয়া বরে বাপা দিল বিভাইঞা" (বিষ্ণুপাল, মনসামঙ্গল)।

দমকুঁ ৯ দমনের জন্য (?)।

দলিআ ৩০ দলিত হইল।

দশদিসেঁ ৯ দশদিক হইতে। করণ, অপাদান।

দশবলরঅন ৯ বুদ্ধরত্ন ।া জিনরত্ন, তথতারত্ন।

দশবররঅন ৯ দশ শ্রেষ্ঠ রত্ন।

দশমি ৩ দশম। <দশমিক। আধুনিক° দশইঁ।

দহদিহ ৩৫ দশদিক। <দশ-দিশা। দ্র° দশদিসেঁ।

দহ দিহে ৫০ ঐ। অধিকরণ।

দহিঅ ৪৯ দ্র° ডহিঅ।

দাটই ৪৬=দাঢ়ই।

দাঢ়ই ৩৬, দগ্ধ হয়। <*দড্ঢ (=দগ্ধ)। তু° দাঢ়ী (=চাল ভাজা), দাঢ় কাক (সর্বানন্দ)।

দাঢ়া ৪৯ দগ্ধ। তু° দড্ঢা (হেমচন্দ্র-৩৪৩. ২)।

দাণ্ডী ১৭ ডাঁটি। <দণ্ডিকা।

দাপণ ৩২ দর্পণ।

দাপতিবিম্বু ৪১ =দাপনবিম্বু।

দাপণবিম্বু ৪১ দর্পণে প্রতিবিম্ব।

দারক ৫১। দ্র° দারিক।

দারী ২৮ গণিকা। <দারিকা।

দায় ১২ দান, পণ।

"বিবিধ প্রকার পণ দাও সে আখ্যান
সবল হইলে ঘুঁটি রাখে ঐ জন।
(করুণানিধানবিলাস পৃ ২৪২)।

দাহ ১২ দ্র° দায়।

দাহ ৪৭ দ্র° ডাহ।

দাহিন ৫, ১৪, ১৫, ৩২ ডাহিন। <দক্ষিণ।

দাহিনে *৩ ঐ। করণ, অধিকরণ।

দিঅঁ ।৫০ দিয়া। করণের বিভক্তিস্থানীয়। <*দিত=দত্ত।

দিট ১, ৩, ১১, ৪১ =দিঢ়।

দিটি ৫ =দিঢ়ি।

দিট্‌ঠো *৭ দৃষ্ট। অর্ধ°।

দিঠ নাঠ ৪২ দৃষ্টবস্তুর ধ্বংস। <দৃষ্টনষ্ট।

দিঠা ১, ১৬ দৃষ্ট।

দিঢ় ১, ৩, ১১, ৪১, দৃঢ়।

দিঢ়ি ৫ ঐ। স্ত্রী°।

দিধলি ৫০ দেওয়া হইল। স্ত্রী°।

দিবি ২৯ দেওয়া হইবে। স্ত্রী°। <*দিতব্য=দাতব্য।

দিল ৩৫ (ভণিআ+)।

দিশঅ ২৬, **দিশই** ৪৭, **দিসই** ১৫, ৩৯ দেখা যায়। কর্ম°। <দৃশ্যতে।

দীস ২৯ দিশা, উদ্দেশ।

দীনা *১৪ দত্ত। <*দিন্ন!

দীপা *৬ **দীবা** *৪ দীপ।

দীসঅ ৬, ১৫। দ্র° দিশঅ।

দুআ ১২ দাবা বা পাশা খেলার দুইয়ের চাল। <*দ্বক=দ্বিক।

দুআন্তে ৫ দুইধারে।

দুয়ারত ৩ দ্বারে। অধিকরণ।

দুই ৩, ৪, ২৬। <দ্বে।

দুইআর ২৬ দোহার, সহায়ক। <দ্বিআকার।

দুই মার ২৬ =দুই-আর।

দুকেল্লা *৮ =উএল্লা (?)

দুখোলেঁ ১৪ সেঁউতি দ্বারা। করণ।

দুজ্জণ সাঙ্গে ৩২ দুর্জন সঙ্গে। করণ,

অধিকরণ, অপাদান।

দুঠ, দুঠ্‌ঠ ৩৯ দুষ্ট।

দুঠ্য ৩৯ = দুঠ্‌ঠ।

দুধ-মাঝে ৪২ দুগ্ধ মধ্যে। করণ, অধিকরণ।

দুধু ৩৩ দুগ্ধ।

দুন্দুল ৩০ দ্র° দ্বন্দ্বল।

দুন্দোলী ৫০ দুর্মোচ্য গ্রন্থি। <দুর্দোলিকা। তু° পেম্ম-দুন্দোলী (গাথা-সপ্তশতী)।

দুলক্‌খ, দুলখ ৩৪ দুর্লক্ষ্য।

দুলি ২ কচ্ছপী। <দুড়ী (মহাভাষ্য)।

দুষাধী ৩৩ চৌরোদ্ধরণিক, চর। <দৌঃসাধিক।

দুহি ২ দোহা হইল; দুহিয়া। <*দুহিত = দুগ্ধ।

দুহিএ ৩৩ দোহা হয়। কর্ম°। <দুহ্যতে।

দুহিল ৩৩ দোহা। বিশেষণ।

দুঃখে ৩৪ দুঃখে। করণ।

দূরম ৫ = দূর ম।

দ়ূর ৫।

দৃঢ় ৯।

দে ৪,৩০, **দেই** ৩০ দেয়। <দয়তে। তু° "অন্তরু দেই" (হেমচন্দ্র ৪০৬.৩)।

দেউ ৩ দেওয়া হইয়াছে। <*দিতকঃ = দত্তঃ।

দেখই ৪২ দেখে। <*দৃক্ষতি = পশ্যতি।

দেখইআ ৩ দেখিয়া। <*দৃক্ষিত = দৃষ্ট।

দেখি ৭, ৪১, ৪৭ দেখা হইল, দেখিয়া। <*দৃক্ষিত = দৃষ্ট।

দেখিল ৩৬ দৃষ্ট।

দেখী ১৬,*৬ দ্র° দেখি।

দেট ৩ = দেত।

দেত ৩ (= দে ত) দেওয়া আছে। দ্র° দেই।

দেবক্রী ৪ রাগিণীর নাম। আধুনিক° দেবকরী, দেবগিরি।

দেবী ১৭ নৈরাত্ম্যযোগিনী।

দেশ ১৭ দ্বেষ।

দেশ ৪৯।

দেশাখ ১০,৩২ রাগিণীর নাম।

দেহ-নঅরী ১১ দেহনগরীতে। কর্ম-অধিকরণ।

দেহুঁ ১২ (আমরা, আমি) দিই।

দো ১৫ দুই। <দ্বৌ।

দোসে ৩৯ দোষে। করণ।

দ্রেশ ৪৯ = দেশ।

দ্বন্দ্বল ৩০ দ্র° দুন্দোলী।

দ্বাদশ-ভুঅনেঁ ৩৪ দ্বাদশ ভুবনে। করণ, অধিকরণ।

দ্বেশাখ ৩২ = দেশাখ।

ধনসী ১৪ রাগিণীর নাম। আধুনিক ধানশী।

ধনি ৩৩ ধন্য। স্ত্রী°।

ধনি ১৭ ধ্বনি।

ধবন ১ দ্র° ধমণ।

ধমণ ১ শ্বাসগ্রহণ, পূরক। <ধ্মান।

ধরণ ২ ধরা।

ধর্ম *৭।

ধরহু ৩৮ ধর। অনুজ্ঞা।

ধরিঅ ১১ ধৃত। <*ধরিত।

ধান ২১ = পাণ।

ধাবই ১৬ ধায়, দৌড়ায়। <ধাবতি।

ধাম ১৯ আবাস, নিবাস। তু° রোমনী (ওয়েল্‌স্‌) ‘থেম্‌’ “দেশ, স্থান, ভূমণ্ডল”।

ধাম ২২ ধর্ম।

ধাম ৪৪ ধর্ম, অথবা আবাস, দেশ।

ধাম ৪৭ চর্যাকর্তার নাম।

ধামার্থে ৫ ধর্মের (বা চর্যাকর্তার) জন্য।

ধুণি ২৬ ধুনিয়া, তুলা পিঁজিয়া। <*ধূনিত =ধূত।

ধুম ৪৭।

ধোকে *১ ধোঁকায় পড়ে।

ন ২৬, ২৯, ৩৫, *২, *৮ না।

নঅ-বল ১২ দাবা খেলা। <নয়বল।

নঅরী ১১ নগরী।

নইরামণি ৫০ দ্র° ণইরামণি।

নইরী ৪১ নগরী।

নঈ ১৪ নদী।

নউ ৪৫,৪৬,৪৭ কখনই না। <নতু।

নৌকা ৩৮।

নৌবাহী ৩৮ মাঝি। <নৌবাহিক।

নখলি ২০ খন্‌তা। তু° “নখলীহি পানীয়ার্থং ভূমিং খনন্তি” (মহাবস্তু)।

নগর ১০।

নড়এট্টা ১০ =নড়এড়া।

নড়এড়া, নড়পেড়া ১০ নটসজ্জা। <নটপেটক।

নণন্দ ১১ স্বামীর ভগিনী। <ননান্দ্‌।

নবযৌবন ২০।

নরঅ ৪ (=নরআ) পুরুষ। <*নরক।

নলণী-বণ ২৩, **নলিনীবন** ৯।

না ১০ অবধারণে। <নাম।

নাঅর *১৪ চতুর ব্যক্তি। <নাগর।

নাঈ ১০ দ্র° নঈ।

নাচঅ ১০ নাচে। <নৃত্যতি।

নাচন্তি ঐ। গৌরবে বহু°। <নৃত্যন্তি।

নাড়ি ২০ জননীজঠর।

নাড়ি-শক্তি ১১।

নাড়িআ ১০ নেড়া ব্রহ্মচারী অথবা সুপণ্ডিত।

নাদ ৩২, ৪৪ শব্দ (পারিভাষিক)।

নাদে ১১ শব্দে। করণ, অধিকরণ।

নানা-বন্নে *৩ নানাবর্ণে।

নায়ক ১৬ প্রভু।

নারী ৪।

নাল ৩ নল।

নালেঁ ঐ। করণ।

নাব ১৫ নৌকা। <নাবা।

নাবী ৮ নৌকা। <নাবিকা।

নাবেঁ ১০ নৌকায়। করণ। <নাবা+-এন।

নাবড়ী ৩৮ ছোট নৌকা। <*নাবটিকা।

নাশই *১০ নষ্ট হয়। <নশ্যতে।

নাশক ২১ নাশের জন্য। গৌণ কর্মে ষষ্ঠী।

নাশিঅ ৩৯ নাশিত।

নাহা ১৫ প্রভু। <নাথ।

নাহি ৮, ১৮, ২০, ৩৩, ৪২, ৪৯, **নাহিঁ** ৩৭, **নাঁহি** ৩৩। দ্র° নাহি।

নাহী ৩৮ নৌকার হাল। <নাভি।

নিঅ-দেহ ১৩ নিজদেহ।

নিঅ-মণ ৩২, **-মন** ৩৯ নিজমন।

নিঅহি ৩২ =নিঅড়ি।

নিঅড়ি, নিঅড্‌ডি ৩২ নিকটস্থ। স্ত্রী°।

নিঘিণ, নিগ্‌ঘিণ ১০ নির্ঘৃণ। তু° নিগ্‌ঘিণ (হেমচন্দ্র ৩৮৩.২)।

নিচিত ১ নিশ্চিত। অর্ধ°।
নিচ্চল ২১ নিশ্চল।
নিতি ২৫, ৩৩ নিত্য, সর্বদা। দ্র° নিতে।
নিতে ৩৩ সর্বদা। করণ, অধিকরণ। <নিত্যেন।
নিদ ২, ৩৬ নিদ্রা।
নিন্দ ১৩ ঐ।
নিবাস ৭।
নিবাণে ৫ নির্বাণে। অধিকরণ।
নিবিতা ৯ পরমসুখী। <নির্বৃত।
নিবুধী ৩৩ নির্বোধ। <নির্বুদ্ধিক।
নিভর ৫ বিশ্বস্তভাবে। <নির্ভর।
নিয়ড়ী, নিয়ড্ডী ৫। দ্র° নিঅড়ি।
নিরন্তর ১৬, ৩০।
নিরেবন ৫০ নিশ্চল। <নিরেজন।
নিরালে ৩১, **নিরালেঁ** *১৪ নিরালম্বে। করণ, অধিকরণ।
নিরাসে ৩১ = নিরালে।
নিরাসী ২০ নিরাশ; খাদ্যহীন। স্ত্রী°।
নিল ২ লইল।
নিলঅ ৬ উদ্দেশ। <নিলয়। তু° "কত জল হঅ রে নিল্ব অ নাহি জানি।" (মনসামঙ্গল, বিষ্ণুপাল)। "সন্মুখে দেখিল কন্যা তিন ধার পানি, কোন ধার দিয়া যাব নিলয় না জানি।" (ঐ জীবন মৈত্র)।
নিলেসি ৩৯ লইলি। অতীত, মধ্যম°।
নিসারা ৩ বহির্গমন। <নিঃসার।
নিসি ২১, ৫৭ রাত্রি। <*নিশিক।
নিহঅ ৩০ নিভৃতে। করণ, অধিকরণ।
নিহুরে ৩০ = নিহঅ।

নীতি ৩৩। দ্র° নিতি।
নেউর ১১ নূপুর।
নেমি ১০ দ্র° লেমি।
নো ১৫, ৪৬ না। <নতু।
পইঠ ১১, ১৬, **পইঠা** ১৬, ৩১, ৩৫, ৪৯, **পইঠা** ১ প্রবিষ্ট, প্রবিষ্ট হইল।
পইঠেল ৩ প্রবিষ্ট হইল। <প্রবিষ্ট+।
পইসঅ ২৬, **পইসই** ৭, ১৪, ৩১, ৪৭, **পইসই** ৬ প্রবেশ করে। <প্রবিশতি।
পইসন্তে ২৩, ২৮ প্রবেশ করিতে। শতৃজাত অসমাপিকা।
পইসহিনি ২৩ = পইসহিলি?
পইসহিলি ২৩ প্রবেশ করিলি (?)।
পইসি ৯ প্রবিষ্ট। <*প্রবিশিত।
পখা ৪ পাখা। <পক্ষ।
পঞ্চ ১, ১৪।
পঞ্চ জণা ২৩ পাঁচ জন, পারিভাষিক অর্থ —পঞ্চেন্দ্রিয়। কর্ম°।
পঞ্চ-নালেঁ ৪৭। করণ।
পঞ্চ পাটন ৪৯ পাঁচ পাটন।
পঞ্চ বিষয়রে ১৬ = পঞ্চ বিষয়ের।
পঞ্চাশত *১ পঞ্চাশ। <পঞ্চাশৎ।
পটমঞ্জরী ১, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৭, ২০, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮ রাগিণীর নাম।
পটি ৫ পটি, পাটি। <পাটিক।
পড়অ ৬ পড়ই পড়ে। <পততি।
পড়ন্তেঁ ১৬ পড়িবার কালে। শতৃজাত অসমাপিকা।
পড়হ ১৬ পড়া, ঢাক বিশেষ। <পটহ। তু° পড়হ (হেমচন্দ্র ৪৪৩.১)।

পড়বেষী ৩৩ পড়শী, প্রতিবেশী। <প্রতিবেশিক। প্রাচীন গুজরাটী পাড়োশী।

পড়া ৪৭। দ্র° শাসন-পড়া।

পড়িঅঁা ৪৫ পড়িয়া।

পড়িলা ২৮ পড়িল।

পড়িলেঁ *১০ পড়িলে।

পড়িহাই ৪১ প্রতিভাত হয়। <প্রতিভাতি, প্রতিভাবয়তি। তু° "করণ ন তউ পড়িহাই" (হেমচন্দ্র ৪:::১)।

পণালেঁ ২৭ প্রণাল বা মৃণাল দ্বারা। করণ।

পণিঅঁা ৩৫ পানী, জল। <পানীয়

পতবাল ৩৫ (নৌকার) পাল।

পতিআই ২৯ প্রত্যয় করে। <প্রত্যয়। নামধাতু।

পতিভাসই, পতিহাসই ৩৫ দেখা যায়, অনুভূত হয়। <প্রত্যাভাসয়তি।

পথক ৩৭ পথের। ষষ্ঠী।

পদমা ১০ পদ্ম। অর্ধ°।

পদ্‌ম-বণ ২৩ পদ্মবন।

পবণ ৩১ **পবণা** ২১ পবন।

পমাই ৪২, **পমাএঁ** ৩৮ প্রমাণ করে, প্রবেশ করে,। <প্রমাপয়তি= প্রবিশতি।

পর-অপ্‌পণা ৩৯ আপন পর।

পরম-নিবাণে ২৮, **নিবাণেঁ** ৩৪ পরম নির্বাণ। করণ।

পরম-মোখ ১১ পরম মোক্ষ।

পরমার্থের *২।

পরবস ৩৯ পরবশ।

পরস-র[স] ১৩ স্পর্শ রস।

পরহিণ ২৮ পরিধান, পরিহিত।

পরাণ ১০ প্রাণ।

পরিচ্ছিন্না ৭ পরিছিন্ন।

পরিনিবিত্তা ১২ পরিনিবৃতি, নিস্তার। <পরিনিবৃত।

পরিমাণ ১ প্রমাণ বা পরিমাণ কর। অনুজ্ঞা। <প্রমাণয়, পরিমাণয়। এক°।

পরিমাণহ *১৩ পরিমাণ কর। বহু°।

পরিমাণী ৪৫ আদিষ্ট। <প্রমাণিত।

পরেঁ ৩৯ পরে। করণ।

পসর-বস ১৩=পরবশ।

পসরিউরে ২৩=পসরিউ রে।

পসরিউ ২৩ প্রসারিত হইল। <প্রসারিতঃ।

পসারা ৩ পসরা, পসারে। <প্রসার।

পহারা *৫ প্রহর (রাত্রির)।

পহারী ৩৬ প্রহার করা হইল।<প্রহারিত।

পহিল ২০ প্রথম, পয়লা। <প্রথ+।

পহিলে ২০ প্রথমে। করণ, অধিকরণ।

পঁউআ-খালে ৪৯ পদ্‌ম-খালে, পদ্মার খালে। করণ, অধিকরণ।

পা ২, ৩৩ ৩৬ গুরুর নামে যুক্ত শ্রদ্ধাবাচক শব্দ। <পাদ।

পাঅ-পএ ১৪ ,৩৪, **-পএঁ** ৩৪ শ্রীচরণের অনুগ্রহে। <পাদপদে, পাদপদেন।

পাকেলা ৫০ পাকিল। <পক্ক+।

পাখ ১ পক্ষ। দ্র° পখা।

পাখি ৩৬ ব্যতিরেকে। তু° "তূ পাখই প্রভূত বিভবু রাজ্য মূঁরহইং ন হোইতই" (প্রাচীন গুজরাতী গদ্য সন্দর্ভ।)

"গায়ত্রী মন্ত্র গুরু মুখে। জানি সেবিব গুরু পাখে॥ (জগন্নাথদাস, ভাগবত)

পাখুড়ী ১০ পাপড়ি। <*পক্ষটিকা।

পাখে ৪৬ পক্ষে। করণ।

পাঞ্চ ১৪, ৪৫ পাঁচ।

পাঞ্চজনা ১২। দ্র° পঞ্চজণা।

পাটের ১ পটুতার। সম্বন্ধ। <পাটব।

পাটেঁ ১৬ পাটে, পাটায়। করণ, অধিকরণ।

পাড়ী ৪৯। দ্র ণাব-পাড়া।

পাণ ২১ পান।

পাণিআ ১৩, **পাণিআঁ** ৩১। জল। দ্র° পাণী।

পাণী ৬, ১৪, ৪৭ পানীয়, জল।

পাণ্ডি ১ পিঁড়ি, উচ্চ আসন।

পাণ্ডিআচাএ ৩৬ পণ্ডিতাচার্য্য।

পাতহ ৪৫ পত্রের। <পত্রস্য।

পাথর ৪১ প্রস্তর।

পান্তর ১৫ প্রান্তর।

পাপ ১৬, ৩৫।

পাবত ২৮ পর্বত।

পার ১৪, ৩৮।

পার-উআরে, -উআরেঁ ৩০ পারে উত্তীর্ণ- হওয়া। করণ, অধিকরণ। <পার-উত্তার।

পারঅ ৮ (=পারই) পারে। <পারয়তি।

পারগামি, -গামী ৫।

পারিম-কুলেঁ ৩৪ অপর কুল। করণ, অধিকরণ।

পারেঁ ৩৯=পরেঁ।

পারোআরে ৭২। দ্র° পার-উআরে।

পাবিঅই ২৬ পাওয়া যায়। কর্ম°। প্রাপ্যতে।

পাশি ৩৬ পার্শ্বে।

পাস ৩৭ পার্শ্ব।

পাস ৩৭ ফাঁদ, বন্ধন। <পাশ।

পাসের ৫০ পার্শ্ববর্তী। সম্বন্ধ।

পিচিউ ১৭=চাপিউ।

পিটত ১৪ পীঠে (?)।

পিটা ২, ৩৩ কেঁড়ে, দুগ্ধদোহনপাত্র।

পিথক ৩৭ =পথক।

পিবই ৬ পান করে, পীয়ে। <পিবতি।

পিবিবি *২ পান করিতে। অবহট্‌ঠ।

পিরিচ্ছা ২৯ প্রশ্নের সমাধান। অর্ধ°। <পৃচ্ছা।

পিড়ি ১২ পিঁড়ি, কাঠের আসন। দ্র° পাণ্ডি।

পিহাড়ি ১২=পিড়ি।

পীচ্ছ ২৮ পুচ্ছ, পালক। <পিচ্ছ, পুচ্ছ।

পীবমি ৪ (আমি) পান করি। <পিবামি।

পুচ্ছ ৫, ৪১, জিজ্ঞাসা কর। অনুজ্ঞা। <পৃচ্ছ।

পুছমি ১০ (আমি) জিজ্ঞাসা করি। <পৃচ্ছামি।

পুচ্ছতু ৫, ৪১=পুচ্ছ তু।

পুচ্ছসি ১৫ (তুমি) জিজ্ঞাসা কর। বর্তমান। <পৃচ্ছসি।

পুচ্ছি ৮, **পুচ্ছিঅ** ১, *১৩ জিজ্ঞাসা করিয়া। নিষ্ঠাজাত অসমাপিকা। <*পৃচ্ছিত=পৃষ্ট।

পুঞ্চআ ২৮ বাজপাখী।

পুণ ৪৫ আবার। <পুনঃ।

পুণু ১৪ দ্র° পুণ।

পুণ্য ১৬।

পুন ২৬। দ্র° পুণ।

পুন্ন ৩৫। <পুণ্য।

পুলিন্দা ১৪ মাস্তুল।

পূণ ২৬=শূণ।

পূরা ২০ পূর্ণ। <পূরক।

পেখরে ৩০= পেখ রে।

পেখ ৩০, ৪৬ দেখ। অনুজ্ঞা। <*প্রেক্ষ =প্রেক্ষস্ব।

পেখই ৪২, ৪৬ দেখে। <প্রেক্ষতে।

পেখমি ৩৮ (আমি) দেখি। <*প্রেক্ষামি।

পেখু ৪৬=পেখই।

পেম্ম ২৮ প্রেম। অপভ্রংশ।

পেহ্ম ২৮=পেম্ম।

পোইআ ২৬=জোইআ।

পোথা, পোথী ৪০ গ্রন্থ। <পুস্তক, পুস্তিকা।

পোহাঅ ১৯, **পোহাই** ২৮, *৪ (রাত) পোহানো হইল। <প্রভাত+।

পোহাইলী ২৮ ঐ। স্ত্রী°।

পোহান্ত *৫ পোহাইল। শতৃজাত অতীত।

ফরই ৎ২ প্রকাশিত হয়। <স্ফুরতি। অথবা, =ফিরই 'বেড়ায়'। তু° রোমনী 'ফির'।

ফরিঅ ৪৩, **ফরিআ** ৩০ স্ফুরিত। <স্ফুরিত।

ফলই *৮ ফল ধরে। <ফলতি।

ফাটই ৪৭=দাঢ়ই।

ফাড়িঅ, ফাড্ডিঅ ৫ ফাড়া হইল। <স্ফাটিত। তু° রোমনী 'ফারব'।

ফাল ৪ বিস্তার, বিস্তারিত। <স্ফার।

ফিটঅ ২। খুলিয়া যায়। কর্ম°। তু° 'ফিট্ট' (গাথাসপ্তশতী); 'ফিট্টিবি' (হেমচন্দ্র ৪০৬.২)।

ফিটলেসু ২ খালাস হইলাম, গর্ভ মোচন করিলাম। তু° মধ্য° 'খোলা-ডাই' (গর্ভমোচনকারিণী ধাত্রী)।

ফিটিলি ৫০ খুলিয়া গেল, দূর হইল। স্ত্রী°।

ফীটউ ১২ মুক্ত হোক, দূর হোক। কর্ম°।

ফীটা ৪৭=দাঢ়া।

ফুটিলা ৫০ ফুটিল। <স্ফুট+।

ফুড় ৪৬, ৪৭ স্পষ্টভাবে। <স্ফুটম্।

ফুলিআ ৫০, *১৪। দ্র° ফুলিলা।

ফুলিলা ৪১, ৫০, *৪ পুষ্পিত, পুষ্পিত হইল।

ফুল্ল *১৪ ফুল। তৎ°।

ফুল্লই *৭, *৮ ফুল ধরে।

ফুল্লা *৭। দ্র° ফুল্ল।

ফেটলিউ ২০=ফিটলেসু।

ফেড়ই ৩০ দূর করে। দ্র° ফিটঅ। প্রাচীন গুজরাটী ফেড়ই।

বঅণ ৩৯ বচন।

বঅণে ৪৫ ঐ। করণ।

বইঠা ১, ২৫ উপবিষ্ট।

বখাণী ২৯, ৩৭ ব্যাখ্যাত।<*ব্যাখ্যানিত।

বখাণে ৩৪ ব্যাখান। করণ।<ব্যাখ্যানেন।

বঙ্ক ৩২ (পথের) বাঁক। <বক্র।
বঙ্গাল ৩৩ রাগিণীর নাম।
বঙ্গালী ৪৯ বাঙ্গালী, নিঃস্ব, দুর্গত। তু° রোমনী (ওয়েল্‌শ্‌) 'বেঙ্গালী জুবেল্‌' (দুষ্ট স্ত্রীলোক)।
বঙ্গে ৩৯ বঙ্গ অঞ্চলে। অধিকরণ।
বট ২৬ = বাট।
বট ২৯ মূর্খ(শিষ্যকে সম্বোধন)। দ্রঁ° বড়।
বট্টই ৭ আছে, থাকে। <বর্ততে।
বড় *৭ মূর্খ। দ্র° বট। তু° বঢ় (হেমচন্দ্র ৪২২.১০)।
বড়ারী ২৩ রাগিণীর নাম। দ্র° বরাড়ী।
বড়িআ ১২ বোড়ে, দাবার ঘুঁটি। <বটিকা।
বড্‌হিল ৩৩, = বহিল অথবা বেড়িল।
বণ ৬, ২৮ বন।
বণ্ট ৩৭ = বাণ্ড।
বণ্ড ৩৭ = বাণ্ড।
বতিশ ১৭, ২৭ বত্রিশ। <দ্বাত্রিংশৎ।
বতীসেঁ *৯ ঐ। করণ।
বন্ধাবএ ২২ বাঁধায়, বন্ধ করে। <*বন্ধাপয়তি।
বপা ৩২ বাবা (শিষ্যকে সম্বোধনে)। অবহট্‌ঠ বপ্‌প।
বর ৩৯ বরঞ্চ। <বরম্‌।
বরগুরু-বঅণে ৪৫ সদ্‌গুরুর উপদেশে।
বরিসঅ ৯ বর্ষণ করে। <বর্ষতি।
বরাড়ী ২১, ২৩, ২৮, ৩৪ রাগিণীর নাম। দ্র° বড়ারী, বলাড্ডি।
বলআ ৩৮ বলবান্‌।
বলদ, বলদা ৩৩ বলদ। <*বলর্দ = বলীবর্দ। তু° বলদ্দ (মৃচ্ছকটিক)।
বলদেঁ, বলদ্দেঁ ৩৯ ঐ। করণ।
বলাড্ডি ২৮ দ্র° বরাড়ী।
বলি বলি ৪৬ বার বার। তু° "বলি বলি দীবই তেল সীবঁই" (প্রাচীন গুজরাতী গন্ধসন্দর্ভ)। আধুনিক° বলিহারি।
বলী ৫০ বলি, শ্রাদ্ধপিণ্ড। তু° "বলি কিজ্জউ" (হেমচন্দ্র ৩৩৮.১)।
বসই ২৮ বাস করে। <বসতি।
বহই ১৪, ২৭ বহে। <বহতি।
বহল ২৬, ৪৫ বহুল, প্রচুর।
বহিআ ৩৪ পথ ভাঙ্গিয়া। <*বহিত।
বহিল ৩৩ বহা, বহন করা। <*বহিত।
বহিআ ৪ প্রবাহিত হইয়া। <*বহিত।
বহিবা ১৪। বহিতে।
বহিবাণ ১৪ বহির্বর্গ, বহিরঙ্গ অথবা = বহিবাণ।
বহুড়ই ৮ প্রত্যাবৃত্ত হয়। <ব্যাঘুটতি।
বহুড়ী ২ বধূজন। <*বধূটিকা, বধূটী।
বহুবিহ ৪১ বহুবিধ।
বাক ২৮ বাক্য।
বাকপথাতীত ৩৭, ৪০।
বাকলঅ ৩ বাকড়ের দ্বারা। করণ।
বাকি ১৭ = চাকি
বাখোড় ৯ হস্তিবন্ধন স্তম্ভ।
বাকু ১৫ = বাঙ্কু।
বাঙ্কু ১৫ নদীর বাঁক। তু° বাঙ্ক (সর্বানন্দ)।
বাজ ৪৯ বজ্র (পারিভাষিক), অথবা অমোঘ। <বজ্র।
বাজঅ ১৭, **বাজএ** ১১ বাজায়। <বাদ্যতে।

বাজিল ১৭ বজ্রধর হেরুক। অবহট্‌ঠ বজ্জির, বাজির। <বজ্র+।

বাজুলে ১৫ বজ্রাচার্য বা বজ্রগুরু কর্তৃক। করণ।

বাঝই ৪৬, **বাজ্‌ঝই** *১১ বাঁধা পড়ে। কর্ম°। <বাধ্যতে।

বাট ৭, ১৫, *৪ পথ। <বর্ত্ম।

বাট অভত ৩৮ = বাটত ভয়।

বাটই ৪৫ = বাঢ়ই।

বাটত ৩৮ পথে। সপ্তমী। দ্র° বাট।

বাটা ১৫। দ্র° বাট।

বাড়ির ৫০ বেড়াঘেরা স্থান। সম্বন্ধ।

বাড়ী, বাড্‌ডী ৫০ ঐ। কর্তা।

বাড্‌হী ৫০ = বাড়ী।

বাণ ২১ বর্ণ, রঙ। <বর্ণ।

বাণভ কা ৪৩ = বাণ মুকা।

বাণ-মুকা ৪৩ বর্ণমুক্ত। দ্র° মুকা।

বাণেঁ ২৮ বাণের দ্বারা। করণ।

বাণ্ড ৩৭ পুরুষাঙ্গ।

বাতাবত্তেঁ ৪১ বাত্যাবর্তের দ্বারা। <বাত্যাবর্তেন।

বাধা ৩৪ বদ্ধ।

বাধেলি ২৩ যাহা বদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রী°। <বদ্ধ+।

বান ২৯ বর্ণ। দ্র° বাণ।

বান্ধ, বান্ধঅ ৩ (=বান্ধই) (মদ) বাঁধে। <*বন্ধতি = বধ্নাতি।

বান্ধ ১ বাঁধ, বন্ধন। <বন্ধ।

বান্ধণ ৯, **বান্ধন** ২১, *১১ বন্ধন।

বান্ধি *৬ বাঁধিয়া। <*বন্ধিত।

বান্ধি-সুআ ৪১ বন্ধ্যাপুত্র। <বন্ধিকা-সুত।

বান্ধী ১৪ বাঁধা হইল। দ্র° বান্ধি।

বাপ ২০ দ্র° বপা।

বাপুড়া ২০ = বায়ুড়া।

বাপুড়ী ১০ কাপালিক, নিঃস্ব বেচারা। তু° "কাবালিয় বপ্‌পুড়া" (হেমচন্দ্র ৩৮৭.৩)।

বাম ৫, ৮, ১৪,১৫, ৩২।

বায়ুড়া ২০ লুপ্ত। <বায়ু+ উড্‌ড।

বারিহিরেঁ ১০ = বাহিরেঁ।

বারুণী ৩ মদ।

বাল ১৫ জ্ঞানহীন, মূর্খ, বালক।

বালাগ ৯, ১৬ কেশাগ্র। <বাল+ অগ্র।

বালি ৫০, **বালী** ২৮ <বালিকা তরুণী।

বালুআ-তেলেঁ ৪ বালুকা তৈলে। করণ।

বাষণা ৪১ বাসনা।

বাস ৩৭ (ভান্তি+) অনুভব কর। অনুজ্ঞা। <বাসয়।

বাসনপুড় ২০ = বাসনয়ুড়।

বাসনয়ুড় ২০ বাসনাপুট।

বাসসি ১৫ (ভান্তি+) অনুভব কর। বর্তমান। দ্র° বাস।

বাসে ৫০ = বাসেঁ।

বাসেঁ ৫০ বাঁশ দিয়া। করণ। <বংশেন।

বাহঅ ১৩ বায়, বহন করে। <বাহয়তি।

বাহ ৮, ১৪ বাহ, (নৌকা) চালাও। অনুজ্ঞা। <বাহয়।

বাহতু ৮, ১৪ = বাহ তু।

বাহলো ১৪ বাহ লো।

বাহব ৮ বাহিতে। <বাহিতব্য।

বাহবকে ৮ = বাহব কে।
বাহবাণ ১৪ = বহিবাণ।
বাহা ১৫ বহনকারী, বাহু।
বাহাম ২০ = চাহমি।
বাহিঅ ১৮ বাহিত।
বাহিউ ৪৯ বাহিত। <বাহিতঃ।
বাহিরেঁ ১০। বাহিরে। করণ ।
বাহী ৫ দ্র° বাহিঅ ।
বাহুড়ই ৮ প্রত্যাবৃত্ত হয়। দ্র° বহুড়ই।
বাহ্ম ৪৭ ব্রহ্মা।
বাহ্ম ১০ ব্রাহ্মণ।
বাহ্মন ১০ ব্রাহ্মণ।
বাঁঝে ১০ বন্ধ্যাবস্থায়। করণ, অধিকরণ। <বন্ধ্যা।
বাঁহ্নিসুআ ৪১ = বাহ্নি-সুআ।
বিআঅল *৬, **বিআএল** ৩৩ প্রসব করিল। তু° রোমনী 'বীঅনো, বীঅন্দো' "প্রসব করা"।
বিআণ ২০ বিয়ান, প্রসব। <বেদনা। তু° মারাঠী বেণ। আধুনিক° বিয়ান।
বিআতী ২ বিবাহিত স্ত্রী, বধূ; নির্লজ্জ (স্ত্রী)। তু° রোমনী 'বীঅদী জুবেল্' "বিবাহিত স্ত্রীলোক," 'তারণী বীঅদী' "নববধূ"।
বিআপক ৯ ব্যাপক ।
বিআপিউ ৯ ব্যাপ্ত । <ব্যাপিতঃ।
বিআর ৩০ বিচার ।
বিআরন্তে ২০ বিচার করিতে করিতে। শতৃজাত অসমাপিকা।
বিআলী ২ বিকাল, অবেলা। <*বিকালিক। তু° বিঅলি (হেমচন্দ্র ৩৭৭.১)।
বিকণঅ ১০ বিক্রয় করে। <বিক্রীণাতি।
বিকসিল *২ বিকশিত। <বিকাশ+।
বিকসইসা ৪০ = বি কইসা।
বিকসউ ২৭ বিকশিত হইল। <বিকশিতঃ।
বিগোআ ২০ প্রেমসুখ (?)।
বিচিরলে ৩৩ = বিরলে।
বিচ্ছুরিল ৪৪ বিচূর্ণ হইল। তু° বিছোডবি (হেমচন্দ্র ৪৩৯.৩)।
বিটলিউ ১৮ অশুচীকৃত। <*বিষ্টলিতঃ। তু° "রাজভোজনমুচ্ছিষ্টীকরোতি বিট্টালেতি বিধ্বংসেতি" (মহাবস্তু); "অস্পৃশ্যসংসর্গস্য বিট্টালঃ" (হেমচন্দ্র); "উচ্ছিষ্ট খাইয়া চাঁদ হইবে বিটাল" (বংশীদাস, পদ্মাপুরাণ)।
বিটাল ৪০ = বি টাল।
বিণঠা ৪৪ বিনষ্ট।
বিণাণা ৪৬, **বিণানা** ২৯, ৩৯, **বিণানা** *১১ বিজ্ঞান।
বিণু ৪। দ্র° বিনু। তু° "বিণু সত্তেঁ" (হেমচন্দ্র ৪৪১.২)।
বিদুজণ ১৮ বিদ্বজ্জণ।
বিদুজণ-লোঅ ১৮ বিদ্বজ্জনেরা।
বিদুনাদ ৪৪ বিন্দুনাদ।
বিদ্যাকরী ৯ = অবিদ্যাকরী।
বিনু ৪ বিনা। দ্র° বিণু।
বিন্দারঅ ২১ বিঁধ-কারী । <*বিন্ধকারক।

বিন্দু ৩২ পারিভাষিক।

বিন্দুনাদ ৪৪ বিন্দু ও নাদ (পারিভাষিক) চর্যাগীতিতে বিন্দু-নাদের অর্থ "উপায়-গ্রাহকজ্ঞানবিকল্প ও প্রজ্ঞাগ্রাহ্যজ্ঞান বিকল্প", অথবা করুণা-শূন্য, অথবা বোধি-চিত্ত-খসম, অথবা কুলিশ-কমল। নাথ-পন্থে বিন্দু শুক্র, আর নাদ সহস্রার কমল যেখানে অনাহত ধ্বনি শোনা যায়। ব্রাহ্মণ্যমতে নাদবিন্দু হইতেছে চন্দ্রবিন্দু [ঁ], ওঁ-কারের চিহ্ন। এই অর্থ ("দীর্ঘ হূংকারঃ") চর্যাগীতির বৃত্তিতেও স্বীকৃত।

বিন্ধ, বিন্ধহ ২৮ বিন্ধ কর। অনুজ্ঞা।

বিপখ ১৬ বিপক্ষ।

বিপরীতকরণে *১ তু° শিবসংহিতা, "ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খেলয়েচ্চরণ-দ্বয়ম্। বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥"

বিবাহিআ ১৯ বিবাহ করিয়া। <বিবাহিত।

বিবিহ ৯ বিবিধ।

বিমন ৭ দুঃখিত, বিমনা।

বিমুক্কা ৪৬ বিমুক্ত। <*বিমুক্ত।

বিম্বাকারে ৩৯ বুদ্‌বুদ আকারে।

বিরমানন্দ ২৭। পারিভাষিক।

বিরলে ৩৩ অল্প লোকে। করণ।

বিরহেঁ *৮ বিরহে। করণ।

বিরুআ ৩ চর্যাকর্তার নাম।

বিরূআ ৩৮ চর্যাকর্তার নামান্তর।

বিশেষে ১৯, **বিশেসো** ২২, **বিশেষ** ৪৯ পার্থক্য, বিশেষত্ব।

বিষমা ১৭, **বিষমে** ৫০ গুরুতর।

বিষারা ৩০ =বি যারা।

বিলক্ষণ ২৭ লক্ষণহীন।

বিলসঅ ৯, **বিলসই** ১৭, ২৯, ৩৪, ৪২ বিলাস করে। <বিলসতি।

বিলসন্তি ৫০ ঐ। গৌরবে বহু°।

বিশঙ্কা ২২ =বি শঙ্কা।

বিশুদ্ধিঁ ৩০ বিশুদ্ধি।

বিস ২৯ বিষ।

বিসঅ ৩০ বিষয়।

বিসন্না ৪২ বিষণ্ণ।

বিহল ৩৬ বিহ্বল।

বিহরএ ১১ বিহার করে। <বিহরতি।

বিহরহুঁ ২৯ (আমি, আমরা) বিহার করি।

বিহরিউ ৩১ =বিহলিউ।

বিহলিউ ৩১ বিফল বা বিহ্বল করা হইল। <বিফলিত, বিহ্বলিত। তু° "বিহলিঅজণ অব ভুদ্ধরণূ" [হেমচন্দ্র ৩৬৪'১]।

বিহাণ ৪৪ বিধান, বিহিত।

বীণা ১৭।

বিহুনে, বিহুনেঁ ১৩, **বিহুন্নে** ৩৫ বিনা। দ্র° বিহনি।

বীরনাদে ১১।

বীরা ৪, ২০ বীর।

বুজিঅ ১৫ বন্ধ করিয়া।

বুঝঅ ৩৩, **বুঝই** ৩৭, **বুঝএ, বুঝএ** ২০ বোঝে। <বুধ্যতে।

বুঝভু=বুঝ তু।

বুঝ ৩২ বোঝ। অনুজ্ঞা। <*বুধ্য=বুধ্যস্ব।

বুঝষি ৪১, **বুঝসি** ১৫ (তুমি) বোঝ। বর্তমান।

বুঝি ২৩, **বুঝিঅ** ২৭ বুঝিয়া।

বুঝিঅ ১৫, **বুঝিআ** ১৫, *১২। দ্র° বুজিঅ।

বুঝিরে ২৩=বুঝি রে।

বুঝিল ৩৫ বোঝা হইল। <*বুধ্যিত+।

বুঝিলে ৩৯ বোঝা হইলে। দ্র° বুঝিল।

বুঝ্‌ঝিঅ ৩০=বুঝিঅ।

বুঝ্‌ঝিলে ২৯=বুঝিলে।

বুড়ই ১৪=বুলই।

বুড়ন্তে ১৬ ডুবিতে ডুবিতে। শতৃজাত অসমাপিকা। <অবহট্‌ঠ ধাতু বুডড। তু° বুড্‌ডিবি (হেমচন্দ্র ৪১৫.১)। রোমনী 'বোল্‌' "ডুব দেওয়া"।

বুড়িলী ১৪ জলমগ্ন, ডুবারি। স্ত্রী। ঐ।

বুদ্ধ-নাটক ১৭।

বুধ, বুধা ২৭ জ্ঞানী। <বুদ্ধ, বুধ।

বুধি, বুধী ৩৩ বুদ্ধি।

বুলই ১৪ ঘুরিয়া বেড়ায়।

বুলথেউ ১৫=বোলথি।

বূঝই ২৭। দ্র° বুঝই।

বেঅন ৩৬ বেদন।

বেগ ৩৩=বেগে।

বেগে ৩৩ বেগের সহিত। করণ।

বেটিল ৬=বেড়িল।

বেঢ়িল ৬ বেষ্টিত।

বেণবি ২৫=বেণ বি।

বেণ ২৫ দুই। দ্র° বেণি।

বেনি ১, ৪, ১৬, ১৭, ১৯, **বেনী** ১৩ দুই। <*দ্বীণি=দ্বে।

বেন্টে ৩১ বাঁটে। তু° বেণ্ট (সর্বানন্দ)।

বেমকটবঅণা ২৫ তাঁতে মাদুর বোনা।

বৈরী ৬।

বোড়ী ১৪ বুড়ি, পাঁচ গণ্ডা। তু° বোড়িঅ (মৃচ্ছকটিক), বোড্‌ডিঅ (হেমচন্দ্র ৩৩৫.১)।

বোড়ো ৪১ বড়, খড়ের মোটা দড়ি।

বোধ ৪০ =বোব।

বোব ৪০ বোবা। তু° বোব্ব (সর্বানন্দ)।

বোলঅ ৬, **বোলই** ১৮ বলে।

বোলথি ১৫, ২৬ বলেন। গৌরবে বহু°।

বোলবা ৪০ বলা। তব্য-জাত অসমাপিকা।

বোলি ৪০ বলা হইল। নিষ্ঠান্ত অতীত।

বোহঅ *১২ বোঝা যায়। <বোধয়তে।

বোহি ৫, ৩২, **বোহী** ৪৪ বোধি (পারিভাষিক), চরম জ্ঞান।

ভঅ ৩৮ ভয়।

ভই ৪৭ হইল। কর্ম° উত্তম°। <ভবিত=ভূত।

ভইঅ ১১, **ভইআ** ৪১ হইল। দ্র° ভই।

ভইঈলা ৭=ভইলা।

ভইম ৪৭=ভই ম।

ভইল ১৪, **ভইলা** ৭, ১৫, ৩২ হইল। দ্র° ভই।

ভইলী ৫০ ঐ। স্ত্রী°।

ভইলী ৪৯ (আমি) হইলাম।

ভইলে, ভইলেঁ ২ হইলে। অসমাপিকা।

ভইলেসি ২০ হইল। প্রথম°।

ভখঅ ২১ ভক্ষ, খাদ্য।

ভড়ারা ৪৭ দেবতা, ঠাকুর। <ভট্টারক।

ভণ ৪০, ৪২ বল। অনুজ্ঞা। <ভণ।

ভণঅ ২১, **ভণই** ১, ৪, ৭, ২৬, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪১, ৪৬, ৪৭, *৩, *৫, *৭, ভণে, বলে। <ভণতি। তু° রোমনী 'ফেন্' "বলা, প্রকাশ করা"।

ভণতি ২২ ঐ।

ভণথি ২০ ঐ। গৌরবে বহু°।

ভণন্তি ৩, ১৬ ঐ।

ভণি ২৯, **ভণিআ** ৩৫ বলিয়া। অসমাপিকা। <ভণিত।

ভণ্ডার ৩৬, ৪৭ ভাঁড়ার, কোষাগার। <ভাণ্ডাগার। তু° "বাওন কোটি ভাণ্ডার লৈঞা" (জয়ানন্দ, চৈতন্য-মঙ্গল)।

ভতারে ২০ পতি রূপে। করণ। <*ভর্তার = ভর্ত্তা।

ভন্তি ১৫ ভ্রান্তিযুক্ত।

ভব ৭, ২০, ২২, ৪২, ৪৩, ৪৫, *১১ সংসার, দেহধারণ।

ভব-উলোলেঁ ৩৮ সংসার-তরঙ্গে। করণ।

ভব-জলধি ১৩।

ভব-ণই ৫ ভবনদী।

ভব-নির্ব্বাণা ২২, **-নির্বাণে** ১৯ সংসার-বন্ধন ও মুক্তি।

ভব-বল ১২ সংসারশক্তি, সংসাররূপ দাবার ঘুঁটি।

ভব-বিন্দারঅ ২১ সংসাররূপ বিঁধ যে করে। দ্র° বিন্দারঅ।

ভব-মত্তা ৫০ সংসারে মত্ত।

ভব-মোহা ৩৯ ভবমোহ।

ভমন্তি ২২ ভ্রমণ করে। বহু°। <ভ্রমন্তি।

ভমরা *২ ভ্রমর।

ভয় ৩১। দ্র° ভঅ।

ভয়ংকর ১৬।

ভর ২৭, ৩৬ ভরা, পরিপূর্ণ।

ভরা ৪৭ = ভড়ারা।

ভরিভী ৮ = ভরিলী।

ভরিলী ৮ ভরা, পূর্ণ। স্ত্রী°।

ভলি ১২ ভালো। <*ভদ্রিক = ভদ্র। তু° ভলি (হেমচন্দ্র ৩৫৩.১)।

ভাঅ ২ ভীত হয়। <*ভায়তি = বিভেতি।

ভাইব ২৯ ভাবা হইবে। <*ভাবিতব্য।

ভাইলা ৩২ প্রতিভাত হইল। <ভাত+।

ভাইলারে ৫০ = গড়িল রে।

ভাগতরঙ্গ ৪২ = ভাঙ্গতরঙ্গ।

ভাগেলা ৩৯ = ভাঙ্গেল।

ভাঙ্গতরঙ্গ ৪২ তরঙ্গভঙ্গ। তু° রোমনী 'ফগ্', 'ফঙ্গ্' "ভাঙ্গা, ভগ্ন হওয়া"।

ভাঙ্গেল ৩৯ ভাঙ্গিল, ভগ্ন হইল। <ভঙ্গ+।

ভাঁজই ১৬ ভাগিয়া গেল, ভাগানো হইল। কর্ম°। <ভজ্যতে।

ভাঙ্গীঅ ১০ ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া। অসমাপিকা। <*ভঞ্জিত = ভগ্ন।

ভাত ৩৩।

ভাদে ৩৫ চর্যাকর্তার নাম।

ভান্তি ১৫, ৩৭, ভান্তী ৪১ ভ্রান্তি, ভ্রান্তিযুক্ত।

ভান্তিএঁ ৪২ ভ্রান্তির সহিত। করণ।

ভালি ১২ দ্র° ভলি।

ভাব ২৯ অস্তিত্ব।

ভাবাভাব ৯, ৩০, ৪৩ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব।

ভাবভাববিমুক্কা *৪ ভাবভাববিমুক্ত।

ভাবিঅই ২৬ ভাবা হয়। কর্ম°। <ভাব্যতে।

ভাবে ৩৫ প্রকারে। করণ।

ভাভরিআলী ১৪ নাগরীপনা, ছেনালি। তু° মধ্য° ভাবকালি।

ভিড়ি ১ দৃঢ়ভাবে, অঙ্গেঅঙ্গ চাপিয়া। অসমাপিকা। তু° "জই ভিড়ি বিসঅ রমন্ত ন মুচ্চই" (সরহ, দোহাকোষ)।

ভিন ১৫ = তিল।

ভিতি ১ নিকটে, পাশে। <ভিত্তি। দ্র° ভিড়ি।

ভিন্না ৭ ভিন্ন, পৃথক।

ভুঅঙ্গ ২৮ ভুজঙ্গ, নাগর, প্রেমিক।

ভুঅন ১৮ ভুবন।

ভুঅণেঁ ৩৪ ঐ। করণ, অধিকরণ।

ভুকু ৬ = ভুসুকু।

ভুজঙ্গ ২৮ দ্র° ভুঅঙ্গ।

ভুঞ্জই ৩৪, *১১ ভোগ করে। <*ভুঞ্জতি = ভুংক্তে।

ভুল্লা *৭ ভুল।

ভুসু ৪৯ = ভুসুকু।

ভুসুকু ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ চর্যাকর্তার নাম।

ভুসুকুতারা ৫৫ ভুসুকুরূপ তারা।

ভেউ ৪৯ ভেদ, রহস্য, তত্ত্ব। <ভেদঃ।

ভেড় ৪৯ = ভেউ।

ভেব ৪৫ দ্র° ভেউ।

ভেবউ ন ৪৫ = ভেব নউ।

ভেলা ১৫, ২৩ হইল। দ্র° ভইলা।

ভেলা ৫০ = ভোলা।

ভৈরবী ১২, ১৬, ১৯, ৩৮ রাগিণীর নাম।

ভো ২ সম্বোধনে।

ভোল ৩৭ (মা+) ভুলো। অনুজ্ঞা।

ভোলা ৫০ বিহ্বল।

ম ১০, ১৩, ২৫, ৩৯, ৪৭ (= মই, মো) আমি, আমার দ্বারা। <মম।

মঅগল ৯ মদকল।

মঅলেঁ ২২ মরিলে। অসমাপিকা। তু° রোমনী 'মুলো' "মৃত ব্যক্তি, ভুত"।

মই ১৬, ১৮, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৯ আমার দ্বারা, আমি। <ময়া।

মইলেঁ ৪৯ দ্র° মঅলেঁ।

মউলিল ২৮ মুকুলিত হইল।

মএল ২৩। মৃত। <মৃত+। তু° আধুনিক° মোল (একরকম দৌড়ঝাঁপ খেলায় পরাজিত, যেন মৃত বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ খেলায় সে আর যোগ দিতে পারে না)। দ্র° মঅলেঁ।

মকুঁ ৩৫ আমার। = মোক?

মচাড়িইউ ১২ মোচড়ানো হইল (?)।

মঝ ১৩ মাঝ। <মধ্য।
মঝে ২, ৪ মাঝখানে। করণ, অধিকরণ।
মণ ১৯, ৩১, ৩৮, ৪৫ মন।
মণ-গোঅর ৪০ দ্র° মনগোচর।
মণা ৪৬ মন।
মণ-রঅণা ৪৩ মনোরত্ন, পরিশুদ্ধ চিত্ত বা বোধিচিত্ত (পারিভাষিক)।
মণিমূলে ৪।
মতিএঁ ১২ মন্ত্রীর দ্বারা, মন্ত্রণার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা। করণ। <মন্ত্রী, মতি।
মনগোচর ৪০
মন্তেঁ ৩৪ মন্ত্রের দ্বারা। করণ।
মরণ ২২, ৪৩।
মরণে ২২।
মরাড়িইউ ১২ দ্র° মচাড়িইউ।
মরিঅই, মরিআই ১ মারা পড়ে। <*মর্যতে = ম্রিয়তে।
মরিল ৫০ মৃত, মৃত হইল। দ্র° মইল।
মরুমরীচি ৪১ মরুভূমির মরীচিকা।
মরে ৩৯=মোরে।
মল্লারী ৩০, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৪৯ রাগিণীর নাম।
মহাতরু ৪৩।
মহামুদেরী ৩৭ মহামুদ্রার (পারিভাষিক)। সম্বন্ধ, স্ত্রী°।
মহারসপানে ১৬।
মহাসিদ্ধি ১৫।
মহাসুখ ২৮। করণ, অধিকরণ।
মহাসুহ ১ মহাসুখ (পারিভাষিক)।
মহাসুহ-নীড়েঁ ১৮ মহাসুখনীড়ে। করণ, অধিকরণ।
মহাসুহ-লীড়েঁ ১৮ ঐ।
মহাসুহলীলেঁ ১৮, ২৭ মহাসুখলীলায়।
মহাসুহ-লোলেঁ ২৭ মহাসুখলোলুপ। করণ।
মহাসুহে ২৮, ৩৪, ৪৯, ৫০, **মহাসুহেঁ** ৫০ মহাসুখে। করণ, অধিকরণ।
মহিকে ৮=নাহি কে।
মহিণ্ডা, মহিত্তা ১৬ চর্যাকর্তার নাম।
মহীধর ১৬ ঐ।
মা ৫, ১৫, ২৮, ৩২, ৩৭, ৪১, ৪২ নিষেধে। অবহট্‌ঠ। রোমনী।
মাআ ১১ মা, মাতা।
মাঅ ১৩, ৪৬ মায়া।
মাঅ ৪৬ ঐ।
মাআ-জাল ১৩, ২৩ মায়াজাল।
মাআ-মোহা ১৫, ৫০ মায়ামোহ।
মাআ-হরিণী ২৩ মায়াহরিণী।
মাগ ১৪, *১২ মার্গ, পথ।
মাগই ২ খোঁজে। <*মার্গতি।
মাগা ৮ দ্র° মাঙ্গা।
মাগে ২৭ দ্র° মাঙ্গে।
মাঙ্গত ৮ নৌকার গলুইয়ে। <মার্গ। অধিকরণ।
মাঙ্গা ৮ নৌকার গলুই।
মাঙ্গে ১৩, ১৪ ঐ। অধিকরণ। তু° রোমনী 'মঙ্কে' "অগ্রে, সম্মুখে"।
মাঝ ১৩ মধ্য।
মাঝ-নিরোহ ৪৪ মধ্যনিরোধ।
মাঝেঁ ২, ৪, ৫, ১৪, ১৮, ৩০, ৪২, ৪৪, ৪৭ মাঝ-খানে। করণ, অধিকরণ। দ্র° মঝেঁ।

মাঝেঁরে ১৪=মাঝেঁ রে।
মাণই ৪৫ মানে <মানয়তি, মন্যতে।
মাণা ৪৬=মণা।
মাণী ৩৪ স্বীকৃত। <মানিত।
মাতঙ্গী ১৪ ডোম্‌নী।
মাতেল ১৬, **মাতেলা** ৫০ মত্ত, মদমত্ত। <মত্ত+।
মাদলা ১৯ মাদল, মৃদঙ্গ। <মর্দল।
মাদেসি ১২ মাত কর (?)। বর্তমান। <মর্দয়সি।
মাদেসিরে ১২=মাদেসি রে।
মার ১৬ মৃত্যু ও প্রলোভনের দেবতা (বৌদ্ধসাহিত্যে)।
মার ২১ ধ্বংস কর। অনুজ্ঞা। <মারয়।
মার ২৬ দ্র° তুই-আর।
মারমি ১০ মারি। বর্তমান। উত্তম°। <মারয়ামি।
মাররে ২১=মার রে।
মারিঅ, মারি, মারিআ ১১ মারা হইয়াছে, মারি, মারিয়া। <মারিত।
মারিল ৫০=মরিল।
মারিহসি ২৩ মারিও। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। <মারয়িষ্যসি।
মারী ১১ দ্র° মারিঅ।
মালশী, ৩৯, ৪০ রাগিণীর নাম।
মালা ৪০ জপমালা।
মালী ১০, ২৮ কণ্ঠমালা। <মালিকা।
মাসং ৪৪=মাঝেঁ।
মাহো ৪৪=মা হো।
মাংসে ৬ মাংসের জন্য। করণ।
মাঁসেঁ ২৩ ঐ।

মিঅলী ৪৭ মিলিত হইলাম (?)।
মিচ্ছা ২৯ মিথ্যা।
মিছেঁ ২২ মিছামিছি। করণ।
মিলি ৮ মিলিত হইয়া। <মিলিত। অথবা ছাড়িয়া। দ্র° মেলি।
মিলিআ ৪৪ ঐ।
মুকল ৩২ মুক্ত, সমাধা। দ্র° মুকা। তু° রোমনী 'মুক্‌লো' "পরিত্যক্ত"।
মুকা ৪৩ মুক্ত। <*মুক্ক (=মুক্ত)। তু° রোমনী 'মুক্‌' "ছাড়িয়া দেওয়া"।
মুচ্চউ *১৪ মুক্ত হইতে পারে। কর্ম°। <*মুচ্যতু=মুচ্যতাম্‌।
মুণেআ ১৭=মুণিআ।
মুত্তি-হার ১১ মুক্তাহার। <মৌক্তিক-।
মুণিঅ ১৭, **মুণিআ** ১৩ চিন্তিত, ভাবিয়া ঠিক করা। অতীত। কর্ম°। <*মুনিত। তু° "এবং মণে মুণি সরহেঁ গাহিউ" (সরহ, দোহাকোষ); "বরগিরি সিহর উতুঙ্গ মুণি সবরে জহিঁ কিঅ বাস" (কাহ্ণ, দোহাকোষ)।
মুসা ২১ মূষিক। <মূষক।
মুসাএর ২১ ঐ। সম্বন্ধ।
মুহ ৪ মুখ।
মূঢ় ৪৫, **মুঢ়া** ১৫, ৪২, **মুঢ়ো** *১৩।
মূঢ়-হিঅহি ৬ মূঢ়হৃদয়ে।
মূল ২০, ৪৫।
মেরি ৫০ আমার। সম্বন্ধ। স্ত্রী°।
মেল ৩৮ মিলিত হও।
মেলঈ ১৮ ত্যাগ করে। তু° "মেল্লই নীসাসু" (হেমচন্দ্র ৪৩০.১)
মেলাণা *১১ মুক্তি, ত্যাগ। তু° মধ্য° মেলানি (বিদায় অর্থে)।

মেলি ৬ পরিত্যক্ত। তু° মিল্লিবি (পাহুড়দোহা)। প্রাচীন গুজরাটী মেহ্লিউ।

মেলি ৩৮ বন্ধু, সাথী। তু° রোমনী 'মেলো, মেল ; মেলী' (স্ত্রী°)।

মেলিলি ৮ ঐ। স্ত্রী°।

মেলেঁ ২৭ মেলায়, সমবায়ে। করণ। <মেলকেন। তু° রোমনী 'মেলো' (পুং°), 'মেলী' (স্ত্রী°)' "বন্ধু,সাথী"।

মেহ ৩০ মেঘ।

মেহেরী ১৩ অন্তঃপুর, মহিলা-মহল। বিদেশী শব্দজাত। তু° আবেস্তীয় মএথন, ফারসী মেহন্।

মো ৭, ৩৭ আমার। <মম। দ্র° ম।

মোঅ ৪৬ = মাঅ।

মোএ ১০ আমার দ্বারা। <ময়া। দ্র° মই।

মোড়িঅ ১৬ ভাঙ্গা হইল। <মর্দিতম্। তু° "খুণ্টমোড়কে ণাম দুট্‌ঠহথী" (মৃচ্ছকটিক), "পুন্নু ডালণং মোড়ন্তি" (হেমচন্দ্র ৪৪৫.৩১)।

মোড়িউ, মোড্‌ডিউ ঐ। <মর্দিতঃ।

মোদ ৪৬ = মোহ।

মোর ২০, ৩৩, ৪৯ আমার। দ্র° মোরি।

মোরঙ্গি ২৮ ময়ূরপুচ্ছ। <ময়ূরাঙ্গিক।

মোরি ৩৬। আমার। স্ত্রী°। দ্র° মোর, মেরি।

মোলাণ ১০ পদ্মডাঁটা। আধুনিক° মলম।

মোহ ১১।

মোহ-কখু ৩৫ মোহকক্ষ।

মোহভরু ৫।

মোহবিমুক্কা ৪৬ মোহবিমুক্ত।

মোহভণ্ডার ৩৬ মোহভাণ্ডার।

মোহিঅহি ৭ = মো হিঅহি।

মোহে ৩৫, ৪৬। করণ, অধিকরণ।

মোহারো ৩৯ = মোহা রে।

মোহেরা ৩৪ মোহের, মোহের দ্বারা। সম্বন্ধ।

মোহোর ২০ আমার। তু° মোর।

যৎপুণাহি ৪৩ = জাস্থ্ নাহি।

যাই ১০ যায়। <যাতি।

যাইসো ১০ = যাইসি।

যাইসি ১০ দ্র° জাসি।

যে ২২ যে। <যেভিঃ।

যোইআ ১৪ দ্র° জোইআ।

যোগী ১১।

রঅণ ৯, ৪০ দ্র° রত্ন।

রঅণহু ২১। ঐ। অপাদান।

রএনি ১৯ রজনী।

রচি ২২ রচনা করিয়া। <রচিত।

রত্ত ১৯ অনুরক্ত। <রক্ত।

রথে ১৪।

রবি ১১, ১৬, ৩২ সূর্য (পারিভাষিক)।

রবিশশি *১।

রস ১৩।

রসরসানেরে ২২ রসরসায়নের জন্য। গৌণকর্ম।

রহই ৩৬ রহে। দ্র° রাহঅ।

রাঅ, রাআ ৩৪ রাজা, সম্ভ্রান্তব্যক্তি। তু° রোমনী 'রই'।

রাউতু ৪১, ৪৩ অশ্বারোহী যোদ্ধা। এখানে চর্যাকর্তার উপাধি বা পদবী। <রাজপুত্র।

রাউলেঁ, রাবুলেঁ ৩৫ রাউলের দ্বারা। <রাজকুল। দ্র° বাজুলে। তু° রোমনী 'রব্‌লো', 'রব্‌লো রই' "সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, প্রিন্‌স"।

রাগ ১১ অনুরাগ।

রাজপথ-কণ্টারা ১৫ দ্র° কণ্টারা।

রাজসাপ ১১ রজ্জুকে সর্পভ্রম। <রজ্জুসর্প।

রাজই ৩১ বিরাজ করে।

রাজিল ১৭=বাজিল।

রাতি ২, ২৮ রাত্রি। রোমনী 'রৎ, রাতি'।

রামক্রী ১৫, ৫০ রাগিণীর নাম। আধুনিক° রামকিরি, রামগিরি, রামকেলি।

রাহঅ ৩৬=রহই।

রিসঅ ৯ প্রেম করে। <রন্‌স্ (রম্-ধাতুর লুঙে)। তু° "টুনা চটক বাজ-সঞো রেসল দূতী অইসন ভাষ" (বিদ্যাপতি, সুভদ্র ঝা সংস্করণ, পদসংখ্যা ৮৪)।

রুঅ ৪৯ রূপা। <রূপক।

রুখের ২ গাছের। <বৃক্ষ। রোমনী 'রুখ্'।

রুণা ১৭ করুণ, করুণভাবে। <রুগ্‌ণ।

রুন্ধেলা ৭ রোধ করা হইল। <রুদ্ধ+। তু° "মার্গু...রুন্ধাবিউ" (প্রাচীন গুজরাতী গদ্যসন্দর্ভ)।

রূপা ৮ দ্র° রুঅ। রোমনী 'রূপ্'।

রূব ২৯ রূপ।

রে ১, ১২, ১৪, ১৫ ইত্যাদি, সম্বোধনে।

রেবই ১৪ দেখা যায়, শোভা পায়। তু° রেহই (গাথাসপ্তশতী)।

রোষে ২৮ ক্রোধে। করণ, অধিকরণ।

লই ২৯, ৩৬, ৩৪, ৪৭ লইয়া (করণের বা গৌণ কর্মের অনুসর্গের মত ব্যবহৃত)। <*লভিত=লব্ধ।

লইঅ ১১, **লইআ** ২৮ ৩৫, ৪৯, ৫০ লওয়া হইল, লইয়া। দ্র° লই।

লক্‌খ ৩৪ লক্ষ্য।

লক্‌খণ ১৫ লক্ষণ।

লড় ৪২ দুগ্ধের মধ্যে বিদ্যমান স্নেহ পদার্থ।

লধা ৩৪ লব্ধ, প্রতিষ্ঠিত। <লব্ধ।

লবএ ১১ লয়, নেওয়া হয়। কর্ম°। <লভতে=লভ্যতে।

লাইঅ ১১=লইঅ।

লাউ ১৭ লাউ, একতারার খোল। <অলাবূ।

লাগ ১০=লাঙ্গ।

লাগি ১৬ লাগিয়া, নিমিত্ত। <*লগ্নিত। দ্র° লই।

লাগিরে ১৬=লাগি রে।

লাগেণা ২৯=ন জাণা।

লাগেলি ১৬, ১৭, ৪৭, **লাগেলী** ২৮ লাগিল। স্ত্রী°। দ্র° লাগি।

লাঙ্ক ৩২ লঙ্কা, দূরদেশ।

লাঙ্গ ১০, **লাঙ্গা** ৩৬ উলঙ্গ, নাঙ্গা, নাগা সন্ন্যাসী। তু° রোমনী 'নঙো'।

লাড়ীডোম্‌বীপাদ ১০ (বৃত্তি) চর্যা-কর্তার নাম।

লাহু ১ =লেহু।

লীলে ১৪, **লীলেঁ** ২৭ লীলায়, অনায়াসে। করণ।

লুই ৩৬=লুই।

লুই ১, ২৯, ৩৪, **লুঈ** ২৯ চর্যাকর্তার নাম।

লুড়িউ ৪৯ লুণ্ঠিত হইল। <লুণ্ঠিতঃ। রোমনী 'লুর্'। "লুট করা"।

লুয়ী, লূই ১, ২৯, **ল্‌য়ী** ৩৪ দ্র° লুই।

লেই, লেঈ ১৪ লয়। <*লয়তি।

লেঙ্গুরে ৪৭=লেহু রে।

লেপ ৪ লেপন।

লেপন ৪।

লেপি চিউ ১৭=কলে চাপিউ।

লেমি ১০ (আমি) লই। দ্র° লেই।

লেলী ৪৯ গৃহীত হইল। স্ত্রী°। দ্র° লইঅ।

লেহু ১, ৩২ লও। মধ্যম°।

লেহুঁ ১২, ৪৭ লই। উত্তম°।

লো ১০, ১৮ নারী সম্বোধনে।

লোঅ ৫, ১৮, ২২, ৪২, ৪৬ লোক; বহুবচনবাচক। <লোক। তু° হেমচন্দ্র ৪৩৮.২, ৪৪২.২।

লোঅর *১১ লোকের, সাধারণ ব্যক্তির। সম্বন্ধ।

লোআচার ৩১ লোকাচার।

লোউ ৩২=লেহু।

লোড়িব ২৮ খোঁজা হইবে। কর্ম°। তব্য-জাত অসমাপিকা। তু° "বাহিরে গই ভত্তারহ লোড়ই" (সরহ, দোহাকোষ)।

লোহি-পসাআ *২ লুইয়ের প্রসাদে।

লোহ্লা ৪১ নোনা, মলিন।

বজ্র ২৮ বজ্র-অলঙ্কার (পারিভাষিক)।

বি ১, ২২, ৩৮, ৪০, ৪৪, *১১, **বী** ১৬ সংযোগ-সূচক প্রত্যয়স্থানীয় অব্যয়। <অপি। দ্র° ই।

শঙ্কা ৩৭।

শরসন্ধানেঁ ২৮। করণ।

শবরা ৫০, **শবরো** ২৮, *০, *৮ শবর, পারিভাষিক অর্থে—বজ্রধর ভগবান হেরুক।

শবরী ৫০ শবর-নারী, পারিভাষিক অর্থে—জ্ঞানমুদ্রা ভগবতী নৈরাত্ম্যা।

শবরী ২৬, ৪৬ রাগিণীর নাম। আধুনিক° শৌরী, আশাবরী।

শশহরো ২৭ চন্দ্র (পারিভাষিক)। <শশধর।

শশিমণ্ডল ৩২।

শশী ১১ পারিভাষিক। দ্র° আলি-কালি।

শাখী ৩৬ সাক্ষী।

শান্তি ১৫, ২৬, *৫, *৭, **শান্তী** *৪, ৫৬, শান্তি ২৬ চর্যাকর্তার নাম।

শালী ১১ শ্যালিকা।

শাসন ৪৭ ভূমিদান-পট্ট।

শাসু ১১ শাশুড়ী। <শ্বশ্রূ। দ্র° সাসু।

শিআলী ৫০ শৃগাল। স্ত্রী°।

শীবরী ১৬=শবরী (রাগিণী)।

শুণ্ডিনী ৩ শৌণ্ডিকভার্যা, শুঁড়িগিন্নী; মদ চোলাইয়ের বকযন্ত্র। <শৌণ্ডিক, শুণ্ড+।

শূণ ২৬, ৪২, **শন** ৩৫ শূন্য (পারিভাষিক)।

শূণ-মেহেরী ১৩ শূন্যরূপ মহিলামহল। দ্র° মেহেরী।

শনমেহেরী ১৩=শুন-মেহেরী।

শূনে ৪২ শূন্যের সহিত। <শূন্যেন।

শূন্য ১৫।

শূন্যতাধ্বনি ১৭।

ষঅ ৩৮=বিষঅ।

ষবরালী ৫০ শবরগিরি। <*শবরকারিক। দ্র° পাঠান্তর (অনুলিপি) 'ষবসলী'।

ষব ৫০ সব।

ষবসলী ৫০ দারুণ দুঃখ। তু° "সবসলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল। (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন); "স্নান দেবার্চনা মোর সব লাগে সলি" (জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল)।

ষম ৩৩ সম, সঙ্গে।

ষষহর ২৭ শশধর (পারিভাষিক)।

ষহজে ২৭ সহজাবস্থায়। করণ, অধিকরণ।

ষামায় ৩৩ প্রবেশ করে। <সমায়াতি।

ষারা ৩০ সার।

ষারে ৪১ ঐ। করণ। <সারেণ।

ষিআলা ৩৩ শৃগাল। পুং দ্র° শিআলী।

ষিঞ্চহুঁ ৪৭ সিঁচিয়া ফেলি। উত্তম°।

ষিহে, ষিহেঁ ৩৩ সিংহের সহিত। <সিংহেন।

যুকড় ৫০ চমৎকার। দ্র° কট।

ষে ২৬, ৫০ দ্র° সে।

ষো ৩৩ দ্র° সো।

ষোহই ৪৬ শোভা পায়। <শোভতে।

ষোহিঅ ৪৬ শোধিত, শোধিত করিয়া।

স ২৬, ৫৯ দ্র° সো।

স ডুলী ৩=ঘড়ুলী।

সঅ ৫৬ সহ। দ্র° সম।

সঅ-সম্বেঅণ ১৫ স্ব-সংবেদন (স্বয়ম্ভূয়মান নির্বিকল্পক মহাসুখ)।

সঅল ১, ৯, ১৮, ৩১, ৩৬, ৪৪, **সঅলা** ৩৬, ৪১, ৪৩ সকল।

সঅলানুত্তর ৩৪ সকল-অনুত্তর।

সএল ১৬, ১৭ দ্র° সঅল।

সএঁ-সঁবেঅন ২৬ দ্র° সঅ-সম্বেঅণ।

সগাঅ ৪=সমাই।

সগুণ ৫০ শকুনি। অর্ধ°।

সংকেলিউ ১৫ সংক্ষিপ্তভাবে। <সংকলিতঃ।

সঙ্গে ১৯।

সংঘারা ২০ সংহার।

সচরাচর ২০ চরাচর সমেত।

সড়ি ৪৫ খিন্ন, ক্লান্ত (?)।

সদভাবে ১০ সদ্ভাবে।

সদ্গুরু-পাঅ-পএ, -পএঁ ১৪ সদ্গুরুচরণ প্রসাদে। করণ।

সদ্গুরু-পাব ৪১ সদ্গুরুচরণ।

সদ্গুরু-বঅণে ৩৪ সদ্গুরুবচনে।

সদ্গুরু-বোহে ২১, **-বোহেঁ** ১২, ২৩, ৩৫ সদ্-গুরুবোধে। করণ।

সনাইড় ২=সমাইউ।

সন্তাপে ১৪। করণ, অধিকরণ।

সন্তারে ৩৭ নদী পারাপার কার্যে। তু° "সন্তার দেই" (প্রকৃত-পৈঙ্গল)।

সপর-বিভাগ ৩৬ আত্মপরভেদজ্ঞান। <স্ব+।

সব ৫০।

সবরী ২৮ দ্র° শবরী।

সবরো ২৮, ৫০ দ্র° সবর।

সভাব ৪৩ স্বভাব।

সম ১১ সহিত। <সমম্।

সমতাজোএঁ ৪৭ সমতাযোগে। করণ। সমতাযোগের পারিভাষিক অর্থ রবিশশীর অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন।

সমতুলা ৫০ সমতুল্য।

সমন-ভতারে ২০ শ্রমণ যাহার পতি।

সমরস-সান্ধি ১৭ সমরস-সন্ধি (পারিভাষিক)। শূন্যতা-করুণার অভেদ মিলনই সমরস বা সহজাবস্থা, ভাবাভাববর্জিত, "শাশ্বতোঽসৌ আনন্দরূপঃ সংকল্পমাত্রঃ।"

সমরসে ৪৩। করণ, অধিকরণ।

সমাইউ ২ প্রবিষ্ট। <সমায়াতঃ।

সমানা ৪৭ সমান।

সমাধি-কপাট ২১ সমাধির দ্বার।

সমায় ৪০ (=সমাই) প্রবেশ করে। <সমায়াতি।

সমাহি ১ দ্র° সমাহিঅ।

সমুদা ১৫ সমুদ্রের। <সমুদ্রস্য।

সমুদারে ১৫=সমুদা রে।

সমুদে, সমুদ্রে ৩৫। সমুদ্রে। অধিকরণ।

সংপুন্না ৪২ সং পূর্ণ।

সংবোধিঅ ৪০ উপদিষ্ট। <সংবোধিত।

সংবোহী ৪৪ সংবোধিতে (পারিভাষিক)। করণ, অধিকরণ।

সংবোহেঁ ২৯ সংবোধে, উপদেশে। করণ।

সরবর ১০ সরোবর।

সর-সন্ধানেঁ ২৮ শরসন্ধানে। করণ।

সরহ ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ চর্যাকর্তা। এই অসাধারণ নামটি ধম্মিল্লহিণ্ডীতে পাওয়া যায়। সেখানে সরহ একজন ধার্মিক ব্যাধ।

সরুঅ-বিআরেঁতে ১৫ স্বরূপবিচারে। করণ।

সরুই ৩ সরু।

সর্ব ৩৫, ৪৪।

সর্বই ৩১=সর্ব-ই

সলী ৫০ ঝঞ্ঝাট, বিরক্তিকর। <শল্য+। তু° "স্নানদেবার্চন মোর সব লাগে সলি" (জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্গল)

সসর ৪১=সসরু।

সসরু ৪১ খরগোস। <শশরূপ। মধ্য° শশারু।

সসহর ১৮, ২৭, ৪৭ শশধর (পারিভাষিক অর্থে—বোধিচিত্ত বা শুক্র)।

সসি ১৭ দ্র° শশী।

সসুরা ২ শ্বশুর। তু° "সসুরার বাদে হৈতে ঘরগারি গেল" (বিষ্ণুপাল, মনসামঙ্গল)

সহষলি ৪৭=সসহর।

সহজ ৩৭, ৪০, ৪৩ পারিভাষিক।

সহজ-উন্মত্তো ১৯।

সহজ-নলিনীবন ৯।

সহজ-নিদালু ৩৬।

সহজ-সরুআ ৩০ সহজস্বরূপ।

সহজ-সুন্দরী, -সুন্দারী ২৮।

সহজানন্দ ২৭।

সহজে ৩, ৪২, **সহজেঁ** ৩৮, ৩৯ করণ।

সহাব ৪১, ৪৩ স্বভাব।

সহাবে ৯, ৩২, ৪৩ স্বভাবে।

সহি ১৭ সখী (সম্বোধনে)।

সহিঅ ১=সমাহিঅ।

সংসার ৩৩, **সংসারা** ১৫।

সংহার ১৪ গুটানো।

সাঅর ৪২ সাগর।

সাঈঁ ২০ পতি। <স্বামী।

সাঙ্কম ৫ সাঁকো। <সংক্রম।

সাঙ্কমত ৫ ঐ। অধিকরণ।

সাঙ্গ ১০ সাঙ্গা, স্বামীস্ত্রী রূপে বাস। <সঙ্গ।

সাঙ্গে ৩২ সঙ্গে।

সাচ ২৯ সত্য।

সাচে ৪১ করণ। <সত্যেন।

সাণে ১ ইশারায়, উদ্দেশে। <সংজ্ঞা।

সাদ ১৯ শব্দ।

সাদেঁ ৪৪ ঐ। করণ।

সাধী ৩৩=দুষাধী।

সান্তি ২৬ দ্র° শান্তি।

সান্ধ, সান্ধঅ ৩ মদ গাঁজায় (?)। <*সন্ধাপয়তি। তু° "ধোঞাউরি ধানে মদিরা সাঁধ" (কীর্ত্তিলতা); "সান্ধা বান্ধা" (ধর্মমঙ্গল)।

সান্ধি ১৪ দ্র° সন্ধি।

সান্ধে ৪=বান্ধ।

সারি ১৭ স্বরের চাবি বা পংক্তি।

সাসু-ঘরেঁ ৪ শাশুড়ীর ঘরে, অথবা শ্বাসগৃহে। করণ, অধিকরণ। <শ্বশ্রূ অথবা শ্বাস।

সাহা ৩৫ শাখা।

সাঁঝে ৩৩ সন্ধ্যায়। অধিকরণ। <সন্ধ্যা।

সিকল ১৬ শিকল। <শৃঙ্খল।

সিখর ২৮ শিখর।

সিঝএ ১৫ সিদ্ধ হয়। কর্ম্ম°। <সিধ্যতে।

সিঞ্চহ ১৪ সিঁচিয়া ফেল। অনুজ্ঞা। <সিঞ্চঅ।

সিঠি-সংহারা পুলিন্দা ১৩ পাল খাটাইবার ও গুটাইবার মাস্তুল।

সিংগে ৪১ শৃঙ্গে। করণ, অধিকরণ।

সীস, সীসা ৪০ শিষ্য।

সুঅণে ৪৬ স্বপ্নে। অধিকরণ। দ্র° সুইণা।

সুআ ৪১ পুত্র। <সুত।

সুইণা ৩৯, **সুইনা** ১৩ স্বপ্ন। পালি সুপিন, প্রাকৃত সুইণ <স্বপ্ন। তু° সুইণন্তরি (হেমচন্দ্র ৪৩৪.১); রোমনী "সুনো"।

সুইণেঁ ৩৯ ঐ। করণ।

সুখদুখেতেঁ ১। করণ, অধিকরণ।

সুখেঁ ৩৪। করণ।

সুঘাড়ি ৫০ সুঘটিত। <*সুঘটিত।

সুচ্ছড়ে ১৪ অনায়াসে। করণ, অধিকরণ। <সুচ্ছন্দঃ +।

সুজ ৪, ১৭, **সুজ্জ** *৬ সূর্য (পারিভাষিক)।

সুণ ৬, ৩১, ৩৬, ৩৯ শূন্য (পারিভাষিক)।
সুণ-মেহেলী ৫০ শূন্যরূপ মহিলা-মহল।
সুণভ ১৩ শূন্যতা (পারিভাষিক)।
সুণমে হেলী ৫০ = সুণ-মেহেলী।
সুণেআ ১৭ = মুণিআ।
সুতেলা ৩৭ শুইল। <স্বপ্ত+। রোমনী 'সুতিলো'।
সুতেলি ১৮ শুইলাম। উত্তম°। ঐ।
সুদ্ধ-সরুআ *৪ শুদ্ধস্বরূপ।
সুধ ২৭ শুদ্ধ।
সুন ২ শোন। অনুজ্ঞা। <* শ্রুণু= শৃণু।
সুন ৪৪ শূন্য (পারিভাষিক)।
সুন-করুণরি ৩৪ শূন্য-করুণার।
সুন-করুণার ৩৩ শূন্য ও করুণার (পারিভাষিক)। সম্বন্ধ।
সুন-তরুবর ৪৫ শূন্যরূপ তরুবর।
সুন-তান্তি-ধনি ১৭ শূন্য-তন্ত্রী ধ্বনি।
সুন-নৈরামনি ২৮ শূন্যরূপ নৈরাত্মা (পারিভাষিক)।
সুন-বাহর ৩৬ শূন্যরূপ বাসগৃহ।
সুনন্তে ৩০ = গুণন্তে।
সুনা-পান্তর ১৫ শূন্য প্রান্তর।
সুনি ১৫ শুনিয়া।
সুনু-পাখ ১ শূন্যরূপ পক্ষ।
সুনে ২৬, ৪৪ শূন্যে। করণ, অধিকরণ।
সুফল ৩৬ সফল।
সুরঅপসঙ্গে ১৯ সুরতপ্রসঙ্গে। করণ। অধিকরণ।
সুশ বাহ ৩৬ = সুনবাহর।
সুসার ২১ = মূসার।
সুসুরা ২ = সসুরা।
সুহ ৮, ১৩ সুখ।
সুহে ৩৬ সুখে।
সূজ্জ ১৪ সূর্য (পারিভাষিক)।
সূণারণ্ণে ৫২ শূন্যারণ্যে।
সূধ ৯ শুদ্ধ। দ্র° সুধ।
সূন ১০ দ্র° সুন।
সূনিআ *৭ শুনিয়া।
সে ৩, ২১, ৪০। সর্বনাম।
সে ৭, ৫০ অনর্থক অব্যয়।
সেজি ২৮ শয্যা। <*শয্যিকা।
সেব ২০ সে-ও।
সেরে ৫০ = এবে রে।
সেস ৪৯ শেষ।
সেসু ২৬ ঐ। <শেষঃ।
সো ৭, ১০, ১৫, ২০, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩°, ৪১, ৪৫, ৪৬। সর্বনাম।
সো ধনি বুধী ৩৩ = সোই নিবুধী।
সোই সাধী ৩৩ = সো দুষাধী।
সোণ ৪৯ সোনা। <সুবর্ণ।
সোণত রুঅ ৪৯ = সোণ রুঅ।
সোনে ৮ সোণায়। করণ।
সোন্তে, সোন্তেঁ ৩৮ স্রোতে। করণ। <স্রবন্ত্, স্রোতস্।
সোষই ৪২ শোষে। <শুষ্যতি।
স্বচ্ছন্দেঁ ৩৯। করণ।
স্বপনে ৩৬ স্বপ্নে। দ্র° সুইণেঁ।
স্বপরাপর ৩৪ স্ব, পর ও অপর।

স্বপরেলী ৪৩ আত্মপরবোধ। <স্বপর+।

স্বমোহেঁ ৩৫=মোহেঁ।

হ ৩৯ নিশ্চয়াত্মক অথবা সংযোগাত্মক অব্যয়। দ্র° হো।

হই ৪৭ হইল। দ্র° ভই।

হইলেসি ২০ দ্র° ভইলেসি।

হউঁ ১০ দ্র° হাউঁ।

হঞ্চুলো ১০ হালো।

হণবিণু ২৩ =বিণূ?

হণ্ডী ৩৩ দ্র° হাঁড়ীত।

হথা ৪১ হাত। <হস্ত।

হর ৪৭ শিব।

হরি ৪৭ বিষ্ণু।

হরিঅ ৯ আহৃত। <*হরিত, হারিত।

হরিআ ৬ হরিণ (সম্বোধনে)।

হরিণা ৬ মদ্দা হরিণ।

হরিণার ৬ ঐ। সম্বন্ধ।

হরিণা-হরিণির ৬ হরিণহরিণীর।

°**হরিণা** ৬।

হসই ৫৬ হাসে। <হসতি।

হাউঁ ১০, ১৮, ২০ আমি। এক°। <অহকম্।

হাক ৬ হাঁক, ডাক। তু° "হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা" (প্রাকৃত-পৈঙ্গল)।

হাড়ীত ৩৩ (=হাঁড়ীত) হাঁড়িতে। অধিকরণ। <ভাণ্ডিকা।

হাড়েরি ১০ হাড়ের। সম্বন্ধ। স্ত্রী°। <*হডডকেরিকা।

হাথে ৩২ হাতে। অধিকরণ।

হাথেরে ৩২ =হাথে রে।

হাথ্যে *৮ হাতে। করণ।

হালো ১০, ১০ নারী সম্বোধনে।

হাঁউ ৩৫ দ্র° হাউঁ।

হিঅ ২৮ হৃদয়।

হিঅহি ৬, ৭, **হিঅহিঁ** ২ হৃদয়ে। অধিকরণ। <হৃদয়+। তু° "হিঅই পইট্‌ঠই" (হেমচন্দ্র ৩০০.৩)।

হিএঁ ২৮, ৪৪, ৫০ হৃদয়ে। করণ অধিকরণ। দ্র° হিএ, হীএ।

হিণ্ডই ২৮ ঘুরিয়া বেড়ায়। তু° হেণ্ডারে।

হীএ ৪৪ হৃদয়ে। দ্র° হিএঁ।

হুঞ্চল-পাঞ্চল ২১ হাঁচড়-পাঁচড়।

হুঁ ভব অগণা ৩৯ 'হূঁ' এই মন্ত্র হইতে উৎপন্ন বজ্রসত্ত্ব গগন বা বিশ্ব। মন্ত্র ও দেবদেবীর সাধনায় নিবিষ্ট যোগী প্রথমে "ওঁ শূন্যতাবজ্রস্বভাবাত্মকোঽহম্" এই জিনমন্ত্র পড়িয়া বা বজ্র-জাপ করিত। তাহার পর হেরুকের মন্ত্র "ওঁ হূঁ হূঁ" মন্ত্র জপ করিতে করিতে সূর্য ভাবনা করিত এবং বিশ্বকে বজ্র কল্পনা করিয়া সাধনায় উপবিষ্ট নিজেকে অক্ষয়ভাবে সুরক্ষিত ভাবনা করিত। এই বিশ্ববজ্র-ভাবনা হুঙ্কারোদ্‌ভূত।
"রেফেন সূর্যং পুরতো বিভাব্য তস্মিন্ রবৌ হূঁভব-বিশ্ববজ্রম্। তেনৈব বজ্রেণ বিভাবয়েচ্চ প্রাকারতৎপঞ্জর-বন্ধনং চ।" (ডোম্বী-হেরুকের অমৃত-প্রভা)।

হে ৫ সম্বোধনে।

হেঞ্চে ৫০ =হিএঁ।

হেণ্ডারে *১ হঁাট্রায়, এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়ায়।

হেব্ভই ৩০ =ফেড়ই।

হেরি ৭, ৫০ এই, নিকটস্থ। মধ্য° হের।

হেরেমে ৫০ =হেরি সে।

হেরুঅ ১৭, ২৬ বজ্রযানের প্রধান উপাস্য দেব, বজ্রধর। ইনিই বিন্দু বা বোধিচিত্ত বা করুণা। <*ভেরুক = ভৈরব। হেরুকের মূর্তি ভীষণ। "দংষ্ট্রোৎকটমহাভীমমুণ্ডস্রগ দামভূষিতম্। ভক্ষমাণং মহামাংসং শ্রীহেরুকং নমাম্যহম্॥"

হেলেঁ ১৮ হেলায়। করণ।

হো ৩১, ৩৭ দ্র° হ।

হোই ৩, ১৭, ২২, ২৯, ৪৬ হয়। <ভবতি।

হোই ১৫ (মা+) হও। অনুজ্ঞা। দ্র° হোহি, হোহী।

হোইব ৫ হইতে হইবে। তব্যজাত বিশেষণ। <ভবিতব্য।

হোন্তি ২২ হয়। বহু°। >ভবন্তি।

হোহি (মা+) ৪২, **হোহী** ৫ হও। অনুজ্ঞা। <*ভবহি=ভব।

হোহিসি ২৩ হইও। ভবিষ্যৎ, মধ্যম°। <ভবিষ্যসি।

হোহু ৬ হও। অনুজ্ঞা। <ভবথঃ=ভবত।

সংযোজন-সংশোধন

পৃ ২৬ ছত্র : এখন যেমন তখনও তেমনি এদেশে ভাতই প্রধান খাদ্য ছিল, এবং চরম দারিদ্র্যের পরিচয় ছিল **হাড়ীত ভাত নাঁহি।**

পৃ ৪৩ ছত্র ২৪-২৫ : প্রথম পুরুষের একবচনে 'তুট,' 'বান্ধ' এই ধরণের পদ উক্তিব্যক্তিপ্রকরণে (সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা ১৯৫৩) বহু আছে।

পৃ ১১৪ ছত্র ৫ : **দিধলী** [৯] পঠিতব্য।

ছত্র ৬ : **সবরো**[১১] **নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবসলী**[১২] পঠিতব্য।

ছত্র ১২ : '১১. 'সবরো' মূল...' ইত্যাদি পঠিতব্য।

'১২ 'ষবসলী' প্রতিলিপি, 'ষবরালী' শাস্ত্রী।' পঠিতব্য।

পৃ ১১৫ ছত্র ৬ : 'দুঃখযন্ত্রণা ছুটিয়া গেল' পঠিতব্য।

পৃ ১৩০ ছত্র ১৮ : 'জরায়ুজ, স্বেদজ, স্বতউৎপন্ন, দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি'। পঠিতব্য।

পৃ ১৩৭ ছত্র ২০ পরে পঠিতব্য :

'ছত্র ৫ : তুলনীয় ঔরঙ্গজেবের রচিত পঞ্জাবীমিশ্র হিন্দী কবিতার অংশ—"চূহা খান্দা মাওলী" 'মূষিক গৃহ খনন করিতেছে' (মাসির-ই-'আলমগীরী হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক Indo-Aryan and Hindi গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

পৃ ১৪৩ ছত্র ১৫ : 'ভাঙ্গিয়া দিল' পঠিতব্য।

ছত্র ২২ : '"বাসনাগার"' পঠিতব্য।